সওয়ার

সমরেশ মজুমদার

সওয়ার

সওয়ার

সমরেশ মজুমদার

উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির ★ কলিকাতা - ৭

SHAOAR
by Samares Majumder
Published by.
UJJAL SAHITYA MANDIR
C-3 College street Market
Calcutta-700 007 INDIA

প্রথম উজ্জ্বল মুদ্রণ
শুভ অক্ষয় তৃতীয়া
১৪০৩

পরিবেশক
উজ্জ্বল বুক ষ্টোরস
৬এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রতিষ্ঠাতা
শরৎচন্দ্র পাল
কিরীটি কুমার পাল

প্রকাশিকা
সুপ্রিয়া পাল
উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির
সি-৩ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

প্রচ্ছদ
শুভাশিষ পালুধি

মুদ্রক
স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড
৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৯

ISBN-81-7334-084-6

উৎসর্গীকৃত

বোয়িং ৭৩৭ যখন দমদম এয়ারপোর্টের ওপর দুটো পাক খেয়ে রানওয়ে ছোঁয়ার জন্য মুখ নামাচ্ছে তখন এয়ারহোস্টেসের মিষ্টি গলা মাইকে ভেসে এল, 'ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ, আমরা এবার কলকাতার মাটি স্পর্শ করছি। এই যাত্রা সুন্দর হওয়ার জন্য ক্যাপ্টেন গুপ্তা এবং তাঁর সহকর্মীরা আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। যাত্রীদের অনুরোধ করা হচ্ছে এরোপ্লেন থেমে যাওয়ার পর যেন কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করেন। বাইরের তাপমাত্রা এখন...।'

চোখ বন্ধ করে কথাগুলো শুনে গেল বীরেন্দ্রনাথ সেন। জানলার ধারে এই আসনটায় সে পুরোটা পথই অলসভঙ্গীতে চোখ বন্ধ করেই কাটিয়েছে। সেই সান্তাক্রুজ ছাড়বার পরই উত্তেজনাটা দ্রিমি দ্রিমি বেড়ে চলেছে। এরোপ্লেনে চড়া এখন তার খুব সাধারণ ব্যাপার, বিশ্রাম নেবার জায়গা, প্রয়োজনে ঘুমিয়ে নিতেও পারে। মাদ্রাজ-বোম্বে-বাঙ্গালোর এবেলা ওবেলায় ছুটোছুটি করতে হয় যাকে, তাকে অনেক কিছু অভ্যাস করে নিতে হয়। কিন্তু এবারের যাত্রা ওকে কিছুতেই সহজ হতে দিচ্ছিল না। দীর্ঘকাল সে মনে মনে অপেক্ষা করেছে আজকের দিনটার জন্যে। এত বছরের প্রস্তুতির ফল এবং প্রত্যাশা মেটানোর সময় আসছে। কত বছর পর কলকাতাকে দেখবে সে। আহ্ কলকাতা, যে কলকাতা তাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিল। ওপর থেকে স্যুটকেসটা টেনে নিয়ে অন্য যাত্রীদের সঙ্গে পা বাড়াল বীরেন্দ্রনাথ সেন। দরজায় পৌঁছাবার আগে এক পলক দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে নিল সে।

হ্যাঁ, তার পোশাক বেশ টিপটপ। পাশে দাঁড়ানো এয়ারহোস্টেস হেসে বলল, 'স্যর, আশা করি আপনার ফেরার সময় আমি সাহায্য করার সৌভাগ্য পাব।'

'আশা করি।'

'স্যর, আপনি যদি কিছু জানিয়ে যান—আই মিন—আমার বন্ধুরা বলছিল—'

'আমি জানি না, সরি, আমরা জানতে পারি না' কথাটি বলার সঙ্গে সঙ্গে

বীরেন্দ্রনাথ সেন আচম্বিতে বায়রণ সেইনে রূপান্তরিত হয়ে গেল। বোয়িং ৭৩৭-এর সিঁড়ি দিয়ে বায়রণ সেইন নেমে আসছিল, উচ্চতা পাঁচ ফুট দুই, ওজন আটচল্লিশ কেজি, বয়স ত্রিশ, ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঘোড়সওয়ার।

বোয়িংটা দাঁড়িয়েছিল এয়ারপোর্ট বিল্ডিং থেকে অনেকটা দূরে। দুটো লম্বা গাড়ি ছুটে এল যাত্রীদের সেখানে পৌঁছে দিতে। তার একটাতে পা দিতেই বায়রণ শুনতে পেল, 'গুড আফটারনুন। আপনাকে একটু বিরক্ত করতে পারি?'

বেশ কালো এবং মোটা একজন ভদ্রলোক রঙিন চশমার আড়ালে হাসলেন;

'আপনার ছবি গতকালের কাগজে দেখেছি। আমি আপনার সঙ্গেই বোম্বে থেকে আসছি। আপনি তো আগামী কাল পরশু রাইড করবেন এখানে?'

'হ্যাঁ, সে রকম কথা আছে।' বায়রণ মুখ ঘুরিয়ে নিল। এয়ারপোর্ট বিল্ডিংটা খুব দ্রুত এগিয়ে আসছে।

'একটা সিওর হর্স পেতে পারি?' লোকটি ফিসফিস করে বলল।

'হর্স, ও ভগবান, ঘোড়ারা কখনো নিশ্চিত হয় না, দুঃখিত।' বায়রণ উঠে দাঁড়াল। গাড়িটা থেমে গেছে। দ্রুত নীচে নেমে দরজার দিকে এগোতে লাগল। যাত্রীদের অপেক্ষায় ঘরটার মধ্যে দিয়ে কাস্টম্‌স চেকিং-এর বেড়া ডিঙ্গিয়ে কয়েক পা এগোতেই সে থমকে দাঁড়াল। আহা, কি দৃশ্য! চারজন মানুষ হাসি হাসি মুখে তার জন্যে দাঁড়িয়ে। বাঁ দিক দিয়ে প্রথম জন পল রোজারিও, ট্রেনার, এখন চুলে পাক ধরলেও শরীরের বাঁধুনি বেশ শক্ত। ইস্পাত রঙা স্যুটে মানিয়েছে চমৎকার। গত মরশুমে কলকাতা রেসকোর্সের চ্যাম্পিয়ন ট্রেনার বলে স্বীকৃত। এক মরশুমে একজন ট্রেনারের জয়ী ঘোড়ার রেকর্ড এতদিন ছিল উনপঞ্চাশ, গতবার পল পঞ্চাশ করেছে। অত্যন্ত রাশভারী মানুষ। পলের বাঁ পাশে যিনি দাঁড়িয়ে তাঁকে একদিনই বোম্বেতে দেখেছে বায়রণ। হরি শর্মা। কোটিপতি মানুষ। বিখ্যাত শর্মা এন্ড শর্মার মালিক। ওঁর পঞ্চাশ রকমের ব্যবসার সঙ্গে কয়েক বছর হল উনি ঘোড়ার রাজত্বেও এসেছেন। পল রোজারিওর স্টেব্‌লে ওঁর ঘোড়াগুলো আছে। খুব দামী দামী ঘোড়া! ওঁর একমাত্র আশা এবারের ইনভিটেশন কাপ বিজয়ীর সম্মান যেন তিনি পান। গত সপ্তাহে পলের সঙ্গে বোম্বাই গিয়ে তিনিই বায়রণের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন। হরি শর্মার পাশে যে দীর্ঘাঙ্গিনী মহিলা দাঁড়িয়ে তাঁকে চেনে না বায়রণ। কিন্তু দেখামাত্র নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হল তার। মেয়েমানুষের রূপ সে অনেক দেখেছে কিন্তু এমনভাবে সব কটি অঙ্গ একসঙ্গে দিয়ে বিধাতা কাউকে পৃথিবীতে পাঠাতে পারেন তা এই মহিলাকে না দেখলে বোঝা যেত না। কি অবহেলায় মহিলা তাকিয়ে আছেন। কিন্তু সেই ভঙ্গিতেই এমন একটা আকর্ষণ

আছে যে বুকের ভেতর গ্রীষ্মের বাতাস বয়ে যায়। হরি শর্মার পাশে মহিলাকে যেন আরো উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। হরি শর্মার মাথায় বিশাল টাক, ভুঁড়ি প্রবলভাবে এগিয়ে আছে, কোট আর প্যান্টে মাঝে মাঝে ক্লাউনের ভঙ্গী আনে। তার পাশে, হঠাৎই বায়রণের মনে ক্লিওপেট্রার ছবিটা ভেসে এল। শি ইজ ক্লিওপেট্রা। ক্লিওপেট্রার পাশে যে তরুণটি দাঁড়িয়ে আছে সে যে হরি শর্মার ছেলে তা বলে দিতে হবে না। মুখের আদল এক। তবে ছিমছাম, বয়স অল্প থাকায় এখনও মেদ সংগৃহীত হয় নি।

তিনটি মুখে প্রায় একসঙ্গে তিন রকমের হাসি জ্বলে উঠল। চতুর্থ মুখটি খুবই নিস্পৃহ চোখে তাকে দেখছে। বায়রণ ক্লিওপেট্রার দিকে তাকাল না। কাছাকাছি হতেই পল রোজারিও এগিয়ে এল, 'হেলো সেইন। আসতে কোন কষ্ট হয় নি আশা করি।'

বায়রণ মাথা নাড়ল, 'নো নো, খুব আরামে এসেছি।' হাত মেলালো সে। পলের হাত খুব খসখসে। শক্ত। স্পর্শেই বোঝা যায় বেশ পোড় খাওয়া মানুষ!

হরি শর্মা এন্ড পার্টি কিন্তু এগোন নি। সারবদ্ধ হয়ে হাসিমুখে হরি শর্মা দাঁড়িয়ে বললেন, 'ওয়েলকাম, ওয়েলকাম কলকাত্তামে।'

বায়রণ হাত বাড়াল, 'থ্যাঙ্ক য়ু মিঃ শর্মা। আপনারা আমাকে রিসিভ করতে এসেছেন বলে গর্ব অনুভব করছি।'

শর্মার চোখ যেন কপালে উঠে গেল 'আরে দেখো পল, সেইন কি কথা বলছে। সারে কলকাত্তা আজ তুমারা লিয়ে গরম হো গয়া। এভরিবডি ইজ স্পিকিং বায়রণ ইজ কামিং টু রাইড ফর মি। তো তুমকো রিসিভ করনে হাম নেহি আয়েগা তো কোন্ আয়েগা। ইউ নো উই ইন্ডিয়ান, গেস্টকো সেবা করনে জানতা হু।'

বায়রণ লক্ষ্য করল ক্লিওপেট্রার চোখের পাতা যেন বড়। ভিমের মতো মুখে সেই পাতা দুটো সুন্দর খেলা করে। হরি শর্মা বললেন, 'মিট মাই ওয়াইফ লীনা, লীনা ইউ নো হু ইজ হি?'

'গ্লাড টু মিট ইউ।' খসখসে গলা, ঠোঁট দুটো সামান্য ফাঁক হল কি হল না বোঝা গেল না। কিন্তু বায়রণের শরীরে যেন কাঁটা উঠল। এ এমন একটা কণ্ঠস্বর যাতে শিরিষ কাগজ জড়ানো আছে বলে ভুল হয়। বায়রণ একটু দেরীতেই মাথা নুয়ে সম্ভাষণ গ্রহণ করল। এত তাপবিহীন কথা বলার শক্তি সব মানুষ পায় না।

শর্মা বললেন, 'আউর ইয়ে মেরা লেড়কা, শ্যাম শর্মা।'

পল চাপা গলায় বলল, 'প্রিন্স অফ শর্মা ইন্ডাস্ট্রিস।'

হাত বাড়াবার জন্যে যেন এতক্ষণ উদগ্রীব হয়ে ছিল ছেলেটি, ঝাঁকুনি দিতে

দিতে বলল, 'কল মি স্যামু। আপনার কথা এতদিন অনেক শুনেছি প্রাক্‌টিক্যালি কলকাতার পাণ্টারদের কাছে আপনি ফিল্মের হিরোর চেয়ে বেশী পপুলার'।

কাঁধ নাচাল বায়রণ, সেই সঙ্গে আলতো হাসি। এই রকম কথার মুখোমুখি হলে এইসব ভঙ্গী করতে হয়। করে অভ্যেস হয়ে গেছে। শর্মা বললেন, 'নাউ, লেট্‌স মুভ। পল, কল সাম পোর্টার। বায়রণ সাহেবকা স্যুটকেস লেনে পড়েগা।'

বায়রণ বললো, 'না, না, এটা এমন কিছু একটা ভারী নয়। দরকার হবে না কুলীর।'

শর্মা বললো, 'ওকথা বলবে না। আমি তোমাকে আরামে রাখতে চাই। তুমি আমার অনারেবল গেস্ট।'

অতএব বায়রণের দশ কেজি স্যুটকেশটা পোর্টারের কাঁধে চাপল। এয়ারপোর্ট বিল্ডিং-এর বিরাট হলঘর দিয়ে ওরা হাঁটছিল। মাইক্রোফোনে তখন হংকং-এর যাত্রীদের ডাকা হচ্ছে। দিশি বিদেশী মানুষরা চারপাশে অপেক্ষা করছে। একটা মিনি মার্কেটের চেহারা নিয়েছে জায়গাটা। পলের পাশাপাশি হাঁটছিল বায়রণ। এই প্রথম সে দমদম এয়ারপোর্ট দেখছে। কলকাতা থেকে শেষবার, প্রায় বছর দশেক আগে, সে যখন চলে গিয়েছিল তখন হাওড়া স্টেশন থেকে সেকেন্ড ক্লাশ ট্রেন ধরতে হয়েছিল তাকে পয়সার অভাবে। পল জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার হাঁটুতে শুনলাম একটা পেইন হচ্ছে, সত্যি নাকি?'

'কে বলল?' হাঁটতে হাঁটতে অবাক গলায় বলল বায়রণ।

'শুনলাম।'

'ওহ্ নো। একদম গুজব। আমার পা চমৎকার আছে।'

'আমি একটু চিন্তায় ছিলাম।'

'না চিন্তার কোন কারণ নেই।'

'ধন্যবাদ।' কথাটা বলে ডানদিকের একটা জটলার দিকে তাকিয়ে শক্ত হয়ে গেল পল রোজারিও। তার চোখে একটা কাঠিন্য এল, হাঁটার গতি শ্লথ হয়ে যাওয়ায় হরি শর্মা তাকে ধরে ফেললেন। পল পিছিয়ে যাওয়ায় বায়রণকেও থামতে হয়েছিল। পল বলল, 'মিঃ শর্মা, দে হ্যাভ কাম।'

শর্মার মুখ গম্ভীর হল, 'তুমি দেখেছ? ঠিক দেখেছ?'

'ও সিওর।'

'না, না, দাঁড়িও না, হাঁটা থামিও না, এমনভাবে চল যেন তুমি কিছুই দ্যাখো নি। ওরা যদি এসে থাকে তাতে যেন আমাদের কিছুই যায় আসে না এমন ভাব কর।'

হাঁটতে হাঁটতে পল বলল, 'ব্যাপারটা ভাবনায় ফেলে দিল!'

শর্মা উত্তর দিলেন না। কিন্তু তাঁর ভাবভঙ্গী খুব স্বাভাবিক নয়। ওঁর পেছনে ক্লিওপেট্রা আর স্যামু নির্বিকার ভঙ্গিতে হেঁটে আসছে। এসব কথাবার্তা নিশ্চয়ই তাদের কানে যায় নি।

পল খুব চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'আমি কি সেইনকে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেব ?'

শর্মা ধমকে উঠলেন, 'তুমি একটি গর্দভ। ওর হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে লাভ কি। যদি প্রয়োজন মনে করি তাহলে আমিই বলব।'

বায়রণ বুঝতে পারছিল না ওদের এত উত্তেজনার কারণটা কি ? কেউ নিজে থেকে না জানালে কৌতূহল দেখানোর অভ্যেসটাকে এই কয়বছরে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখেছে সে। তাই পল যখন এবার ওর পাশে এসে বলল, তোমাকে বেশ স্মার্ট দেখাচ্ছে, তখন সে সেই অভ্যেসেই মাথা নাড়ল।

টার্মিনাল বিল্ডিং-এর বাইরে অনেকটা ফাঁকা জায়গা দেখতে পেল বায়রণ। তার চেনা কলকাতা এখানে নেই। প্রচুর গাড়ি যাত্রীদের নিয়ে যাওয়ার জন্যে দাঁড়িয়ে। ওরা বাইরে এসে দাঁড়াতেই দুটো গাড়ি গড়িয়ে ওদের সামনে চলে এল। একটা মার্সিডিজ অন্যটা অ্যাম্বাসাডার। ড্রাইভার দু'জন নেমে এসে যেভাবে বিনীত ভঙ্গীতে দরজা খুলে দাঁড়াল তাতে বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয় এ দুটো শর্মা এন্ড শর্মার সম্পত্তি।

হরি শর্মা মার্সিডিজের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, 'উঠে পড় সেইন !'

বায়রণ মার্সিডিজের পেছনে বসে দেখল ওর পাশে ক্লিওপেট্রা সেইরকম অনাসক্তি নিয়ে উঠলেন। হরি শর্মাকে দেখা গেল ড্রাইভারের পাশের সিটে বসতে। বায়রণ একটু অবাক হয়ে লক্ষ্য করল স্যামু আর পল পেছনের অ্যাম্বাসাডারটায় গিয়ে উঠল। পলকে যে এই গাড়িতে হরি শর্মা তুলবেন না তা ভাবতে পারে নি বায়রণ। হাজার হোক পল রেকর্ড হোল্ডার ট্রেনার, তাঁকে গাড়িতে না তোলার ক্ষমতা কম কথা নয়। একটা কানাঘুষো শুনেছিল বায়রণ, যে-কোন কারণেই হোক এ বছর পলের বাজার মন্দা যাচ্ছে।

গাড়ি চলতে আরম্ভ করলে শর্মা ঘুরে বসলেন, 'কলকাতার বাজার খুব লিমিটেড। ভাবছি সামনের বছরে বাঙ্গালোরে ঘোড়া রাখবো। তোমার সঙ্গে মার্টিনের তো খুব ভাল সম্পর্ক !'

মার্টিনের নাম শুনে এবার পলের প্রতি এই ব্যবহারের কারণটা ধরতে পারল বায়রণ। মার্টিন এখন ভারতবর্ষের সেরা হর্সট্রেনার। বড় বড় শিল্পপতি যারা এই লাইনে এসেছে তারাই মার্টিনকে ট্রেনার করতে চায়। কিন্তু মার্টিন ঘোড়া নেয় অনেক দেখেশুনে এবং তার স্টেবলের ঘোড়ার ওপর কোন মালিকের হুকুম চলবে

না। মালিকরা মার্টিনকে এসব জেনেশুনেই খাতির করে কারণ তাঁর ট্রেনিং-এর ঘোড়াগুলো অবধারিত ভাল ফল করবেই। মার্টিনের কয়েকজন প্রিয় জকি আছে। একজন তো সব সময়েই বাঁধা থাকে। বিদেশ থেকে প্রতিবছর দু'জন আসে কিছুদিনের জন্যে। সম্প্রতি বায়রণকে পছন্দ করছে মার্টিন। এবং এই খবরটা যখন শর্মাও কলকাতায় বসে জেনে গেছেন তখন ভেতরে ভেতরে অনেক দূর এগিয়ে গেছেন তিনি। মার্টিনের সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে গেলে পলের মতো কলকাতার ট্রেনারকে নস্যাৎ করা কোন সমস্যাই নয়।

হরি শর্মা সামনের আয়নায় দেখে নিলেন পেছনে অ্যাম্বাসাডারটা রয়েছে কিনা। একটু যেন অন্যমনস্ক দেখালো তাঁকে। তারপর হঠাৎ বলল, 'জানো সেইন, আমার মাঝে মাঝে মনে হয় রাস্তার নর্দমা মানুষের চেয়ে অনেক পরিষ্কার।'

বায়রণ হেসে বলল, 'সেকি স্যর!'

'ইয়েস। কারো ভাল কাজ কেউ সহ্য করতে পারে না। আমি ইনভিটেশন কাপ জিতবো এইটে অনেকের সহ্য হচ্ছে না। ইভ্‌ন, এই যে আমি তোমাকে কন্ট্রাক্ট করেছি এইটে হজম করতে ওদের অসুবিধে হচ্ছে। ইনভিটেশন থেকে আমি ক'লাখ পাব? আমার কি টাকার অভাব আছে। কিন্তু আমি সম্মানটা চাই। আমি তোমার ওপর ভীষণভাবে নির্ভর করছি সেইন।'

'আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট।'

আচমকা ঘাড় ঘুরিয়ে হরি শর্মা ড্রাইভারকে বললেন, 'গ্র্যান্ড হোটেল মে নেহি, তুম্ হিন্দুস্থান ইন্টারন্যাশনালমে চলো।'

'জী সাব।' ড্রাইভার মাথা দোলালো।

এবার বাঁ পাশ থেকে সেই শিরশিরানি গলাটা ভেসে এল, 'তুমি হোটেল চেঞ্জ করছ হঠাৎ?'

'করছি। মনে হচ্ছে করার প্রয়োজন হবে।'

'তাহলে হোটেল কেন? আমাদের আলিপুরের রেস্টহাউসে নিয়ে গেলেই তো হয়। ওরকম নিরিবিলি জায়গা আর পাবে?'

বায়রণ লক্ষ করল প্রতিটি শব্দ নিরাসক্ত ভঙ্গীতেই বলা, কিন্তু কোথায় যেন একটা হুকুমের সুর বাঁধা আছে। সে মুখ ফিরিয়ে মহিলাকে দেখল। এর মধ্যে রোদ চশমা উঠেছে চোখে। ফলে আরো রহস্যময়ী দেখাচ্ছে এখন। কিন্তু বায়রণ কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারল না স্যামু শর্মার মতো একটা প্রায় যুবক ছেলের মা ইনি। মুখের চামড়া এবং শরীরে গড়নে কোথাও বয়েসের ছায়া নেই, দাগ তো দূরের কথা। এমন কি ওর পরনের শাড়িটা এমন ভঙ্গীতে অলসভাবে শরীরে জড়ানো যে ওটাকে শাড়ি বলে ভাবতে কষ্ট হচ্ছিল বায়রণের। যেন ম্যাক্সী কিংবা

কাফতান হয়ে আছে ফিনফিনে শাড়িটা ওঁর অঙ্গে। বায়রণ চোখ সরিয়ে নিল। ক্লিওপেট্রা তার দিকে একটুও তাকাচ্ছে না। অথচ তার বিষয়েই কথা বলছে। সে যে ওঁকে দেখল সেটাও বোধহয় লক্ষ করল না! নাকি লক্ষ করেছে বলেই তাকাচ্ছে না।

হরি শর্মা বলল, 'ভাল বলেছ লীন। কিন্তু মুস্কিল হল ওখানে সেইন খুব লোনলি ফিল করবে। ওকে কম্পানি দেবার তো লোক দরকার। আমি সেটা হোটেলে এ্যারেঞ্জ করতে পারি। সেখানে কতরকমের সময় কাটানোর রাস্তা আছে যা তুমি রেস্টহাউসে পাবে না।'

বায়রণের চোখ ড্রাইভারের মাথার পাশে যেতেই সামনের আয়নাটাকে দেখতে পেল। এবং দেখা মাত্রই শক্ত হয়ে গেল সে। সেখানে রোদ-চশমার প্রতিবিম্ব ঝকঝক করছে। অর্থাৎ এতক্ষণ ক্লিপপেট্রা ওকে সামনে দেখে যাচ্ছেন। ক্লিওপেট্রার ঠোঁটের কোণে সামান্য ভাঁজ পড়ল, 'ইচ্ছে করলে ওসবের ব্যবস্থা তুমি গেস্টহাউসেই করতে পারো। দুটো ডবলু থাকলে তো পুরুষমানুষের সময় লাফিয়ে লাফিয়ে কেটে যাবে! আসলে সিকিউরিটির দিকে ভাবলে এর কোন বিকল্প নেই।'

হরি শর্মা ঘাড় নাড়লেন। তারপর ড্রাইভার বললেন, 'ঠিক হ্যায়, তুমি আলিপুর গেস্টহাউসমে চলো।'

এতক্ষণ একটি কথাও বলে নি বায়রণ। ওঁরা ওর সিকিউরিটি নিয়ে এত দুর্ভাবনা করছে কেন? হঠাৎ ওর মনে হল কোন বিরাট ঝামেলায় সে বোধহয় জড়িয়ে পড়ছে। তুমি আমাকে টাকা দেবে আমি তোমার ঘোড়াকে জেতাতে আপ্রাণ চেষ্টা করব, ব্যাস। এর বাইরে অন্য ঝামেলার কথা আসে কি করে! কিন্তু না, কোন কৌতূহল দেখানো নয়। অবশ্য ক্লিওপেট্রার ওই মন্তব্যটার প্রতিবাদ সে করতে পারত। দুটো ডবলু? মদ এবং মেয়েমানুষ ছাড়াও যে কারো কারো চলতে পারে এ ধারণা ক্লিওপেট্রার নেই। বাট শি ইজ সামথিং। বায়রণ সিদ্ধান্ত নিল স্যামু শর্মা ক্লিওপেট্রার গর্ভজাত সন্তান নয়। অবশ্যই সে সৎ ছেলে।

এতক্ষণে গাড়িটা ভি আই পি রোড ধরে তীব্র বেগে ভেসে যাচ্ছে। কলকাতার চেহারা দেখে চমকে গেল বায়রণ। আহ্ কি সুন্দর। এমন সুন্দর রাস্তা এই শহরে তৈরী হয়েছে? একটাও চেনা দৃশ্য নেই? সেই কলকাতাও কি হারিয়ে গেল? দশ বছরে এতটা পরিবর্তন হতে পারে। ভুল ভাঙলো অবশ্য মৌলালিতে এসে। বাঃ, কলকাতা আছে সেই কলকাতাতেই। অবিকল এক। এইসব পরিচিত রাস্তায় তাকে কতদিন বিমর্ষমুখে হেঁটে যেতে হয়েছে। কতদিন! অন্যমনস্ক হয়ে গেল বায়রণ, আর সেই ফাঁকে বীরেন্দ্রনাথ সেন একটু একটু করে মুখ তুলে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। কিন্তু হরি শর্মার গলার স্বরে সে আবার দ্রুত মুখ লুকোলো,

'সেইন, তোমার কি চাই তা আমার গেস্ট হাউসের ম্যানেজারকে বলে দেবে। ও তোমার সব হুকুম তামিল করবে।'

'থ্যাঙ্কস্ স্যার।'

হরি শর্মা পকেট থেকে ধবধবে রুমাল বের করে বিশাল মুখখানা মুছে নিলেন। গাড়ি ততক্ষণে আলিপুরের রাস্তা ধরেছে। দুপাশে বাংলো প্যাটার্নের ফাঁকা ফাঁকা বাড়ি। বেশীর ভাগ বাড়ির গায়েই গাছগাছালি দেখা যাচ্ছে। বেশ নির্জন শান্ত রাস্তা এটি। চলতে চলতে গাড়িটা বাঁ দিকে ঘুরল। সরু একটা প্যাসেজ গিয়ে পড়েছে সাদা গেটের ওপর। গেটের গায়ে সুন্দর করে লেখা, 'বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষিদ্ধ।'

গাড়ির আওয়াজ শুনে একটা উর্দিপরা লোক ছুটে এল। তারপর সেলাম করে সসম্ভ্রমে গেট খুলে মাথা নিচু করে দাঁড়াল। ওদের নিয়ে সিমেন্ট বাঁধানো পথ দিয়ে গাড়িটা চলে এল একটা-গাড়ি-বারান্দায় নীচে। হরি শর্মা নামলেন। ড্রাইভার দ্রুত বেরিয়ে এসে ক্লিওপেট্রার দরজা খুলে দাঁড়াতেই তিনি মাথা নাড়লেন, না, নামবেন না। অতএব বায়রণকে এপাশের দরজা ব্যবহার করতে হল। সে মাটিতে পা দিতেই দেখতে পেল অ্যাম্বাসাডারটা গেট ছাড়িয়ে ভেতরে ঢুকছে। সামনেই সুন্দর লন। টেনিস খেলা যায়। লনের পাশে ফুলের বেড। গাড়ির রাস্তাটা এদের বৃত্তের মতো ঘুরে আবার গেটে পৌঁছে গেছে। লনের ওপাশে উঁচু পাঁচিল। পাঁচিলের গা ধরে বড় বড় ইউক্যালিপটাস গাছে সাজানো। গেস্ট হাউসটি রঙিন এবং একতলা বাংলো প্যাটার্নের।

অ্যাম্বাসাডার থেকে পল আর স্যামু নেমে এল। পল জিজ্ঞাসা করল, 'হঠাৎ এখানে চলে এলেন যে!'

'চেঞ্জ করতে হল। আমি কোন রিস্ক নিতে চাই না। সেইন এখানে বেশ আরামে থাকবে, তোমার কি মনে হয়?' হরি শর্মা বললেন।

'ও সিওর!' পল মাথা নাড়ল, 'আপনার যে এরকম গেস্ট হাউস আছে তা আমি জানতামই না। দারুণ।'

হরি শর্মা গম্ভীর গলায় বললেন, 'তুমি আমার কতটুকু জানো!'

'সিওর, সিওর।' একটু থতমত হয়ে গেল পল।

স্যামু এসে বায়রণের পাশে দাঁড়িয়েছিল, 'কিন্তু পাপা, এখানে ওঁর খুব একঘেয়ে লাগবে না? নো ফান!'

'দ্যাট উইল বি এ্যারেঞ্জড্।' হরি শর্মা ব্যস্ত হয়ে ঘড়ি দেখলেন, 'নাউ সেইন, এই বাংলো এখন থেকে তোমার। নিজের মতো ব্যবহার কর। চারটে ঘর আছে, দুটো এয়ার কন্ডিশন্ড। এখন তুমি বিশ্রাম নাও। সন্ধে হয়ে এল বলে। আমার

মনে হয় আজ তোমার বাইরে বের না হওয়াই ভাল। কাল সকালে আমরা আলোচনায় বসব। এই যে ভারালু এসে গেছে। হি ইজ ম্যানেজার কাম কেয়ারটেকার। ভারালু, ইনি আমার খুব দামী গেস্ট। এঁর যেন কোন অসুবিধে না হয় দেখবে।'

মাথায় ধবধবে পাকা চুল এক বৃদ্ধ মাথা নাড়ল। বায়রণ লক্ষ্য করল বয়স হওয়া সত্ত্বেও লোকটির শরীরের গড়ন বেশ শক্ত। এবার পল রোজারিও কথা বলল, 'তুমি কাল থেকেই মাঠে যাবে আশা করি!'

অভ্যেসবশত মাথা নাড়তে গিয়ে সামলে নিল বায়রণ, 'আমাকে তো পরশু রাইড করতে হচ্ছে তাই না? ওয়েল! কাল আমি প্র্যাকটিশে যাব।'

প্র্যাকটিশ শব্দটা ইচ্ছে করে ব্যবহার করল বায়রণ। জকিরা মর্ণিং স্পার্ট দিতে গেলে এই শব্দটা সচরাচর ব্যবহার করে না। পলের কপালে ভাঁজ পড়ল, সে হরি শর্মার দিকে তাকিয়ে বলল, 'স্যার, আমি আজ রাত্রে ওর সঙ্গে ডিনারে বসতে চাই।'

'ডিনার! ডিনারের তো এখন অনেক দেরী আছে। স্যামু, তুমি সেইনকে ওর ঘর দেখিয়ে দিয়ে এসো চটপট।' হরি শর্মা নিজের গাড়ির দিকে এগোলেন। শ্যাম শর্মা কয়েক পা এগিয়ে বিনীত গলায় বলল, 'পাপা, আমি একটু ক্লাব থেকে ঘুরে যাব, তোমরা বরং এগিয়ে যাও।'

হরি শর্মার কথাটা ভাল লাগল না বোঝা গেল। তিনি কাঁধ নেড়ে বিরক্তটা প্রকাশও করলেন। বায়রণ লক্ষ করছিল লোকটার ব্যবহারে খুব দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। এর মধ্যে চাকর অ্যাম্বাসাডারের পেছন থেকে বায়রণের স্যুটকেস নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেছে। শ্যাম শর্মা বায়রণকে বলল, 'চলুন।'

সিঁড়িতে পা রাখার আগে বায়রণ আর একবার পিছন ফিরে তাকাল। মার্সিডিজের পেছনে যিনি বসে আছেন তাঁকে এখন সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছে না। এতক্ষণ কথাবার্তা হল কিন্তু তিনি গাড়ি থেকে নামেন নি এবং কোন মন্তব্য করেন নি। এমন কি তার দিকে ফিরে তাকিয়েছেন বলে মনে হল না! বড় শিল্পপতির স্ত্রীর এই আচরণ খুব স্বাভাবিক।

পাশে শ্যাম শর্মা পেছনে ভারালুকে নিয়ে বাংলোয় ঢুকল বায়রণ। মার্সিডিজটা তখন লনের বৃত্তে পাক খেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে গেটের দিকে। পল রোজারিও এখন ড্রাইভারের পাশের আসনে, তার ঠান্ডা চোখ বায়রণের পিঠের ওপর। পেছনে বসা হরি শর্মা বললেন, 'পল, তুমি একজন ভাল ঘোড়ার-ট্রেনার হতে পার কিন্তু মানুষের চরিত্র বোঝার মতো ক্ষমতা তোমার নেই। ইট্‌স সামথিং ডিফারেন্ট।'

চমকে উঠল পল, তারপর সহজ গলায় বলতে চেষ্টা করল, 'ঠিক বুঝলাম না স্যার! আমি কি কিছু ভুল করেছি?'

হাসলেন হরি শর্মা। তারপর বললেন, 'বায়রণ সেইনকে আমার ওপর ছেড়ে দাও। আমাকে ইনভিটেশন কাপ এনে দিয়ে তবে সে কলকাতা থেকে যাবে। এ বছর আমাকে ওটা পেতেই হবে। বাই দি বাই, স্টেব্‌লে এক্সট্রা লোক রেখেছে পাহারা দেবার জন্যে?'

'হ্যাঁ স্যার, প্রিন্স খুব ভাল আছে।'

'ব্যাপারটার দায়িত্ব তোমার। এখনই আমাকে কিছু গার্ড এখানে পাঠিয়ে দিতে হবে। আমি কোন রিস্ক নিতে চাই না। সেইনকে চব্বিশ ঘণ্টা ওয়াচ এবং প্রটেক্ট করা দরকার। কিন্তু শ্যাম ওর সঙ্গে থেকে গেল কেন? তোমরা কেউ এর কারণ জানো?'

পল এবং স্ত্রীর দিকে মুখ ফেরালেন হরি শর্মা প্রশ্নটা করেই। রোদ-চশমার এখন কোন প্রয়োজন নেই তবু পরে থাকা মুখটায় কোন পরিবর্তন ঘটল না। পল মাথা নাড়ল, 'না স্যার, তবে হিরো ওয়ারশিপ বলে মনে হচ্ছে।'

'দ্যাটস নট গুড। আফটার অল হি ইজ এ জকি এন্ড নাথিং বাট এ জকি।' হরি শর্মা এবার চোখ বন্ধ করে ভাবতে লাগলেন।

নিজের ঘরটা দেখে খুশি হল বায়রণ। বিশাল ঘর, চমৎকার সাজানো। যদিও জানালাগুলো বন্ধ এবং বাইরের হাওয়া ঢোকে না এয়ারকন্ডিশনড্‌ বলেই তবু শরীরের আরাম দেওয়ার সব আধুনিক ব্যবস্থাই আছে। ঘরের একপাশে সোফার ওপর আরাম করে বসল শ্যাম। তার চোখে এক ধরনের উজ্জ্বল প্রশংসা। পেছনের দরজা বন্ধ করে ভারালু পাশের একটা দরজা দেখিয়ে বলল, 'এদিকে টয়লেটের দরজা। আর খাটের গায়েই কলিং বেলের সুইচ আছে। আপনার যখন যা প্রয়োজন তখন বলবেন স্যার।'

মাথা নাড়ল বায়রণ। তারপর ধীরে ধীরে এসে শ্যামের পাশে বসল। শ্যাম জিজ্ঞাসা করল, 'কি খাবেন?'

বায়রণ বলল, 'কফি, ব্যাস।'

শ্যাম ইঙ্গিত করতেই ভারালু দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেল। সত্যি এখন একটু বিশ্রাম দরকার। কিন্তু এই ছোকরা বসে থাকলে সেটা সম্ভব নয়। বায়রণ ভাবল এই উৎপাতটি কখন শেষ হবে কে জানে!

শ্যাম বলল, 'হোটেলের বদলে এখানে থাকতে আপনার ভাল লাগছে?'

বায়রণ কাঁধ নাচালো যার মানে দুটোই হয়। শ্যাম বলল, আমাদের 'ক্যালকাটা কোর্সে ইন্টারস্টেট রিলে হয়—।'

'ইণ্টার স্টেট রিলে মানে?'

'ওহো! আপনারা বোম্বে কিংবা বাঙ্গালোরে যেসব রেস করেন তার ধারাবিবরণী আমরা কলকাতার মাঠে শুনতে পাই। সেইমত বুকিরা বেটিংও নিয়ে থাকে। ইন দ্যাট ওয়ে, আপনি এখানকার রেস গোয়ারদের কাছে খুব পপুলার।'

'কি রকম?' বায়রণ জানতো এখানে বেটিং নেওয়া হয় তবু ছোকরার মুখে শুনতে ভাল লাগছিল।

'এখানকার লোক মনে করে আপনি যে ঘোড়ায় চড়বেন সেটা অনেস্ট ট্রাই করবে। অর্থাৎ আপনি পাণ্টার্সদের চিট্ করেন না।'

'তবু তো মাঝে মাঝে আমি হেরে যাই, তখন ওরা কি বলে?'

'চেষ্টা করে হেরেছেন এটা বুঝতে পারে ওরা। বাঙ্গালোরে এখন অনেক ফরেন জকি রাইড করছে, স্টিল আপনি ফেবারিট।'

'থ্যাঙ্ক, থ্যাঙ্কু ভেরি মাচ।'

'আপনি জানেন কোন্ ঘোড়ায় আপনাকে চড়তে হবে?'

'ডিটেলস জানি না। শুধু প্রিন্স বলে একটা ঘোড়ার নাম শুনেছি।'

'হ্যাঁ প্রিন্স। দারুণ ঘোড়া। বাবা এক লাখ আটত্রিশ হাজারে কিনেছিল কিন্তু অলরেডি ও সেটা রিটার্ন দিয়ে দিয়েছে।'

'তুমি এত জানলে কি করে?'

'বাঃ, আমি তো মায়ের সঙ্গে প্রত্যেকটা ঘোড়ার পার্টনার। বাবার নামে তো কোন ঘোড়া নেই। সবই তো আমাদের নামে।'

'তাই নাকি!'

ছেলেটি ফিসফিসিয়ে বলল, 'টাকা অবশ্য সবই বাবার!'

হেসে ফেলল বায়রণ। এটা যেন খুব গোপন কথা। ব্ল্যাক মানি যত থাকবে রেস তত জমবে। এতো দিনের মত পরিষ্কার ঘটনা।

এই সময় একটি চাকর কফির কাপ হাতে ঢুকল। সে চলে না যাওয়া পর্যন্ত শ্যাম কোন কথা বলল না। তারপর কফি শেষ করে আচমকা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি?'

'নিশ্চয়ই।' একটা রহস্যের গন্ধ পেল বায়রণ।

'বাবা পলকে ইদানিং পছন্দ করছেন না। পলও সেটা বুঝতে পেরে সমান অপছন্দ করছেন। অথচ মজার ব্যাপার কেউ কাউকে স্পষ্ট সেকথা বলছেন না কিংবা বলবেন না। এই দু'জন আপনাকে নিজের নিজের মতো করে গাইড করতে চাইবে। কিন্তু আপনার বোধহয় তৃতীয় পক্ষের ওপর নির্ভর করা ভাল।'

'তৃতীয় পক্ষ?'

'আমি এবং আমার মা। মা তাই চান।'

বিস্ময়ে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না বায়রণ। হঠাৎ মনে হল শ্যাম কি ক্লিওপেট্রার নির্দেশ পালন করছে? তাহলে এই ছোকরাটিকে যতটা নাবালক মনে হয়েছিল ততটা নয়। শ্যাম শর্মা তখন সতর্ক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

সে বলল, 'ব্যাপারটা পুরো না জানলে—।'

শ্যাম বলল, 'এখন নয়। আমরা পরে এ বিষয়ে আলোচনা করব।'

হঠাৎ বায়রণ প্রশ্নটা করে ফেলল, 'তোমার মা, আই মিন মিসেস শর্মা—।'

কথাটা কিন্তু শেষ করতে ভদ্রতায় আটকে গেল। শ্যাম বুঝতে পেরে মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়াল, 'ইয়েস শি ইজ মাই স্টেপ মাদার। মাত্র আট বছরের বড় আমার থেকে এবং আমার বাবার ঠিক অর্ধেক। ওয়েল, গুডবাই।' গট গট করে বেরিয়ে গেল শ্যাম শর্মা।

কিছুক্ষণ স্তম্ভিতের মতো বসে থাকল বায়রণ। প্রতি সপ্তাহে তাকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন সেন্টারে ঘোড়ায় চাপতে যেতে হয়। কিন্তু এইরকম পরিস্থিতিতে তাকে কখনো পড়তে হয় নি। শ্যাম শর্মা এবং তার মা কি হরি শর্মার প্রতিদ্বন্দ্বী? আবার পল রোজারিও কি এদের বিপরীত কোন চিন্তা করছেন? তাহলে তো সব প্রথমে ওদের উচিত ছিল পলের মন পাওয়া। কারণ রেসের মাঠে একজন ট্রেনার ঈশ্বরের ক্ষমতা পেয়ে থাকেন। তাঁর নির্দেশমত জকিকে প্রতিটি পা ফেলতে হয়। এটা এদের জানা আছে নিশ্চয়ই। তাহলে পলও কি এদের বিরাগভাজন হয়েছেন? বায়রণ মাথা ঝাঁকালো। এসব চিন্তা মাথা থেকে তাড়াতে হবে। আগামী পরশু এবং তারপরের দিন কলকাতায় রেস। মোট চারটে ঘোড়ায় চড়তে হবে তাকে। প্রথম দিন বারো'শ মিটারের প্রিণ্টার্স কাপ যার মূল্য এক লাখ পনের হাজার এবং তারপরের দিন চব্বিশ শো মিটারের 'দি ইন্ডিয়ান টার্ফ ইনভিটেশন কাপ' যার মূল্য এক লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকা। এই দুটোতেই ভারতবর্ষের সেরা ঘোড়াগুলো দৌড়াবে। সব সেন্টার থেকে ঘোড়া ও তাদের মালিক এবং জকি এখানে আসছে। স্বল্প পাল্লার এবং দীর্ঘপাল্লার দ্রুততম ঘোড়ার সম্মান পাওয়ার জন্যে তাদের মালিকেরা নিশ্চয়ই উদগ্রীব। কিন্তু এখানে এসে পাশাপাশি আর একটা রহস্যের গন্ধ পাচ্ছে সে। থাক রহস্য, সে তার নিজের মতো চলবে। কারোর ফাঁদে জেনে শুনে পা দেবে না। এদিক দিয়ে একটা উপকার হল, শ্যাম শর্মা ভিতরের দ্বন্দ্বের কথা আগেভাগে তাকে জানিয়ে কিছুটা সুবিধে করে দিল।

সত্যি রাজকীয় ব্যাপার। বায়রণ ভারতবর্ষের সেরা হোটেলগুলোতে থেকেছে। কিন্তু শর্মাসাহেবের এই গেস্টহাউস তাদের থেকে কোন অংশেই কম নয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে পোশাক পাল্টে বায়রণ বিছানায় শরীর এলিয়ে দিতেই কোকিল ডাকার

শব্দ হয়। ওটা যে টেলিফোনের আওয়াজ বুঝতে কষ্ট হচ্ছিল প্রথমে। বাব্বাঃ; কলকাতায় এত আধুনিক রিসিভার। দ্রুত হাতে বিছানায় শুয়েই রিসিভারটা কানে টেনে নিল সে। তারপর একটু বিরক্তি মিশিয়ে বলল, ‘হ্যালো!’

‘হ্যালো।’ গলার স্বর কানে যেতেই গায়ে কাঁটা উঠল বায়রণের। না এই কণ্ঠ ভুল হবার নয়। ওপাশে কিন্তু শব্দটা উচ্চারণ হবার পর নীরবতা নেমে এসেছে। বায়রণ দ্রুত বলে উঠল, ‘দিস ইজ বায়রণ, হু আর ইউ প্লিজ?’

‘শ্যামু চলে গেছে?’

‘হ্যাঁ, অনেকক্ষণ!’

‘দ্যাটস অলরাইট। গুড বাই!’

বায়রণ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, ‘এক মিনিট প্লিজ—।’

‘ইয়েস।’

‘আপনি কে কথা বলছেন?’

রিসিভারটা কান থেকে সরিয়ে নিতে বাধ্য হল বায়রণ। খিল খিল হাসিতে কানে তালা ধরার যোগাড়। শেষ পর্যন্ত হাসি থামাল, ‘পুরুষমানুষকে ন্যাকামি একদম মানায় না। অন্তত আমি পছন্দ করি না।’

‘না, আমি নিশ্চিন্ত হতে চাইছিলাম।’

‘আপনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। তাই না?’

‘ওয়েল, টেলিফোনের জন্য ধন্যবাদ। আমি কথা না বলতে পেরে হাঁপিয়ে উঠছিলাম। না ঘুমুলে এইভাবে ঘরে মুখ বুজে থাকা কষ্টকর।’

‘আফসোস করবেন না। শর্মাসাহেব এ ব্যাপারে চিন্তা করেছেন। একটু বাদেই আপনি কথা বলার লোক পেয়ে যাবেন। আচ্ছা—-।’

কট্ করে লাইন কেটে গেল। রিসিভারটার দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত ঘষল বায়রণ। কিন্তু তারপরেই মনে হল এ সবই খেলা, খেলার তাস সাজানো, চিন্তা করে কোন লাভ নেই। রিসিভারটা রেখে সে আবার চোখ বন্ধ করল। বেশ আরামদায়ক ছিলেন। কলকাতায় এরকম বিছানায় কোনদিন শোয়নি সে। আঃ, কত বছর পর কলকাতায় এসে সে শুয়ে আছে। কিন্তু এভাবে ঘরে বসে থেকে কি লাভ। এই ঘরটার বাইরে বোম্বে, দিল্লী, মাদ্রাজ থাকলেও তো একই ব্যাপার হতো। ক্লিওপেট্রার কথাটা মনে এল। কথা বলার লোক আসছে। কে? মেজাজ গরম হয়ে গেল বায়রণের। কলিং বেলের বোতামটা টিপতেই ইন্টারকমে গলা ভেসে এল, ‘ইয়েস স্যার। হোয়াট ক্যান আই ডু স্যার।’

বায়রণ লক্ষ্য করল খাটের পাশেই ইন্টারকম লুকোন ছিল। সে কড়া গলায় জানিয়ে দিল, ‘শোন, আমি এখন ডিস্টার্বড হতে চাই না। কেউ যেন আমার

ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে। ডিক্‌কে নিয়ে যেমন মার্টিন এখন বেশ সমস্যায় পড়েছে। অসাধারণ চালায় লোকটা, মদ সিগারেট ছোঁয় না। কিন্তু এদেশে এসে কি করে যে তার চন্ডুর নেশা ধরে গেল তাই বোঝা গেল না। আগের বছরগুলোতে ডিক মাত্র মাস চারেকের জন্যে এদেশে আসতো। গরম পড়লেই সে পালাতো বিলেতে। কিন্তু সেই যে চন্ডুর স্বাদ পেয়ে গেল আর তার দেশে ফেরার কথা মনে পড়ে না। শোনা যাচ্ছে এখানেই নাকি পাকাপাকি থেকে যাবে। যত সব ছোটলোকদের আখড়া থেকে মার্টিন প্রায়ই ওকে তুলে নিয়ে আসে। এখন মাঝে মাঝেই সে জেতা রেস হারছে। আবার হারা রেস জিতিয়ে দিতে ডিকের জুড়ি নেই। কিন্তু মার্টিনের মাথাব্যথা শুরু হয়ে গেছে। এমন করলে হয়তো সামনের সিজনে ওকে নেওয়া খুব রিস্কি হয়ে যাবে। বায়রণ তাই রেসের আগের দিন থেকে মদ ছোঁয় না। কালেভদ্রে পার্টিতে দঙ্গলে পড়লে খেয়ে থাকে এইমাত্র। আজ হঠাৎ মেজাজের মাথায় বলে দিয়েছে সে ড্রিঙ্কস দিতে। দুটো বড় খাওয়ার পর টেলিফোন বাজলো। বায়রণ প্রথমে শীতল চোখে রিসিভারটা দেখল। না, ধরবে না সে। কিন্তু কানের কাছে ওটা যতই মিষ্টি শব্দ করুক একসময় ধৈর্যচ্যুতি ঘটেই।

'সেইন, শর্মা বলছি।'

'ইয়েস স্যার।'

'খুব বোর ফিল করছ?'

'আমি এখন ড্রিঙ্ক করছি।'

'জানি। কিন্তু তুমি খাও না বলেই জানতাম। ঠিক আছে।'

'কিছু বলবেন?'

'আমার সেক্রেটারি তোমাকে কিছু বলবে। ওর সঙ্গে দেখা করো!'

'সেক্রেটারি?'

'হ্যাঁ, তোমার উপকার হবে।' লাইনটাকে ছেড়ে দেওয়া হল ওপাশ থেকে। সেক্রেটারি যে ধান্দায় আসুক লোকটাকে নাজেহাল করবে ঠিক করল বায়রণ। রিসিভার নামিয়ে রাখতেই ওটা আবার বাজলো, 'আমি কি এবার আসতে পারি?' খুব মিষ্টি গলা, গলাতেই বোঝা যায় মেয়েটির বয়স পঁচিশের নীচে অবশ্যই। বায়রণ মনে মনে বলল, বাচ্চলে! এ কি খেলা খেলছে হরি শর্মা! মেয়েছেলে সেক্রেটারি পাঠিয়ে দিয়েছে কি কারণে? ক্লিওপেট্রা যে এর কথাই তখন ইঙ্গিতে বলল তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। কি আছে কপালে তা না ঘটার আগে তা বোঝা যাবে না। অতএব ঘটতে দেওয়া যাক। সে রিসিভারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দু' মিনিট, দু' মিনিটের জন্য আসতে পারেন।'

ইচ্ছে করেই বায়রণ খাট থেকে উঠল না। স্কচের বোতলটা সামনে পড়ে রইল। তৃতীয় পেগ গ্লাসে ঢেলে নিয়ে প্রস্তুত হল সে। এই সময় দরজা খুলে গেল। বায়রণ আশা করেছিল অন্তত একবার নক্ হবে, হল না।

ছিপছিপে বলা যায় না আবার মোটা বললেও আপত্তি হবে। দরজায় দাঁড়ানো শরীরটা দেখে বায়রণ বুঝলো পাঁচ ফুট এক ইঞ্চির বেশী হবে না। অর্থাৎ তার থেকে ইঞ্চিটাক ছোট হবেই। দরজাটা পেছনে বন্ধ হয়ে গেল। সেই ফ্রেমে মেয়েটি এক পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে; ঈষৎ ঘাড় কাৎ করে তার দিকে তাকিয়ে, মুখে বেশ খাই খাই মার্কা হাসি। মেয়েটির বিশেষত্ব হল বুক এবং নিতম্বের ক্ষেত্রে সে খুব বিত্তশালী এবং সে তুলনায় কোমর সিংহীর মতো সরু। শর্মা সাহেবের এই সেক্রেটারিটির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ একটা ভিজে অনুভূতি ছড়িয়ে গেল মনে। এরকম মেয়ে বোম্বে মাদ্রাজে সে অনেক দেখেছে। গম্ভীর গলায় বলল, 'ইয়েস।'

'মে আই কাম ইন?'

'তুমি অলরেডি এসে গেছ!'

'হাউ ফানি! আমি ডলি, ডলি নাজির, শর্মা এন্ড শর্মায় আছি।'

'কি করতে পারি?'

'ওহ্! ওরকম ফর্মাল না হলেও চলবে! সিনিয়র শর্মা আমাকে বলেছেন যতদিন আমাদের অনারেবল গেস্ট এখানে থাকবে ততদিন তার সব ভার আমার ওপর। খুব শক্ত কাজ, তবে সাহায্য করলে সহজ হয়ে যাবে।' মেয়েটি দরজা থেকে নড়ছিল না। চেষ্টা করছিল খুব কায়দা করে কথা বলতে।

হঠাৎ মাথায় একটা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল, বায়রণ উঠে বসল, 'আমি শিশু নই। অতএব কারো কেয়ারে থাকার কোন দরকার নেই।'

'ওহ্! তুমি খুব রাগী। এত রাগ হলে চলে? এখন পর্যন্ত আমাকে বসতেই বললে না। আমি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব?' চোখের তলা দিয়ে তাকাল ডলি।

'ওইখানে বসতে পারো।' সোফাটাকে দেখিয়ে দিল বায়রণ।

সমস্ত শরীর নাচিয়ে ডলি এগিয়ে এল। তারপর চলতে চলতেই দুটো পা থেকে জুতো ছুঁড়ে দিয়ে বিরাট খাটের ওপর উঠে বসল, 'অত দূর থেকে কথা বলা যায় না। কাছাকাছি না এলে বন্ধুত্ব হয়? আমাকে একটা পেগ দাও, ডার্লিং।'

কিছুক্ষণ একদৃষ্টে মেয়েটিকে দেখল বায়রণ। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'আই ওয়ান্ট টু সি ইউ।'

খিলখিল করে হেসে উঠল ডলি নাজির। তারপর কোনরকমে হাসি থামিয়ে কাঁধ ছোঁওয়া চুল ঝাঁকিয়ে বলল, 'তুমি জানো আমি কে?'

একটু বেশী করে মাল ঢালল সে গ্লাসে। ডলির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল,

'তুমি বললে মিঃ শর্মার সেক্রেটারি, তাই না।'

'নো, আই হ্যাভ নট সেইড দ্যাট। আমি শর্মা এন্ড শর্মায় আছি।'

'বেশ, সেটাই আমার পক্ষে যথেষ্ট, বেশী জেনে লাভ কি?'

হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে বেশ কিছুটা গলায় ঢেলে দিয়ে মুখ বিকৃত করল ডলি। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'তুমি কি এখনই দেখা শুরু করবে?' তার পাঁচটা আঙুল বুকের ওপর। সেখানে একটা স্কিনটাইট জামা এবং তার তলায় মিনি স্কার্ট। স্কার্টটি গাঢ় কালো রঙের। ডলি পা ছড়িয়ে আধশোয়া হয়ে থাকায় তার সাদা থাই-এর অনেকটা চকচক করছে।

'তুমি কি চাও?'

'আমি কিছু চাই না। আমাকে মিঃ শর্মা বলেছেন তোমাকে দেখাশোনা করতে। দ্যাটস এনাফ।' ব্লাউজের প্রথম বোতামটা খুলল ডলি।

'আর ইউ ইন দিস বিজনেস?'

'মি? নো, নেভর।'

'দেন স্টপ ইট। তুমি কেন এসেছ'

গ্লাসটা শেষ করে ফিরিয়ে দিয়ে ডলি বলল, 'আমার না এসে উপায় নেই। জুনিয়ার চায় আমি আসি তাই এসেছি।'

'জুনিয়ার?'

'শ্যামু শর্মা।'

'তার সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক?'

'আমি ওকে ভালবাসি।'

সোজা হয়ে বসল বায়রণ। এরকম চমক সে আশা করে নি। এতক্ষণ সে এই মেয়েটাকে উচ্চ পর্যায়ের বারবনিতা বলে মনে করছিল। এ্যালকোহলের নেশা আর একটু গাঢ় হলে একে নিয়ে রাতটা কাটিয়ে দিতে একসময় হয়তো দ্বিধা থাকতো না। আপাতদৃষ্টিতে মেয়েটিকে শরীরসর্বস্ব বলে মনে হয়, বুদ্ধির তিলমাত্র ছাপ নেই। এ ধরনের মেয়ের জন্যে কোনরকম আকর্ষণ বোধ করে না বায়রণ। হরি শর্মা তার একাকীত্ব ঘোচাবার জন্যে একে পাঠিয়েছে বলে মনে হচ্ছিল এতক্ষণ। কিন্তু শেষ সংলাপটা ওকে বিমূঢ় করল।

ডলির গ্লাসটা ভরে দিয়ে নিজেরটা নিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। তারপর কয়েক পা হেঁটে সোফায় গিয়ে বসল, 'তুমি শ্যামুকে ভালবাস?'

'ইয়েস।'

'হরি শর্মা এ কথা জানে?'

'জানে বলেই আমাকে এখানে আসতে হল।'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'ইট্স সিম্পল। শর্মা এন্ড শর্মার কর্মচারী প্রিন্সকে ভালবাসবে এবং সেটা যদি পরিণতিতে পৌঁছায় তাহলে কিং-এর সম্মানে লাগবে। শ্যামুকে নিয়ন্ত্রণ করে একটা ডাকিনী, হিজ স্টেপ মাদার। শ্যামুর মুখে আমার খবর শুনেই সে হরি শর্মাকে লাগালো। দে অফারড মি মানি। আমি শ্যামুকে সব দিয়েছি। ফার্স্ট ওম্যান টু টেস্ট হিজ ইয়ুথ এন্ড আই লাভ হিম। লোকে এখন বলে বুড়ো হরি শর্মার থেকে শ্যামুর সঙ্গে নাকি ডাকিনীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। হরি শর্মা আমাকে শাসালো আর যেন শ্যামুর সঙ্গে দেখা না করি। তারপর হুকুম হল এখানে আসতে। আসব কিনা ভাবছিলাম, যদিও জানতাম না এসে উপায় নেই, এমন সময় শ্যামুর ফোন এল। তাই আসতে হল।' পর পর বোতামগুলো খুলে ফেলল নাজির। মাখনের মতো শরীরে এখন শুধু একচিলতে ব্রা যেন আঠা দিয়ে আটকানো। ভারী বুক কাপড়ের বেষ্টনী ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

ডলি বলল, 'এই বুকের দিকে তাকিয়ে শ্যামু বলতো ও মরে যাবে। তোমারও কি তাই মনে হচ্ছে না?'

বায়রণ দেখল। মেয়েটি সত্যিই লোভনীয়। কিন্তু সে প্রশ্ন করতে চাইল, 'শ্যামুর সঙ্গে ওর বাবা হরি শর্মার সম্পর্কটা কি?'

'দে আর এনিমিস। শত্রু। ওই ডাকিনী এটা করেছে।'

'এসব জেনেশুনে তুমি এলে?'

'এলাম। কারণ আমি শ্যামুকে চাই। আমি ওকে ভুলতে পারছি না।'

হকচকিয়ে গেল বায়রণ। তারপর বলল, 'আমার কাছে রাত কাটালে তুমি শ্যামুকে কি ভাবে পেতে পারো? সে তো তোমাকে ঘেন্না করবে।'

'নো। ইট্স বিজনেস। সে বলেছে।'

'কি বলেছে?'

'আমি যদি তোমাকে রাজী করাতে পারি তাহলে সে আর হরি শর্মার আন্ডারে থাকবে না, স্টেপ মাদারকে ভুলে যাবে আর আমাকে নিয়ে কন্টিনেন্টে চলে যাবে। আমি কি স্কার্টটা খুলবো।'

'নো এখন নয়। তুমি আমাকে কি রাজী করাবে?'

'শ্যামু চায়, না এখন নয়, আফটার দি গেম আমি তোমাকে বলব।' ডলি যেন আচমকা সচেতন হয়ে গেল। ওর গ্লাস শেষ হয়ে গিয়েছিল। সেটা তুলে নিয়ে আবার ঢেলে দিল বায়রণ, 'এটাও কি শ্যামু বলে দিয়েছে?'

'হ্যাঁ। আগে বললে তুমি যদি হরি শর্মাকে বলে দাও।'

'সে তো পরেও বলতে পারতাম। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো তুমি যা বলবে তা

কেউ জানবে না। ইট্‌স বিটুইন ইউ এন্ড মি।'

'সত্যি ?'

'প্রোমিস।'

'শ্যামু চায় তুমি প্রিন্সকে যেন না জেতাও। তোমাকে হারতে হবে।'

'আমাকে ইনভিটেশন কাপে হারতে হবে ?'

'ইয়েস।'

'ফর গডস সেক, হোয়াই ?' প্রচন্ড উত্তেজিত হয়ে গেল বায়রণ।

মেয়েটা চোখ বন্ধ করে কারণটা যেন চিন্তা করতে লাগল। ওর মুখের দিকে তাকালে বোঝা যায় এর মধ্যেই বেশ নেশা হয়ে এসেছে, কথা জড়িয়ে আসছে। তারপর চোখ খুলে বলল, 'তুমি যদি রাজী থাকো তাহলে প্রচুর টাকা পাবে।'

'কিন্তু প্রিন্সই যে জিতবে তা কি করে জানলে ?'

'ওরা জানে, ওরা সব জানে। তুমি রাজী হয়ে যাও, প্লিজ।'

'প্রিন্সের মালিক তো শ্যামু এন্ড মিসেস শর্মা। ওরা নিজেদের ঘোড়াকেই হারিয়ে দিতে চাইছে! কেন ?'

আমি জানি না। বিশ্বাস করো জানি না। আমাকে শ্যামু বলেছে তোমাকে রাজী করালেই ও আমাকে বিয়ে করবে। ওর তখন এমন ক্ষমতা এসে যাবে যে ও আর হরি শর্মাকে ভয় পাবে না। তুমি জানো না শ্যামু কি সুইট, হি ইজ বিউটিফুল। প্লিজ। তুমি ইচ্ছে করে ঘোড়াটাকে হারিয়ে দাও। ফর মি ফর শ্যামু। বায়রণ দেখল মাতাল দুটো হাত স্কার্টের হুক খুঁজছে। তার ইচ্ছে হল উঠে গিয়ে ঠাস ঠাস করে কয়েকটা চড় বসিয়ে দেয় বোকা মেয়েটার গালে। তাকে আনন্দ দিয়ে রাজী করালেই যেন শ্যাম শর্মা ওকে বিয়ে করবে। গর্দভ। মেয়েরা মাঝে মাঝে কি রকম গর্দভ হয়ে যায়।

বায়রণ বসে দেখতে লাগল ডলি নাজিরের কান্ড। অসংলগ্ন হাতে কোনরকমে স্কার্টটাকে খুলে ফেলল সে। এখন যেন তার শরীরে শক্তি কমে আসছে। শুধু ব্রা জাঙ্গিয়া পরা সাদা মাংসপিন্ড হয়ে গেল ডলি নাজির। তারপর বালিশ জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। কান্নার দমকের সঙ্গে সে বালিশে মুখ গুঁজছে আর বলছে, 'হেল্প মি, হেল্প মি প্লিজ।' আস্তে আস্তে সমস্ত শরীরটা শান্ত হয়ে এল। আউট হয়ে গেছে মেয়েটা।

মিনিট দশেক চুপচাপ বসে থাকল বায়রণ ? অদ্ভুত খেলা চলছে এখানে। ক্রমশ তার নিজেকে পুতুল বলে মনে হচ্ছে। অবশ্য একজন জকি পুতুল ছাড়া আর কি। দম দেওয়া পুতুল। যেমন হুকুম হবে তেমন চলতে হবে। খাঁচা থেকে সহজ হয়ে বের হও, প্রথম দু'শো মিটার ঘোড়াটাকে চতুর্থ কিংবা পঞ্চম পজিশনে রেখে

দাও, বাঁক ঘোরার মুখে আউটসাইড দিয়ে তৃতীয় পজিশনে নিয়ে এসো, চারশ' গজ থাকতে চার্জ করো এবং রেস জেতো। ট্রেনারের নির্দেশ না মেনে হেরে গেলে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে প্রাণান্ত হবে। কিংবা যদি দ্যাখো যে ঘোড়াটা জিতছে তাকে তুমি কিছুতেই হারাতে পারবে না তাহলে পুরো চেষ্টা না করে সহজভঙ্গীতে চালাও, অন্য ঘোড়াকে পজিশনে আসতে দাও। পায়ে পায়ে এই ধরনের নির্দেশ। অমান্য করেছ কি গিয়েছ। অতএব পুতুল ছাড়া আর কি? কিন্তু এক্ষেত্রে? হরি শর্মা স্বপ্ন দেখছেন তিনি ভারতবর্ষের সেরা বাজী 'দি ইন্ডিয়ান টার্ফ ইনভিটেশন কাপ' জেতার সম্মান পাবেন। যে-কোন ঘোড়ার মালিক এই স্বপ্ন দেখে, যে-কোন জকি সেই ঘোড়া চালাবার গৌরব পেতে চায়, যে-কোন ট্রেনার তার অংশীদার হওয়ার বাসনা রাখে। কিন্তু হরি শর্মার ছেলে, যার নামে তার বাবা ঘোড়া কিনেছে, চায় না যে ঘোড়াটা জিতুক। কেন? এই মেয়েটাকে হাজার জিজ্ঞাসা করলেও এই 'কেন'র উত্তর পাওয়া যাবে না সে তা জানে। শ্যামু শর্মা এই বোকামী নিশ্চয়ই করবে না। কিন্তু আজ যখন এয়ারপোর্টে শ্যামু বাবার সঙ্গে তাকে রিসিভ করতে গিয়েছিল তখন ঘুণাক্ষরেও মনে হয় নি সে তার বাবার বিপরীত মতলব মাথায় নিয়ে এসেছে। অবশ্য এই ঘরে খানিকক্ষণ বসে একটু অন্যরকম ভাবভঙ্গী সে করেছে সেটা এখন বুঝতে পারছে বায়রণ। কিন্তু কেন? কি জন্যে সন্তান পিতাকে সম্মান থেকে বঞ্চিত করতে চায়? এই বোকা মেয়েটার দুর্বলতাকে কাজে লাগাতে ওর একটুও দ্বিধা হয় নি। অথচ ছেলেটাকে নেহাতই বাচ্চা বলে মনে হয়েছিল বায়রণের।

তৃতীয়জন কি চান তা এখনও অনুমান করা যাচ্ছে না। তিনি সব কিছুতেই জড়িয়ে আছেন আবার কোনটাতেই ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে নেই বলে বোঝা যাচ্ছে। শি ইজ সামথিং। ক্লিওপেট্রার থেকে এই মেয়েটি হয়তো শরীরের সম্পদে সম্পদশালীনী হতে পারে, কিন্তু তাঁর বাইরের ছিটেফোঁটাও এ পায় নি। সেই ক্লিওপেট্রা কি চান? এয়ারপোর্ট থেকে আসা পর্যন্ত অত্যন্ত দাম্ভিক রমণীর মতো ব্যবহার করেছেন যা কিনা ক্লিওপেট্রাকেই মানায়। বোঝা যাচ্ছে, হরি শর্মার সঙ্গেই তাঁর ভাবসাব। যুবক সৎ ছেলেকে হাতে রাখতে নিশ্চয়ই চাইবেন মহিলা। কিন্তু ওঁকে ডাকিনী বলল কেন মেয়েটা? বায়রণের মনে হল ডলি নাজিরের এই ঘরে আসার পেছনে ক্লিওপেট্রার হাত আছে। কিন্তু এই রহস্যময়ীকে বোঝার কোন সূত্র এখনও পাওয়া যাচ্ছে না।

এইসব ভাবনা মাথায় জুড়ে বসতেই কখন যে তির তির করে মাথাটা ধরে গেছে বুঝতে পারে নি। একসময় ব্যথাটা প্রবল হল। এই বন্ধ ঘরে আরো অস্বস্তিকর হয়ে উঠল ওটা। একটা ট্যাবলেট খেল সে। মাথা ধরার রোগ তার আছে, সঙ্গে

এ্যাসপিরিন সে রাখে। কিন্তু এ্যালকোহল পেটে পড়লে ওগুলো খেতে নিষেধ করেছে ডাক্তার। অথচ এই ঘর অসহ্য হয়ে উঠেছে তার কাছে।

দরজা খুলে বেরোবার আগে সে আর একবার মেয়েটাকে দেখল। শিশুর মতো ঘুমুচ্ছে অর্ধনগ্ন হয়ে। কি মনে করে দরজা থেকে আবার সে ফিরে এল রিসিভারের কাছে। রিসিভারটা তুলে তার মনে হল সে হরি শর্মার টেলিফোন নম্বর জানে না। ইন্টারকমে ভারালুকে জিজ্ঞাসা করলে হয়। সে বোতাম টিপলে কিছুক্ষণ সময় গেল, 'ইয়েস স্যার।'

'মিঃ শর্মার টেলিফোন নাম্বার।'

নম্বরটা বলল ভারালু, 'কোন অসুবিধে হচ্ছে স্যার। আমাকে বলুন, আমি থাকতে কোন অসুবিধে হবে না স্যার।'

'দরকার হলে বলব।'

এবার টেলিফোনের ডায়াল ঘোরাল বায়রণ। হ্যাঁ রিং হচ্ছে। খুব সাধারণ শব্দ। তারপর ওপাশে রিসিভার উঠল, 'হেলো।'

'এটা কি মিঃ শর্মার বাড়ি?'

'ইয়েস।'

'আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'আপনি কি এখনও একা বোধ করছেন মিঃ বায়রণ?'

'আমি একটু ব্যক্তিগত কথা বলতে চাই।'

'হ্যারি এখনও ফেরে নি।'

'ওয়েল। উনি এলে আমায় রিং করতে বলবেন।'

'হ্যারি ফিরলে কথা বলার অবস্থায় থাকবে না।'

'তাহলে আপনাকেই বলতে হচ্ছে। আপনারা যাকে পাঠিয়েছেন সে বেহুঁশ হয়ে এই ঘরে পড়ে আছে। দয়া করে তাকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন।'

'আমি কাউকে পাঠাই নি।'

'মিঃ শর্মা ওকে সেক্রেটারি বলেছিলেন।'

'বেহুঁশ কেন?'

'সেটা ওকেই জিজ্ঞাসা করবেন।' এবার নিজে রিসিভার নামিয়ে রেখে বেরিয়ে এল বায়রণ। দরজা বন্ধ হবার আগেই টেলিফোনটা আবার বেজে উঠল। বায়রণ আর আমল দিল না। বাজুক, বেজে যাক।

হলঘরটায় একটা নীলচে আলো জ্বলছে। কবজি ঘুরিয়ে সময় দেখল বায়রণ, প্রায় ন'টা। এমন কিছু রাত নয়, কিন্তু মনে হচ্ছিল বেশ গভীর হয়েছে সময়। চারপাশ নিশ্চুপ। কাছাকাছি কোন মানুষ আছে বলে মনে হচ্ছে না। বায়রণ হঠাৎ

সতর্ক হল। হরি শর্মা কি নির্দেশ দিয়ে গেছে সে জানে না। অতএব নিঃসাড়ে দেখা যাক। সে বারান্দায় বেরিয়ে এসে চুপ করে দাঁড়াল। বাড়ির সামনের লনে অনেকটা আলো ছড়ানো। ওপরে মার্কারি জ্বলছে বোধহয়। ওপাশের ছোট্ট একটা বাড়ির বারান্দায় তিনজন মানুষ চেয়ারে বসে গল্প করছে। ওদের একজন যে ভারালু তা অনুমান করল বায়রণ। মাথাটা বেশ টিপ-টিপ করছে। এখন একটু খোলা হাওয়ায় ঘোরা দরকার। হঠাৎ একটু খেলা করার ইচ্ছে পেয়ে বসল ওকে। ঠিক সেই সময় গেটের দিক থেকে আরো দুজন লোক বাঁধানো প্যাসেজ দিয়ে এগিয়ে এল। তারা খানিকটা এসে আবার ফিরে গেল গেটের দিকে। মিনিট তিনেক দাঁড়িয়ে বায়রণ বুঝতে পারল গেটেও পাহারা বসেছে। কেন? আর এইসব দেখে ওর খেলা করার প্রবণতা আরও বেড়ে গেল। এরা নিশ্চিন্তে পাহারা দিক, তার ফাঁকে সে বাইরের রাস্তায় ঘুরে আসবে। ওদের জানানো দরকার যে সে কারো কাছে স্বাধীনতা বিক্রী করে নি। সরাসরি গেটের দিকে হাঁটা যায়। ওরা হয়তো ছুটে আসবে, বলবে শর্মা সাহেবের নিষেধ আছে। সে জোর করে হয়তো বাইরে যেতে পারে কিন্তু তাতে ঝামেলাই বাড়বে। তার চেয়ে চুপচাপ কেটে পড়া যাক।

দেওয়াল ঘেঁষে বায়রণ বিপরীত দিকের বাগানে নেমে এল। সামনেই ফুলের বাগান, তারপর ইউক্যালিপটাস গাছ এবং বাউন্ডারি দেওয়াল। কোন্‌দিক দিয়ে যাওয়া সুবিধেজনক বুঝতে পারছিল না সে। ওই অতবড় দেওয়ালে ওঠা তার পক্ষে সম্ভব নয়। না, যা ভেবেছিল তা হবে না। চুপচাপ চলে যাওয়া যাবে না। বায়রণ ইউক্যালিপটাস গাছের ধারে এক দৌড়ে পৌঁছে গেল। এখান থেকে রেস্টহাউসটা বেশকিছু দূরে। সে দেওয়াল ঘেঁষে এগোতে লাগল। গেটের কাছে পৌঁছতে তাকে অনেকটা ঘুরে যেতে হবে। কিন্তু এইভাবে এগোতে তার বেশ মজা লাগছিল। উত্তেজনায় মাথার যন্ত্রণাটা এখন চাপা পড়েছে। সে যখন গেটের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে তখন ভারালুরা গল্প করছিল। আচমকা ভারালুটা উঠে ভেতরে চলে গেল। কয়েক সেকেন্ড মাত্র তারপরেই সে ব্যস্ত হয়ে বাইরে এল। সঙ্গী দুজনকে ডেকে সে দ্রুত পায়ে রেস্টহাউসের দিকে এগোতে লাগল। তার মানে শর্মা এন্ড শর্মা থেকে হুকুম এসেছে কিছু। ওরা রেস্ট হাউসের মধ্যে ঢুকে যেতেই বড় বড় পা ফেলে বায়রণ গেটের সামনে এসে পড়ল। দুটো লোক তখন গেট অবধি পৌঁছে পায়চারি করতে করতে সবে মাত্র পেছন ফিরেছে। বায়রণ গলা তুলে বলল, 'হেই, ভারালু তোমাদের ডাকছে। তাড়াতাড়ি ভেতরে যাও। কুইক কুইক।'

লোকদুটো হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। বোঝাই যাচ্ছিল ওরা বায়রণকে কোনদিক থেকেই আসতে দ্যাখেনি। বায়রণ আবার ধমকালো, 'কথা শুনতে পাচ্ছ না?

জলদি যাও অন্দরমে।' তখন ওদের একজন যেন হুঁশ পেল, 'আপ?'

'বায়রণ, বায়রণ সেইন, জকি।'

ওরা দুজনে একসঙ্গেই সেলাম করল ওকে। তারপর একজন ছুটে গেল রেস্ট হাউসের দিকে। বায়রণ গেটের দিকে এগোতে এগোতে বলল, 'তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাক, বুঝলে? আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ঘুরে আসছি।'

আর সময় নষ্ট করল না সে। হতভম্ব লোকটার সামনে দিয়ে গেট খুলে বেরিয়ে এল বায়রণ। সে যখন চওড়া রাস্তায় এসে পৌঁছেছে তখন ভেতরে চেঁচামেচি শোনা গেল। বায়রণ আর ধৈর্য রাখতে পারল না। প্রাণপণে ছুটতে লাগল সামনে। বেশ কিছুটা যাওয়ার পর তার হুঁশ হল এভাবে ছোটা ঠিক হচ্ছে না। যে দেখবে সেই সন্দেহ করবে। রাস্তার একপাশে সরে গিয়ে সে পেছনে তাকাল। দূরে গেটের কাছে জনাকয়েক মানুষ এসে গেছে। তবে গাড়ি না থাকলে এতদূরে ওদের পক্ষে এসে তাকে ধরা সম্ভব নয়। ভাগ্য ভাল বলতে হবে সেইসময় একটা ট্যাক্সী পেয়ে গেল বায়রণ। কাউকে ছাড়তে এ পাড়ায় এসে বিরক্ত মুখে ফিরে যাচ্ছিল ড্রাইভার, বায়রণকে বসিয়ে সেই মুখেই প্রশ্ন করল, 'কিধার যায়েগা সাব?'

'কলকাতা।' গাড়ির সিটে শরীর এলিয়ে দিয়ে নিঃশ্বাস ফেলল বায়রণ। আঃ কি আরাম। ভেতরে হুইস্কি চুপচাপ বিস্তারিত হচ্ছিল, এতক্ষণের উত্তেজনার পর বায়রণের মনে হল সমস্ত শরীর শিথিল হয়ে আসছে। খোলা জানালা দিয়ে হাওয়া আসছে হু হু করে। বায়রণ চোখ বন্ধ করল।

ট্যাক্সীওয়ালা আবার জিজ্ঞাসা করল, 'কাঁহা বোলা সাব?'

'কলকাত্তা।' চোখ বন্ধ করেই জবাব দিল বায়রণ।'

'এই পুরো শহরটাই তো কোলকাতা, ঠিক করে বলুন।'

'আমি পুরো শহরটাই ঘুরতে চাই।'

ট্যাক্সীওয়ালার মনে বোধহয় সন্দেহ হচ্ছিল। সে গাড়ির গতি কমিয়ে দিল। রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে ভেতরের আলো জ্বেলে দিয়ে সে বায়রণের মুখ দেখার চেষ্টা করছিল, 'সাব, আপনি কি নেশা করেছেন?'

'একথা কেন?'

'এত রাতে কেউ কলকাতা ঘুরতে চায় না।'

বায়রণ সেইনের ভেতর থেকে কোন ফাঁকে যে বীরেন্দ্রনাথ সেন মাথা তুলেছে এবং সেই জবাব দিল, 'যা বলছি তাই করো। তোমার টাকা পেলেই তো হল।'

'নেহি সাব। আমি গ্যারেজ করব গাড়ি।'

'কোথায় তোমার গ্যারেজ?'

'পার্ক সার্কাস।'

নামটা শোনামাত্র চোখ খুলল বীরেন্দ্রনাথ সেন। পার্ক সার্কাস? মাথা নাড়ল সে, 'চল পার্ক সার্কাস।'

ট্যাক্সীড্রাইভার আবার অবাক হল। তারপর ঘুরে বসে প্রচন্ড গতিতে গাড়ি ছোটালো সে। গাড়ির গতি বেড়েছিল বলেই হাওয়া প্রবল হয়েছিল। ফলে সেই হাওয়া মুখে লাগায় কিছুক্ষণের মধ্যে বীরেন সেন সুস্থ হয়ে উঠল। এই তো সার্কুলার রোড, হ্যাঁ বাঁ দিকে ঘুরলেই ক্যামাক স্ট্রীট, সব চেনা সবই জানা। কতদিন এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেছে সে। ডানদিকে ওভারসিজ রেস্তোরাঁর ওপর আলো জ্বলছে। সাবাস এই তো ইলিয়ট রোড, সেই বাটার দোকানটা। কি মনে করে ট্যাক্সীড্রাইভার ইলিয়ট রোড না ধরে রিপন লেন ধরল। পার্ক সার্কাসে যেতে হলে এদিকটা দিয়ে যাওয়ার মানে হয় না। কিন্তু তেকোণা পার্কটা নজরে আসামাত্র বীরেন সেন লাফিয়ে উঠল। ট্যাক্সীটা থামলে একটা কুড়ি টাকার নোট ছুঁড়ে দিয়ে সে নেমে এল রাস্তায়। ব্যালেন্সের জন্য অপেক্ষা না করে হন-হন করে হাঁটতে লাগল ফুটপাত দিয়ে।

এ কি করে হল? ট্যাক্সীড্রাইভারটা কি ভগবান? না হলে কোলকাতার এত জায়গা থাকতে এখানে নিয়ে এল কেন তাকে? বীরেন্দ্রনাথ দেখল গত দশ বছরে রিপন লেন একটুও পাল্টায় নি। সেই ময়লা জমা ডাস্টবিন, চারধারে কেমন নোংরা অগোছালো ভাব। এমন কি মোড়ের মাংসের দোকানেও এই রাত্রে সেই রকম শুকনো মাংস ঝুলছে। বীরেন্দ্রনাথ বুক ভরে নিঃশ্বাস নিল। এই রাস্তায় তার ছেলেবেলা কেটেছে। দশ বছর আগে এই রাস্তা দিয়ে সে চোরের মতো পালিয়ে গিয়েছিল।

আর একটু এগোলেই সেই গলিটা দেখতে পেল সে। স্যার টমাস লেন। কে এই স্যার টমাস কে জানে। অনিতা বলতো ওর ঠাকুরদার খুব বন্ধু ছিল নাকি লোকটা। অনেকে বলত ব্যাপারটা নাকি স্রেফ ব্লাফ। অনিতা অবশ্য সব কথাই একটু বাড়িয়ে বলতে ভালবাসতো। এ পাড়ার ছেলেদের কাছে অনিতা ছিল ফিল্মের হিরোইন। রোজ রোজ পোশাক পাল্টাতো। ওর সঙ্গে হাঁটতে পারলে সবার বুক ফুলে যেত।

গলির মুখে মড়া শোওয়ানোর কফিনের দোকানটা একই রকম আছে। বুড়ী ফার্ণান্ডেজ কি এখনও বেঁচে আছে? কৌতূহলে ভেতরে ঢুকল বীরেন্দ্রনাথ। গেটের ওপর সাদা অক্ষরে লেখা আছে, ঈশ্বর কখন আসবেন জানি না তাই দিনরাত অপেক্ষায় আছি। অর্থাৎ এই কফিন বিক্রির দোকানটা সারা দিন রাত খোলা থাকে। সিঁড়ির ওপরে উঠতেই পরিচিত দৃশ্যটা দেখতে পেল সে। একটা বেতের চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে পেশেন্স খেলছেন মিসেস ফার্ণান্ডেজ। বিশাল

থমথমে শরীর যাতে একটুও না দেখা যায় তাই অনেকটা কাপড় লাগে তাঁর স্কার্টের জন্যে। চোখে পুরু লেন্সের চশমা, চামড়া ঝুলে গেছে। বুড়ীর বয়স একশও হতে পারে। পায়ের শব্দ পেয়ে বুড়ী চোখ তুলল, 'কে? অ! কফিন চাই? কে মারা গেল, কোন্ পাড়ার?'

হেসে ফেলল বীরেন্দ্রনাথ। যার নিজের অনেকদিন আগেই কফিনে শোওয়ার কথা সে এখনও কফিন বিক্রি করছে।

বীরেন্দ্রনাথ চাপা গলায় ডাকল, 'আন্টি!'

'হু দি হেল য়ু আর! আমি তোমার আন্টি হতে যাব কোন্ দুঃখে। আমাকে মিসেস ফার্ণান্ডেজ বলে ডাকতে পারছ না?' খেঁকিয়ে উঠল বুড়ী।

'আন্টি আমি বীরেন।' বাকী সিঁড়ি কটা ধীরে ধীরে ডিঙিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল সে, 'আমাকে চিনতে পারছ না আন্টি?'

প্রথমে বিরক্তি তারপরে উৎসুক হয়ে তাকাল এবং শেষ পর্যন্ত ফোকলা মুখে হাসি ছড়াল, 'ও মাই লর্ড, বীরেন, তুমি, হায় আমি কি ঠিক দেখছি!'

দ্রুত হাতে চশমা খুলে চোখ রগড়ে নিলেন মিসেস ফার্নান্ডেজ। তারপর উজ্জ্বল মুখে বললেন, 'কবে এসেছ, কোথায় উঠেছ?'

বীরেন বলল, 'আজকে এসেছি। কেমন আছ তুমি?'

'আমি? ফাইন! এখনও কফিন সিলেক্ট করে রাখি নি। আঃ বীরেন, তোমাকে কত দিন পরে দেখলাম। শুনেছি তুমি নাকি এখন খুব বিখ্যাত জকি হয়েছ। প্রচুর টাকা রোজগার করছ। লোকে বলে তুমি নাকি তোমার নামের সঙ্গে ব্যবহার পর্যন্ত চেঞ্জ করে ফেলেছ। ইনভিটেশনে দৌড়তে আসছ বলে স্টেটসম্যান লিখেছে। তাই?'

'হ্যাঁ।'

হঠাৎ ঝুঁকে পড়লো বুড়ী টেবিলের ওপর। তিন চারটে বই উল্টে একটা হালকা রঙের রেসের বই বের করে সামনে এগিয়ে ধরলো, 'তুমি জানো আমি আড়াই টাকার বেশী রেস খেলি না। কিন্তু তুমি যখন এবার ইনভিটেশনে রাইড করছ তখন পাঁচ টাকা খেলব। কোন্ ঘোড়াটা জিতবে বলে দাও।'

বীরেন্দ্রনাথ অনেক কষ্টে বায়রণকে চেপে রাখল, 'আমি জানি না জিতবো কিনা তবে প্রিন্সকে চালাব আমি।'

'প্রিন্স?' বই খুলে একটা লাল পেন্সিলের গোল দাগ দিল বুড়ী, 'পল রোজারিওর ঘোড়া! বীরেন তোমাকে জিততেই হবে বুঝলে! আমি পাঁচ টাকা খেলব, দেখো যেন হেরে না যাই!'

বীরেন্দ্রনাথের এই সমস্ত কথা আর ভাল লাগছিল না। সে প্রসঙ্গ ঘোরাতে চাইল, 'আর সব খবর কি বল!'

'খবর ? নাথিং নিউ। আমার নাতি এখন অস্ট্রেলিয়ায় আছে। কলকাতায় আমি একা পড়ে রয়েছি। একা এই বিজনেস দেখতে পারি না বলে একটা ছোকরাকে পার্টনার করেছি। ব্যাটা এক নম্বরের বদমাশ।'

'পাড়ার খবর ?'

'ওফ্, পাড়ার খবর আর জিজ্ঞাসা করো না। এ পাড়ার সব ক'টা ছেলে জোচ্চর আর প্রত্যেকটা মেয়ে——।' মুখ বাঁকালো বুড়ী।

'ওয়েল, আমি আসছি।' বীরেন নামবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল।

বুড়ী বলল, 'ওহো, তুমি বসলে না, এত রাত্রে বসতে বলিই বা কি করে! তাহলে প্রিন্স যেন জেতে, নাহলে, ইউ নো, আজকালকার বাজারে পাঁচ টাকার কি দাম!'

মাথা নেড়ে বেরিয়ে এল বীরেন্দ্রনাথ। শালা। সব জায়গায় একই ধান্দা। তাকে দেখলেই সবার ঘোড়ার কথা মনে পড়ে। অথচ এককালে এই বুড়ী তাদের কত রকম গল্প শোনাতো। কত সুন্দর দিন কেটেছে এখানে। বুড়ী রেস খেলবে। ঘরে বসে পেন্সিলারের কাছে পাঁচ আনা দশ আনা দিত। এটা নিয়ে ওরা ঠাট্টা করত এক সময়। এ-পাড়ার অনেকেই রেস খেলে। রেসের মাঠে না গিয়েও রেস খেলা যায়। এপাড়ায় তখন তিনজন পেন্সিলার ছিল। তারা ঘরে ঘরে ঘুরে ওই রকম পয়সা তুলে বুকির কাছে জমা দেয়। পেমেন্ট হলে তারাই এদের কাছে পৌঁছে দেয়। এদের কোন লাইসেন্স নেই, পুলিশ মাঝে মাঝেই এদের ধরে আবার ছেড়েও দেয়। আজ বুড়ী তাকে এতদিন বাদে দেখল অথচ অন্য কথা না বলে ঘোড়ার টিপস্ চাইল।

বিরক্ত হয়ে গলিতে ঢুকল বীরেন্দ্রনাথ। মোড়ে দুটো রিক্সা দাঁড়িয়ে ঠুন ঠুন শব্দ করছে। বীরেন্দ্রনাথ জানে ওই ঢাকা রিক্সায় দুটো মেয়েছেলে বসে আছে। রিক্সাওয়ালা খদ্দের যোগাড় করে ওই রিক্সায় ঢুকিয়ে কোন খালি কুঠিতে নিয়ে যায়। স্যার টমাস লেনের এই ছবিটা বাল্যকাল থেকে দেখে এসেছে বীরেন। দিনের বেলায় আর পাঁচটা রাস্তার মতো নিরীহ, রাত ঘন হলেই এই দৃশ্য। বীরেনকে দেখে রিক্সায় ঘন্টি বাজলো। সে চুপচাপ ভেতরে ঢুকে এল। অনিতাদের বাড়ির সামনে এসে একটু থমকে দাঁড়াল সে। স্টিরিওতে ইংরেজী গান বাজছে। তিন চারটে গলা চিৎকার করে সেই সঙ্গে তাল দিচ্ছে। বীরেন আর একটু এগোল। লাইটপোস্টের গা ঘেঁষে সেই ছোট্ট বাড়িটার সামনে এসে ওর শরীরে এক ধরনের কাঁপুনি এল। দু' একজন মানুষ রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করছে। ওর অস্তিত্ব কেউ লক্ষ্যই করছে না। বাড়িটার দরজা বন্ধ। দশ বছর আগে তাকে বাড়ি থেকে মাথা নীচু করে বেরিয়ে যেতে হয়েছিল। জামাইবাবু সেদিন চিৎকার করে উঠেছিল,

ওকে কিছু বলত না। শুধু রেসের রাত্রে দমভর মাল টেনে এসে দিদিকে জড়িয়ে কাঁদতো।!

সামনের একটা গাড়ি হেডলাইট জ্বালিয়ে আসাতে ট্যাক্সি ড্রাইভার রেগে গিয়ে খিস্তি করাতে বীরেন্দ্রনাথ সজাগ হল। দিদিটা এখন কেমন আছে কে জানে! জামাইবাবুর সঙ্গে এতকাল থাকল দিদি, কতটা সুখ পেল! মানুষ কখন কিভাবে সুখ পায় কে জানে! না দেখা করে ভালই হয়েছে। দিদি যদি তাকে কতগুলো আদুরে কথাবার্তা শোনাতো তাহলে কি তার ভাল লাগতো? মনে পড়তো না সেই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার দিনটার কথা। সোজা হয়ে বসতে গিয়ে বীরেন্দ্রনাথের নজরে এল দূরে আলোয় সাজানো বাড়িটা। নিজের অজান্তেই সে ট্যাক্সি ড্রাইভারের দিকে ঝুঁকে বলল, 'এই যে ভাই, ট্যাক্সিটা একটু থামান তো।'

লোকটা হঠাৎ যেন শক্ত হয়ে গেল, 'কেন? এখানে থামাবো কেন?'

'আমি একটু দেখতে চাই।'

'কি দেখবেন? জায়গা ভাল নয়।'

'বেশ, তাহলে ডানদিকে ঘুরুন। রেসকোর্সটাকে একটা পাক দিয়ে তারপর আলিপুরে যাবেন।' বীরেন্দ্রনাথ বুঝতে পারছিল লোকটা তাকে সন্দেহ করছে। ছিনতাইকারী বলে ভাবছে হয়তো। তারপর একটু দোনামনা করে ড্রাইভার গাড়িটাকে ক্যাসুরিনা এভিন্যুতে নিয়ে এল। বাঁ দিকেই রেসকোর্স, মাঝখানে একটা লোহার রেলিং। আটাশ হাজার, বারোশ, চোদ্দশ মিটার বোর্ডগুলো চোখে পড়ল বীরেন্দ্রনাথের। ট্রাম লাইন ধরে আবার হেস্টিংসের মোড় অবধি গিয়ে ট্যাক্সি ড্রাইভার বামদিকে ঘুরতেই প্রায় জোর করেই গাড়িটাকে দাঁড় করালো বীরেন্দ্রনাথ। তারপর স্খলিত পায়ে হেঁটে গেল মাঠের রেলিং পর্যন্ত। চুপচাপ কবরখানার মতো পড়ে আছে বিশাল রেসকোর্স। পুরো মাঠটা অন্ধকারে ডোবা শুধু ক্লাব-হাউসটার ওপর আলোর ফোয়ারা। এই বিখ্যাত রেসমাঠে সে ঘোড়ায় চেপেছিল দশবছর আগে। পরাজিত ঘোড়ার সওয়ার। এই মাঠের প্রতিটি ঘাস সে চেনে, মাটির শরীর জানে। বাঁকগুলোয় কখন কিভাবে ঘুরলে কম জায়গা লাগবে, ওয়াইড হয়ে যাবে না এসব তার নখদর্পণে ছিল। বীরেন্দ্রনাথের খুব ইচ্ছে করছিল একবার এই মাঠের বুকে ঘুরে বেড়াতে। এই রাতের রেসকোর্সে হাঁটতে পারলে তার সুখ হতো। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়, প্রহরীরা কিছুতেই অনুমতি দেবে না। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সেই দৃশ্যটা চোখে ভাসল। শেষ রেস হয়ে গেছে। পরাজিত ব্ল্যাক মুনে বসে সে মাথা হেঁট করে ফিরছিল। কারণ তখন মাঠের হাজার হাজার দর্শক তাকে অকথ্য গালিগালাজ করছে। কেউ কেউ ঢিল ছুঁড়ছে তার দিকে। চোর, চিট ইত্যাদি গালি চোখ বন্ধ করে শোনা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। ঘোড়া

থেকে নামতেই ট্রেনারের গলা শুনতে পেয়েছিল, 'কি হল, তুমি অত পেছিয়ে গেলে কেন? হোয়াই।'

সবাইকে শুনিয়ে জিজ্ঞাসা করে চাপা গলায় বলেছিল, 'স্টুয়ার্ডরা জিজ্ঞাসা করলে বলবে ঘোড়া রেসপন্স করে নি।' সবটাই সাজানো, তাই স্টুয়ার্ডদের এই কথা বলেও কোন লাভ হয় নি। তিনমাসের জন্যে তাকে সাসপেন্ড করেছিল স্টুয়ার্ডরা। ওই শেষ রাইডিং, ঠিক দশ বছর আগে। হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল বীরেন্দ্রনাথ। অন্ধকার নির্জন রেসমাঠের দিকে তাকিয়ে সে এক মুহূর্তে আর কিছুই দেখতে পেল না। চোখের জলের আড়াল বড় কঠিন।

টেলিফোনটা বাজতেই ঘুম ভেঙে গেল। এখনো ভোর হয় নি। হাত-ঘড়ি উল্টে দেখল বায়রণ। ঠিক চারটে চল্লিশ। কোকিলটা ডেকেই চলেছে। হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলতেই পলের গলা শোনা গেল, 'গুড মর্নিং বায়রণ। আধঘণ্টার মধ্যে রেডি হয়ে নাও।'

'মর্নিং। কিন্তু ভাবছি আজ সকালে মাঠে যাব না। শরীরটা ঠিক—'

পল রোজারিও প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'সে কি? কাল রেস আর আজ তুমি ঘোড়াগুলোকে একটু দেখে নেবে না? কি হয়েছে তোমার?'

'বললাম তো, ভাল লাগছে না। তোমাদের ঘোড়া তো বেশ ভাল। ও ঠিক ম্যানেজ হয়ে যাবে, চিন্তা করো না।'

'কিন্তু বায়রণ, এটা ছেলেমানুষী করার সময় নয়। তুমি ভারতবর্ষের সেরা বাজী দৌড়তে যাচ্ছ, না জোক! ঠিক আছে আমি আসছি।' পল রিসিভার রেখে দিল। বালিস আঁকড়ে ধরে হাসল বায়রণ। দশ বছর আগে তার সাহস হতো না ট্রেনারকে এইরকম কথা বলার। তখন ট্রেনার তাকে ফোন করা দূরের কথা রাত থাকতে সে হাজির হতো আগে-ভাগে। কিন্তু দিন পাল্টে গেছে। এখন এদের তাকে তোয়াজ করতে হবে। হ্যাঁ, শরীরটা একটু ভারী ভারী লাগছে তার। কাল যখন রাত্রে এই রেস্ট হাউসে ফিরেছিল তখন রাত প্রায় সাড়ে বারোটা হবে। ট্যাক্সিওয়ালাকে নিয়ে জায়গাটা চিনতে বেশ অসুবিধে হয়েছিল তার। মোটা বকশিশ দিয়ে তাকে বিদায় করে সে গেটের কাছে এসে দেখল দরোয়ানটা দাঁড়িয়ে আছে। ওকে দেখে সেলাম করে গেট খুলে দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল লোকটা। যেন কিছুই হয় নি এমন ভঙ্গীতে প্রবেশ করেছিল বায়রণ। বীরেন্দ্রনাথ সেন ততক্ষণে মুখ লুকিয়ে ফেলেছে। এখন সে পুরোদস্তুর বায়রণ সেইন। দূরে রেস্টহাউসটাকে রহস্যপুরীর মতো মনে হচ্ছে আবছা অন্ধকারে। শিস দিতে দিতে বায়রণ গাড়ি-বারান্দার তলায়

এসে দেখল কেউ নেই কোথাও। ভারালু কিংবা তার কর্মীবাহিনীর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ডানদিকে ভারালুর ঘরের দরজা পর্যন্ত বন্ধ। সে একটু সন্দিগ্ধমনে হলে ঢুকল। ব্যাপারটা কি? বেরুবার সময় এত পাহারাদার, এত কড়াকড়ি আর এখন চারধার জনমানবশূন্য কেন? ওর না বলে চলে যাওয়ার খবর নিশ্চয়ই শর্মা এন্ড শর্মায় ঠিকসময়ে পৌঁছেছে। তাহলে? ওরা তাকে কিছু না বলে ছেড়ে দেবে? অস্বস্তি হচ্ছিল বায়রণের। নিজের ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে দেখল এর মধ্যে কেউ এসে ঘরটাকে পরিচ্ছন্ন করে রেখে গেছে। মদের বোতল গ্লাসগুলো নেই এবং ডলি নাজিরের শরীরটাকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। যাক, বাঁচা গেল। মেয়েটার কথা তার এতক্ষণে মনে পড়ল। এখন একটু ঘুম দরকার তার। বাথরুম থেকে ঘুরে আসামাত্র ইণ্টারকমে গলা ভেসে এল। ভারালু বলছে, 'স্যার, ডিনার সার্ভ করতে বলব?'

যেন কিছুই হয় নি, কোন ব্যাতিক্রম হয় নি এমন ভঙ্গীতে প্রশ্ন করল লোকটা।

ক্ষুধাবোধটা উধাও হয়ে গিয়েছিল শরীর থেকে। এত রাত্রে আর খেতে ইচ্ছে করছিল না। সে কিছু দিতে হবে না জানিয়ে দিয়ে আলো নিভিয়ে দিল। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছে সে জানে না।

পলের টেলিফোন পাওয়ার পর তার আর ঘুম আসছিল না। না, শরীর তার খারাপ নয় শুধু একটু আলসেমি লাগছে। কাল রাত্রের নানারকম উত্তেজনা হয়তো শরীরটাকে আলসে করে তুলেছে এখন। পল আসছে, পলকে তো সে কাটিয়ে দিতে পারে। একজন নামকরা জকি তো নানান বায়না করে এবং সেগুলোকে ট্রেনাররা শুনতে বাধ্য হয়। দশ বছর আগে পল রোজারিও সবে ট্রেনারশিপ পেয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে কোনদিন রাইডিং দেয় নি। লোকটাকে সেসব কথা মনে করিয়ে দিলে কেমন হয়? এণ্টনী এখনও ক্যালকাটা কোর্সে রাইড করছে। পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে লোকটা। শুনেছে বছরে একটা দুটো উইনিং হর্স পায়। কাল পরশুর বড় বাজিগুলো নিশ্চয়ই এণ্টনী রাইড করার সুযোগ পাবে না। আজ সকালে মাঠে গেলে লোকটার সঙ্গে দেখা হলেও হতে পারে।

এক দুপুরে এণ্টনী শোফায় শুয়ে নভেল পড়ছিল। দশ বছরের বীরেন্দ্রনাথ তার পাশে গিয়ে বসল। বই থেকে চোখ সরিয়ে এণ্টনী জিজ্ঞাসা করেছিল 'কি হয়েছে, কেউ কিছু বলেছে?'

'নো।' মাথা নেড়েছিল বায়রণ।

'তাহলে মুখ গম্ভীর কেন? স্কুলে যাওনি?'

'ছুটি হয়ে গেল।'

'তাহলে ভেতরের ঘরে চলে যাও। তোমার জন্যে ফ্রিজে খাবার রাখা আছে।

আবার বইতে চোখ রেখেও এন্টনীর মনে হয়েছিল ছোঁড়াটা খাবারের লোভেও নড়ছে না। একটু অবাক গলায় জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কি হয়েছে?'

মুখ নীচু করে খুব ধীর গলায় কথাটা বলে ফেলল বীরেন্দ্রনাথ, 'আমি ঘোড়ায় চড়া শিখতে চাই।'

মজা পেয়েছিল এন্টনী, 'ঘোড়ায় চড়া শিখবে? বেশ তো। বিকেলে ভিক্টোরিয়ার পাশে চলে গেলে শেখা যাবে। ঠিক হ্যায়, নেক্সট সানডে।'

'না, ওইসব ঘোড়া না। আমি জকি হবো।'

সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসেছিল এন্টনী। তারপর ছোট ছোট চোখে অবাক হয়ে বীরেনকে দেখেছিল। রোগা ছেলেটার চেহারায় জকি হবার গুণগুলো মিলিয়ে দেখতে দেখতে বলেছিল, 'ইটস ভেরি টাফ, খুব শক্ত প্রফেসন। তুমি সহ্য করতে পারবে না।'

'পারব।'

ঠিক সেইসময় এন্টনীর স্ত্রী ঘরে ঢুকেছিল। এন্টনী চিৎকার করে তাকে বলেছিল, 'শোন, আওয়ার লিট্‌ল হিরো কি বলছে। ও জকি হতে চায়।'

সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল মিসেস এন্টনী, 'নো নেভার। ভুলেও ও কথা উচ্চারণ করো না। জকিদের মতো আনসার্টেন লাইফ কারো নেই।'

এন্টনী মাথা দুলিয়ে বলেছিল, 'শুনলে তো!'

মুখ শক্ত করে বীরেন আবার বলল, 'আমি জকি হব।'

ক'দিন ধরে এইরকম টানাপোড়েন চলল। বালক বীরেন বুঝতে পারছিল যে মিসেস এন্টনী যতই রাগ করুন এন্টনী কিন্তু মনে মনে একসময় নরম হয়ে আসছে। সেও চাইছে বীরেন জকি হোক।

জকি হতে গেলে দীর্ঘসময় প্রস্তুতি নেওয়া দরকার। এখন বিভিন্ন সেণ্টারে জকিদের ট্রেনিং স্কুল হয়েছে। সেখানে কোর্স কমপ্লিট করে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে কোন ট্রেনারের সঙ্গে ব্যবস্থা করতে হয়। এন্টনীরা সেই সুযোগ পায় নি। বেশিরভাগ অবস্থাপন্ন জকির ছেলেই এই প্রফেসনে আসে। তারা এখানে হাতেখড়ি নিয়ে বিদেশে যায় ট্রেনিং নিতে। বিভিন্ন টার্ফ ক্লাব তাদের নাম রেজেস্ট্রি করার সময় নানারকম কায়দায় বাজিয়ে নেয়।

এন্টনীর সঙ্গে সে প্রথম যে দিন রেসকোর্সে এসেছিল সেদিনটা তার এখনও স্পষ্ট মনে আছে। বিকেল তিনটে। এন্টনীর চেহারা ছিল রোগাটে এবং পাঁচফুটের মতো উচ্চতা। হেস্টিংস-এর দিক থেকে বিরাট গেট পেরিয়ে কাঁচা রাস্তা দিয়ে ওরা ঢুকেছিল। এন্টনী বলেছিল, 'এটা মেম্বারস এনক্লোজার। ওইটে প্যাডক। রেস শুরু হবার আগে আমরা ওখান থেকে ঘোড়ায় চাপি।' দুচোখ ভরে দেখছিল

বীরেন। লম্বা লম্বা গাছ ছায়া ফেলেছে, ছবির মতো বাড়ি চারধারে, পায়ের তলায় সবুজ ঘাসের গালচে বিছানো। বালকের চোখে যেন স্বপ্নপুরীর মতো মনে হচ্ছিল। সেদিন রেস ছিল না। চারধার ফাঁকা। এন্টনীর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে মাঠের দিকে এল সে। ডান দিকে বিরাট গ্যালারী। পর পর তিনটে। সামনে বিরাট রেস ট্র্যাক। দীর্ঘ মাঠটা গোল হয়ে ঘুরে এসেছে। বীরেন বলল, একটা নয় দুটো ট্র্যাক পাশাপাশি রয়েছে। এন্টনী বলেছিল, 'দিস ইজ রেসকোর্স। তুমি যদি কখনও জকি হও এই মাঠ তোমাকে খাওয়াবে। তাই এই মাঠের প্রতিটি ঘাসের কাছে তুমি সবসময় কৃতজ্ঞ থাকবে। ওই হল উইনিং পোস্ট। ওটা আগে পার হবার স্বপ্ন যেন সবসময় তোমার থাকে। অবশ্য—।' আর একটা কি কথা বলতে গিয়ে যেন বলল না এন্টনী। বালক বীরেন্দ্রনাথ তখন বুঝতে পারে নি এবং প্রশ্নও করে নি।

এন্টনীর সঙ্গে খাতির ছিল ডিকসন সাহেবের। এককালে খুব ভাল জকি ছিলেন ভদ্রলোক। রিটায়ার করে ট্রেনার হয়েছেন। এন্টনীর মুখে প্রস্তাবটা শুনে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন তিনি বীরেন্দ্রনাথের দিকে। ওঁর স্টেবলের ঘোড়াগুলোকে তখন সহিসরা পরিচর্যা করছে। সামনে সেদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ডিকসন বললেন, 'ওই ঘোড়াটা দেখছ, কুচকুচে কালো, ওটার পিঠে উঠে বসো।'

বীরেন্দ্রনাথ সেই দিকে তাকাল। বিরাট একটা ঘোড়া খুঁটির সঙ্গে বাঁধা রয়েছে। মুখ নীচু চোখ বন্ধ করে মাঝে মাঝে লেজ নাড়ছে। ঘোড়াটা এত উঁচু যে দশ বছরের বীরেন তার নাগাল কিছুতেই পাবে না। কিন্তু ওর গায়ের রঙ এত ঘন কালো যে শরীর থেকে জেল্লা বের হচ্ছে। ডিকসন ওটাকে দেখানো মাত্র এন্টনীর মুখ থেকে চাপা আর্তনাদ বেরিয়েছিল। হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে ডিকসন বলেছিল, 'গো!'

এর আগে মাত্র দুদিন ঘোড়ায় চেপেছে বীরেন্দ্রনাথ। ওই ভিক্টোরিয়ার পাশে দুই রবিবার বিকেলে এন্টনীর সঙ্গে এসে আট আনা পয়সা দিয়ে হাড় জিরজিরে ঘোড়াগুলোতে বসে রাস্তার পাশ ধরে হেঁটেছে। হাজার চেষ্টা করেও ঘোড়াগুলোকে ছোটাতে পারে নি। প্রথম ঘোড়ায় ওঠার উত্তেজনাটা একসময় নেতিয়ে এসেছিল। কিন্তু ঘোড়ার গায়ের গন্ধটা শরীরে লেগেছিল। ডিকসনের দ্বিতীয়বার হুকুম হওয়ামাত্র সে ধীরপায়ে এগিয়ে গেল ঘোড়াটার দিকে। ব্যাপারটা স্টেবলের আরো অনেকের নজরে পড়েছিল। দেখা গেল সবাই যে যার কাজ ফেলে হাসিচাপা মুখে জড়ো হচ্ছে একটা মজা দেখার জন্যে। বীরেন্দ্রনাথের সেদিকে লক্ষ্য নেই। সে ঘোড়াটাকে সামনে দাঁড়িয়ে ওকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। তার চার ফুট শরীরটার কাছে ঘোড়াটাকে দৈত্যের মতো মনে হচ্ছিল।

এন্টনীর গলা ভেসে এল, 'ডিক, এটা কি করছ? ও মারা যাবে। ওই পাগল ঘোড়াটা ওকে মেরে ফেলবে।'

ডিকসন কোন জবাব দিল না, নিষেধও করল না। বীরেন্দ্রনাথ দেখছিল ঘোড়াটা ধীরে ধীরে মুখ তুলে ওর চোখে চোখ রাখল। তাকে সন্দেহ করছে যেন ঘোড়াটা। একটু একটু করে মাথা দোলাচ্ছে, লেজ স্থির। ওই বয়সে বীরেন্দ্রনাথ এটুকু বুঝেছিল ঘোড়াটা খুব রাগী। সে আর একটু এগোলো। ঘোড়াটা বাঁধা অবস্থায় এক পা পিছলো তারপর আচমকা চিৎকার করে দুই পা আকাশে ছুঁড়ে তিন চারবার লাফিয়ে দড়িটা ছেঁড়বার চেষ্টা করল। এই প্রথম ঘোড়ার চিৎকার শুনল বীরেন্দ্রনাথ। মনে হল ভয়ে বুক থেকে কলজেটা যেন ছিটকে বেরিয়ে আসছে। ঘোড়াটা লাফিয়ে ওঠার সময়েই সে নিজের অজান্তে অনেকটা দূরে ছিটকে পড়েছিল। একটু সামলে নিতেই সমবেত উচ্চহাস্য শুনতে পেল। স্টেবলের সমস্ত মানুষ হো হো করে হাসছে। একসঙ্গে ভয় এবং লজ্জা নিয়ে উঠে দাঁড়াল বীরেন্দ্রনাথ। ঘোড়াটা অত কান্ড করে ততক্ষণে আবার চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়েছে। তার চোখ এখন বীরেনের ওপর স্থির। ডিকসনের গলা শুনতে পেল সে, 'প্রথম চান্স মিস করলে, ট্রাই এগেন।'

কাঁপুনি এল বীরেন্দ্রনাথের। সামনে গেলেই যে অমন ব্যবহার করে তার পিঠে চড়া যে অসম্ভব এটুকু সে বুঝতে পেরেছে। কিন্তু তাকে জকি হতেই হবে। ওই ঘোড়াটার পিঠে তাকে চড়তেই হবে। কিন্তু কিভাবে চড়তে হয় সে জানে না। আবার পায়ে পায়ে বীরেন্দ্রনাথ এগিয়ে গেল ঘোড়াটার সামনে। ওর পেছনের একটা পায়ের সঙ্গে মোটা দড়িটা বাঁধা। ঘোড়াটা চোখে চোখ রেখে বোধহয় আবার একবার লাফাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল, বীরেন্দ্রনাথ ওর কপালে হাত ছুঁইয়ে চট করে সরে দাঁড়াল। ঘোড়াটা বোধহয় একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল কিংবা কখনো কোন বালকের স্পর্শ পায় নি বলেই এবার চিৎকার না করে বীরেন্দ্রনাথের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। ততক্ষণে বীরেন্দ্রনাথের মাথায় মতলব খেলে গেছে। ঘোড়াটার পেছনের পা বাঁধা, সে যা করছে সামনের পায়ে। দ্রুত পেছনে চলে গেল বীরেন্দ্রনাথ। ঘোড়াটা বোধহয় কিছুই বুঝতে পারেনি কারণ সে আবার স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। বীরেন্দ্রনাথ দেখল এই সুযোগ। একটা মোটা বেল্ট ঘোড়াটার পেট এবং পিঠে বেড় দিয়ে পরানো ছিল। সে পা টিপে টিপে পেছন দিক দিয়ে এগিয়ে সেই বেল্ট খপ করে ধরে দুই হাতের কনুই-এ ভর দিয়ে পিঠের ওপর ওঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। ঘোড়াটা যেই বুঝল কেউ তার পিঠে উঠছে অমনি সে চিৎকার করে শূন্যে পা ছুঁড়তে লাগল। কিন্তু বীরেন্দ্রনাথ ততক্ষণে শরীরটাকে অনেকটা তুলতে পেরেছে বেল্ট ধরে। হাঁটু এবং কনুই-এর সাহায্যে সে যখন একটা পা ঘোড়ার পিঠের ওপর তুলে দিয়েছে তখনই ঘোড়াটা পেছনের খোলা পা ছুঁড়লো। বীরেন্দ্রনাথের মনে হল সে যেন শূন্যে ভেসে যাচ্ছে। তারপর মাটির

ওপর তার শরীরটা আছড়ে পড়ল। হাত প্রচন্ড ব্যথা, চোখের সামনে পৃথিবীটা যেন অন্ধকার হয়ে গেল।

জ্ঞান ফিরলে বীরেন্দ্রনাথ দেখল সে একটা বেঞ্চির ওপর শুয়ে আছে। তাকে ঘিরে কয়েকটা উৎকণ্ঠিত মুখ। এন্টনী ঝুঁকে পড়ে বলল, 'কেমন লাগছে? খুব কষ্ট হচ্ছে? কোথায় লেগেছে তোমার?'

বাঁ হাতের ব্যাথাটা সঙ্গে সঙ্গে অনুভবে এল। সে হাতটা তুলতে চেষ্টা করল। তারপর কোনরকমে উঠে বসল। এন্টনী ততক্ষণে ওর হাতটা সোজা করার চেষ্টায় লেগেছে। যত নরম করে সে হাতটা ঠিক করার চেষ্টা করছে তত ব্যথাটা বেড়ে যাচ্ছে। বীরেন্দ্রনাথ দাঁতে দাঁত চেপে বসেছিল কিন্তু তার চোখ উপচে আসা জলের ধারাকে সে সামলাতে পারল না।

এই সময় একটা হাত তার কাঁধে বেশ জোরেই চেপে বসল, 'ফাইন। হোয়াটস ইওর নেম, মাই বয়?'

ভেজা চোখে বীরেন্দ্রনাথ দেখল ডিকসন সাহেব ওর পাশে দাঁড়িয়ে হাসছে।

সে কথা বলতে চেষ্টা করল কিন্তু গলাটা যে কখন বুজে গেছে। অনেক কষ্টে কোনরকমে উচ্চারণ করতে পারল, 'বীরেন সেন।'

'বায়রণ সেইন?'

'বীরেন্দ্রনাথ সেন?'

'তুমি বাঙালী?'

ঘাড় নাড়ল বীরেন্দ্রনাথ। ততক্ষণে ডিকসন সাহেবের গলা থেকে একটা আফসোসের চুক চুক শব্দ বেরিয়ে এসেছে! আজ অবধি কোন বাঙালী জকি হয় নি। বাঙালীরা এই প্রফেসনে স্ট্যান্ড করতে পারে না। হাউএভার আই উইল এ্যাকসেপ্ট ইউ। হাতের ব্যথাটা সারিয়ে তুমি আমার সঙ্গে দেখা করো। তারপর এন্টনীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'লুক এন্টনী, এই ছেলে যদি স্টিক করে থাকে তাহলে একদিন ভারতবর্ষের সেরা জকি হবে। শুধু ও যদি বাঙালী না হতো! তুমি ওর ফ্যামিলিকে চেন?'

'চিনি।'

'তারা ওকে এই প্রফেসনে আসতে এ্যালাউ করবে?'

'আই ডোন্ট নো।'

'খোঁজ নাও, আর ওকে একবার হাসপাতালে নিয়ে যাও।'

না, হাত ভাঙে নি সেদিন। তবে খুব জোর মচকে গিয়েছিল, কোমরে ব্যথা হয়েছিল খুব। চারদিন ধরে ঘরের বাইরে যেতে পারে নি। দিদি অনর্গল গালাগালি করে গেছে এন্টনীকে। জামাইবাবু কিছু বলে নি। সেরে উঠেই আবার এন্টনীর

বাড়ীতে ছুটে গিয়েছিল সে। এন্টনী সেদিন মুখ গোমড়া করে বসেছিল। একটা লোক সমানে তাকে অভিযুক্ত করে যাচ্ছে। আগের দিন রেস ছিল। যে ঘোড়াটা জিতবে বলে এন্টনী কথা দিয়ে গিয়েছিল সেটা জেতে নি। মোটা টাকা নষ্ট হয়েছে লোকটার। এন্টনী বলল, 'আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম যে জিতবো। কিন্তু লাস্ট মোমেন্ট ট্রেনার। আই এ্যাম সরি। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি নেক্সট টাইম আমি তোমাকে পুষিয়ে দেব।'

লোকটি চলে গেলে বীরেন্দ্রনাথ এন্টনীর সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। এন্টনী হাসবার চেষ্টা করল, 'কেমন আছ? হাতের ব্যথা সেরে গেছে?'

'হ্যাঁ।' বীরেন্দ্রনাথ বলল, 'আমাকে কবে নিয়ে যাবে?'

'লুক বীরেন, একজন জকির জীবনে কোন সুখ নেই, স্বাধীনতা নেই। যে ঘোড়াটা সে চালাবে সেটার ওপরও সব সময় তার কর্তৃত্ব থাকে না! রেস জিতলে সেটাই স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া হয় হারলে পৃথিবীসুদ্ধ লোক গালাগালি দেবে। ক্লাশ ওয়ান জকি হতে না পারলে অবহেলা ছাড়া কপালে কিছু জুটবে না।' এন্টনীকে এই মুহূর্তে খুব বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। তার দুটো হাত বীরেন্দ্রনাথের কাঁধে।

বীরেন্দ্রনাথের মাথা নাড়ল, 'না, আমি জকি হবই, আমি ক্লাশ ওয়ান জকি হব।'

দরজায় নক হতেই লাফিয়ে বিছানা ছাড়ল বায়রণ। বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসেছিল পল, ওকে দেখেই উঠে দাঁড়াল। তখনও অন্ধকার আকাশ থেকে মুছে যায় নি। মাটিতে পা দেবার সময় বায়রণ দেখল ভারালু একপাশে দাঁড়িয়ে তাকে সেলাম করছে। মাথাটা বাঁকিয়ে সে এ্যাম্বাসাডারে ঢুকে পড়ল। নির্জন আলিপুরের প্রায়-অন্ধকার রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে বলল, 'কাল রাতটা কিরকম এনজয় করলে?'

'ফাইন।' কথাটা বলার সময়েও মনে হল আর একটু ঘুমুতে পারলে ভাল হতো।'

'তুমি আজকাল ড্রিঙ্ক করো?'

'মাঝে মাঝে।'

'কাল রাত্রে কোথায় গিয়েছিলে?'

'কি করে জানলেন?'

'তোমার খোঁজে আমার ওখানে মিসেস শর্মা ফোন করেছিল।'

'কলকাতা দেখছিলাম।'

'অন্যায় করেছ। একদল লোক চায় না যে আমরা ইনভিটেশন জিতি। তাই

একটু সাবধানে থাকা দরকার। কেন, মেয়েটিকে পছন্দ হল না?' স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে আচমকা প্রশ্ন করল পল রোজারিও।

'রক্তহীন মাংস আমার ভাল লাগে না। মিসেস শর্মার সেটা বোঝা উচিত।'

পল ভাল করে বায়রণকে দেখে আবার রাস্তার ওপর চোখ রাখল।

এইসব জায়গা দিয়ে চললে কলকাতাকে বিদেশী শহর বলে মনে হয়। বাঁক ঘুরতেই দূরে রেসকোর্স দেখা গেল। হিমেল বাতাসে অন্ধকার সরে যেতে শুরু করেছে। হঠাৎ রাস্তায় একদিকে গাড়িটাকে থামিয়ে পল ওর হাত চেপে ধরল, 'বায়রণ, তোমার কি মনে হয় মার্টিনের ঘোড়া দারুণ আউটস্ট্যান্ডিং?'

বায়রণ অবাক হয়ে গিয়েছিল পলের এইরকম ব্যবহারে। বলল, 'হ্যাঁ, খুবই ভাল ঘোড়া। মার্টিনের ইনভিটেশন-হোপ। ওর লাস্ট ডার্বি রান চমৎকার।'

'তুমি কি ওকে হারাতে পারবে না?'

'আপনাদের ঘোড়া কেমন?'

'প্রিন্স ঘোড়া হিসেবে দারুণ। ওর বাবা হল এভারডে টু। অনেক ভাল ঘোড়ার জন্ম দিয়েছে সে। এক মিনিট দশ পয়েন্ট আট সেকেন্ড দৌড়বার রেকর্ড আছে ওর। আর মা হল ক্লক্ড্। প্রচুর রেস জিতেছে ঘোড়াটা। একটু ভাল হ্যান্ডলিং করতে পারলে হয়তো উইনিং পোস্ট দেখতে পারে। তুমি জানো আমি ক্যালকাটা কোর্সের রেকর্ড হোল্ডার ট্রেনার। কিন্তু আমি কখনো ইনভিটেশন জিতি নি। ইটস সামথিং এলস। এবছরটা আমার খুব খারাপ যাচ্ছে। ইনভিটেশনটা আমাকে পেতেই হবে। তুমি কি আমার জন্যে শেষ চেষ্টা করবে?'

মাথা নাড়ল বায়রণ, 'আই উইল ট্রাই।'

সোজা হয়ে বসল পল, দ্যাট সোয়াইন মার্টিন। সবাই ওকে বলে ভারতবর্ষের বেস্ট ট্রেনার। আরে সব ভাল ভাল বাচ্চা ঘোড়া যদি ও পায় তবে বেস্ট হবে না কেন? আমরা তো ভাঙা তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করি। আমাদের ঘোড়া বোম্বে বাঙ্গালোর গেলে জিততে পারে না তো সেইজন্যেই। কিন্তু পাবলিক বুঝবে না, ওনাররা বিরক্ত হবে। আমরা কি করতে পারি?'

বায়রণ কিছু বলল না। কথাটা মিথ্যে নয়। বাঙ্গালোর সিজনে কলকাতা থেকে এবার আঠারোটা ঘোড়া গিয়েছিল। মাত্র একটি ঘোড়া জিতেছে ডিমোটেড হয়ে। ওদিকের কোর্স বোধহয় এদের স্যুট করে না। কারণ একই বাবা মায়ের দুই ছেলে বাঙ্গালোর এবং কলকাতায় ট্রেইন্ড হয়ে দু'রকম ফল করছে।

পল গাড়িটাকে রেসকোর্সের মধ্যে ঢুকিয়ে নিতেই সোজা হয়ে বসল বায়রণ। ঠিক দশ বছর পর সে ঢুকছে এখানে! মাঠের মধ্যে এখনও কুয়াশা ছড়ানো। ট্রাকে মর্নিং স্পার্ট চলছে। কোন কিছুই তার অচেনা নয়, পোশাক পাল্টে বাইরে

বেরোতেই পল বলল, 'চল, আগে প্রিন্সের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই।'

ঘোড়াটাকে দেখার আগ্রহ ছিল বায়রণের। সে পাখীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে দেখল পলের লোকজন ছাড়াও অন্য ট্রেনারের সহিসরা তার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ওদের মধ্যে বেশ কিছু চেনামুখ দেখতে পেল সে। দশ বছর আগে এদের সে ভালভাবেই চিনতো। কিন্তু আজ ওদের ব্যবহারে যে দূরত্ব দেখতে পাচ্ছে সে সেটা ঘোচাবার কোন মানে হয় না। যা স্বাভাবিক তাই করা ভাল। এখন বাইরণ সেইনের সঙ্গে ওদের প্রচুর ব্যবধান। কিন্তু একটা কথা ওর মাথায় কিছুতেই আসছিল না, পল কিংবা শর্মা অথবা অন্য কেউ ওকে একবারও মনে করিয়ে দিচ্ছে না সে মূলত এই কলকাতারই জকি। দশ বছর আগে এই মাঠে সে একটা রাইডের প্রত্যাশায় দিন গুণতো।

'হাই।' চিৎকারটা ভেসে আসতেই মুখ ফেরালো বায়রণ। বার্নি আসছে। কাছাকাছি হতেই বলল, 'দারুণ জায়গা, কি সবুজ মাঠ, তাই না?'

বায়রণ ঘাড় নাড়ল, 'ডিক কোথায়?'

বার্নি কাঁধ নাচালো, 'ঘুমুচ্ছে। কাল রাত্রে একটু হেভী ডোজ হয়ে গেছে বোধহয়। ওয়েল, তোমাকে মার্টিন একবার দেখা করতে বলেছে। বাই।'

'হ্যাঁ। নার্ভ খুব শক্ত।'

'লর্ড কৃষ্ণাকে কে চালাবে? ডিক না বার্নি, তুমি জানো?'

'জানি না। তবে ডিক চালালে বেশী ভয়ের কথা আপনার।'

পল ওর দিকে তাকাল। কিন্তু কিছু বলল না।

পুরো রেসকোর্স জুড়ে মর্নিং স্পার্ট চলছে। আগামী দু দিনে যত ঘোড়া দৌড়োবে তাদের অভ্যেস করিয়ে করিয়ে নিচ্ছে ট্রেনাররা। কোন ঘোড়া চারশ', কেউ আটশ' কাউকে বা পুরো দূরত্বে দৌড় করিয়ে সময় টুকে রাখা হচ্ছে। স্যান্ড ট্রাক কিংবা গ্রাস ট্রাক ব্যবহার করা হচ্ছে এজন্যে। নিয়মিত জকিরা ছাড়া রাইডিং বয়রাও মর্নিং স্পার্টে অংশ নিচ্ছে।

পলের ইঙ্গিতে ওর সহিসরা যে ঘোড়াটাকে সামনে নিয়ে এল সেটার খুব মজবুত চেহারা। ঘাড় এমন বেঁকিয়ে আছে যে মনে হয় আদেশ পাওয়া মাত্র দৌড়ে যাবে! ওর গায়ে হাত বুলিয়ে পল বলল, 'এ হল সিজার। স্পিন্টার্স কাপে আমাদের হোপ। ষাট কেজি ওজন নিয়ে বারোশ' মিটার দৌড়েছে এক মিনিট চোদ্দ এন্ড টু ফিফ্থ সেকেন্ড। মাইটি স্প্যারোর বাচ্চা।'

বায়রণ এক লাফে ঘোড়াটার পিঠে উঠতেই সে নেচে নিল খানিকটা। পল বলল, 'গ্রাসে ছ'শ মিটার দৌড়ে নাও। খুব বেশী স্পীড নেবার দরকার নেই, বি ইজি, ওকে?' ঘাড় নেড়ে হিসেব মতো ছ'শ মিটার মার্কের কাছে চলে গেল

বায়রণ। ওরা গ্যালারির বিপরীত দিকে রয়েছে। সিজারের পিঠে ওঠামাত্র বায়রণের অদ্ভুত রোমাঞ্চ হল গ্যালারির দিকে তাকিয়ে। শেষ দিন ওই গ্যালারির হাজার হাজার মানুষ তাকে ধিক্কার জানিয়েছিল। ভগবান! সিজারের মাথায় হাত বুলিয়ে সে ওকে ঘুরিয়ে নিল। তারপর নির্দেশ পাওয়ামাত্র সিজারকে ছুটিয়ে দিল। বাঃ, সুন্দর ঘোড়া। চমৎকার গ্যালপ করছে। চাবুক ব্যবহার করল না। শুধু কবজির মোচড়ে লাগামের টানের ওপর ঘোড়াটাকে রাখল সে। না, কোন জড়তা নেই ঘোড়াটার শরীরে। পল একে খুব ভাল ট্রেইন্ড করেছে। নিমেষে দূরত্বটা পেরিয়ে যেতে সে গতি মন্থর করে নিয়ে আবার পলের কাছে ফিরে এল। পল বলল, 'কি বুঝলে?'

'ফাইন। কোন কমপ্লেন নেই। সময় কত হ'ল?

'ব্রিলিয়াণ্ট। সিক্স হান্ড্রেড ইন থার্টিফাইভ সেকেন্ডস। এই একটা স্পার্ট থেকেই সিজার স্পিণ্টার্স কাপে ফেবারিট হতে পারে। কিন্তু মুশকিল হল ওর একটা খুব খারাপ অভ্যেস আছে।'

'কি সেটা?'

'দৌড়োতে দৌড়োতে সিজার হঠাৎ লেগ চেঞ্জ করে। সেটা করতে গেলেই ওকে তিন চার লেংথ লুজ করতে হয়। অনেক চেষ্টা করেও আমি ওর এই স্বভাবটাকে বদলাতে পারি নি। আবার কোন কোন দিন সেটা করে না এবং সেদিন ওকে হারানো খুব মুশকিল।'

এবার পলের ইঙ্গিতে আর একটা ঘোড়াকে কাছে নিয়ে আসা হল। খুব শান্ত একটু লম্বাটে ঘোড়াটার গায়ের রং ছাই ছাই। পেট খুব সরু, একটুও বাড়তি চর্বি নেই। পল ওর মুখ জড়িয়ে ধরে আদর করল। তারপর বায়রণের দিকে ঘুরে বলল, 'এই হল প্রিন্স। দ্যাখো একে।'

বায়রণ অনুমান করেছিল। সে ঘোড়াটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে গেল। না প্রথম দর্শনে চমকিত হবার মতো কোন ঐশ্বর্য ঘোড়াটার নেই। লর্ড কৃষ্ণাকে দেখলেই যেমন মনে হয় ও হল ঘোড়ার রাজা একে দেখলে তেমন কিছুই বোধহয় না। বায়রণ প্রিন্সের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সামান্য মুখ তুলে ঘোড়াটা তাকে দেখল। চোখে চোখ রাখল বায়রণ। চোখ দুটো অদ্ভুত সুন্দর ঘোড়াটার। হাত তুলে আদর করতে যেতেই এবার ঘোড়াটা মুখ সরিয়ে নিল। পেছনে থেকে পলের সাংকেতিক বকুনি ভেসে আসতেই ঘোড়াটা আবার সোজা হল। বায়রণ এবার ওর গলায় হাত বোলাতে লাগল। তারপর যেন কানে কানে বলছে, 'হেই বয়, রাগ করো না। এখন থেকে আমরা একসঙ্গে থাকবো। আমাদের বন্ধু হতে হবে, রাগ করলে চলবে কেন?'

পল কথাগুলো শুনতে পায় নি। চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি বলছ?'

'তোমাকে নয়। প্রিন্সের সঙ্গে আলাপ করে নিচ্ছি।'

এবার প্রিন্স মুখ ফিরিয়ে বায়রণের মাথাটা যেন শুঁকলো।

'আমার মনে হয় ওকে নিয়ে তোমার পুরো কোর্সটা ঘুরে আসাই ভাল।'

পল এগিয়ে এসে স্যাডল ঠিকঠাক করে দিতে লাগল।

'তুমি একে কিভাবে রান করাতে চাও?' বায়রণ সরাসরি জিজ্ঞাসা করল। পলের মুখ শক্ত হল, 'সেটা এখনও ঠিক করিনি সেইন। প্যাডকে তোমাকে আমি জানিয়ে দেব। আমার প্রতিপক্ষ খুব শক্তিশালী, বুঝলে!'

বায়রণ হেসে ফেলল। কোন বুদ্ধিমান ট্রেনার আগেভাগে তার পরিকল্পনা জানিয়ে দেয় না, তবু সে আচমকা জিজ্ঞাসা করেছিল। পল সুন্দরভাবে সেটাকে এড়িয়ে গেল। বায়রণ প্রিন্সের লাগাম ধরে এবার হাঁটা শুরু করল। পলকে বলে গেল, 'আমি ওর সঙ্গে একটু হাঁটি। তুমি কি টাইম নোট করতে চাও?'

পল ঘাড় নাড়ল, 'না তার দরকার নেই। কিন্তু হাঁটবে কেন?'

বায়রণ হাসল, 'একটু আলাপ জমাতে।'

আশেপাশে প্রচুর ঘোড়া এবং জকি রয়েছে। ওদের অনেকেই ওকে দেখে হাত তুলছে। বাঙ্গালোর কিম্বা বোম্বেতে একসঙ্গে ওঠা বসা করতে হয়। যথেষ্ট বন্ধুত্ব থাকা সত্ত্বেও রেসের আগে কেউ কাউকে নিজের গোপনতা প্রকাশ করে না। অথবা জকিতে জকিতে বন্ধুত্ব বলে যেটা মনে হয় সেটা কতটা খাঁটি, সে বিষয়েও পলের সন্দেহ আছে।

প্রিন্সের গলা ঘেঁষে হাঁটছিল বায়রণ। বড্ড শান্ত ঘোড়াটা। হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছিল সে, 'হেই প্রিন্স, তুমি আমাকে আগে কখনো দ্যাখো নি, আমিও তোমাকে দেখি নি। কিন্তু আমাদের দু'জনের উদ্দেশ্য এক। ইনভিটেশন আমাদের জিততেই হবে। আমি খুব একা প্রিন্স, এই পৃথিবীতে আমার কেউ নেই। এই মাঠে আমি একদিন রেস করতাম। এখানকার মানুষ আমাকে বিনা অপরাধে তাড়িয়ে দিয়েছিল। তুমি আমাকে বদলা নিতে সাহায্য কর। করবে না?'

প্রিন্স যেন তার দুটো কান নাড়লো বলে মনে হল বায়রণের। বায়রণের বিশ্বাস যদি ঠিকঠাক বলা যায় তাহলে ঘোড়া মানুষের কথা বুঝতে পারে। ওর আবেগ আরো বেড়ে গেল, 'লর্ড কৃষ্ণা যত বড় ঘোড়াই হোক সে তো এখানে ফরেনার। তার জকিও এই মাঠে কখনো রাইড করে নি। অথচ গত বছর যখন তুমি প্রথম রেস করতে মাঠে নামলে, সেই দু'বছর বয়স থেকেই তুমি এই মাঠ চেনো। আর আমি তো জন্মই নিয়েছি এই মাঠে। সুতরাং আমাদের হারাবে কি করে লর্ড কৃষ্ণা? প্রিন্স, আমাকে জেতাও তুমি, আমাকে জেতাতেই হবে!'

বায়রণ আর একটু আদর করে একা একাই প্রিন্সের পিঠে চড়ল। অন্য সময় সহিস কিংবা ট্রেনার তাদের সাহায্য করে। কিন্তু এখন ধারে কাছে কেউ নেই ওর। পিঠে চড়া মাত্র প্রিন্স টগবগিয়ে উঠল। পল বলেছে খুব ইজি দৌড় করাতে। বোধহয় আজকে ঘোড়াটার কোন পরিশ্রম হোক সে চায় না। লাগাম চেপে রেখে সে প্রিন্সকে ছোটালো। বেশ ভালই গ্যালপ করছে ঘোড়াটা। একই গতিতে প্রায় দু'হাজার মিটার ঘুরে এসে সে চার্জ করল। কিন্তু খুব হতাশ হল বায়রণ। ঘোড়াটা মোটেই চার্জ নিচ্ছে না। একটুও স্পীড বাড়ছে না তার। বরং ও খুব দ্রুত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ছে। ব্যাপারটা বোঝা মাত্র বায়রণ চট করে ইজি হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত প্রায় হাঁটিয়ে নিয়ে এল সে প্রিন্সকে। হাঁটবার সময় বারংবার ওর কানে বলতে লাগল, 'আমাদের জিততেই হবে।'

সহিসরা এসে লাগাম ধরতেই বায়রণ এক লাফে নেমে পড়ে প্রিন্সের মুখে আদর করতেই দেখল ঘোড়াটা ওকে দেখছে। চাহনিটা অদ্ভুত। সে ওর মুখে হাত বুলিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই পল এগিয়ে এল, 'কেমন দেখলে?'

'ফাইন। ওর কোন বদ অভ্যেস আছে?'

'না। পারফেক্টলি অলরাইট। কি বুঝছ, চান্স আছে?'

'চেষ্টা করব পল, আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট।'

'তুমি কি ওকে চার্জ করেছিলে?'

আড়চোখে পলকে দেখল বায়রণ। তারপর অম্লানবদনে মিথ্যে কথাটা বলে ফেলল, 'না, জাস্ট একটু স্পীড বাড়াচ্ছিলাম।'

'বেড়েছিল?'

'হ্যাঁ। সুন্দর।'

'ঠিকই। চার্জ করলেই প্রিন্স তীরের মতো বেরিয়ে আসে।' বায়রণ লক্ষ্য করল পলের কথা শুনে সহিসটাও বেশ অবাক হল। সে কিছুতেই বুঝতে পারছিল না পল তাকে মিথ্যে কথা বলছে কেন? গোপনীয়তা রক্ষার নামে তাকে বিভ্রান্ত করে পলের কি লাভ?

পল জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি অন্য ঘোড়াদুটো দেখতে চাও?'

বায়রণ মাথা নাড়ল, 'না, তার কি কোন দরকার আছে?'

'ইটস অলরাইট। যাও চেঞ্জ করে নাও।' পল এবার তার স্টেবলের অন্য জকিদের নিয়ে পড়ল। ড্রেসিংরুমের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বায়রণ ঠিক করল এতদিন যে প্রিন্সকে চালিয়েছে তার সঙ্গে সে একবার কথা বলে নেবে। সেই লোকটা নিশ্চয়ই প্রিন্সকে খুব ভাল করে চেনে।

ড্রেসিংরুমের দরজায় প্রায় পৌঁছে গেছে বায়রণ, এমন সময় চিৎকারটা কানে এল, 'বায়রণ?'

সে ঘুরে তাকাল। দলবল নিয়ে মার্টিন সকালের কাজ সেরে ফিরে আসছে। না, ডিক ওঁর সঙ্গে নেই। বায়রণ টুপিতে হাত ছোঁয়ালো। তারপর দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল মার্টিনের দিকে। ছিমছাম চেহারায় বাজপাখীর মতো স্মার্টনেস, মার্টিন মুখোমুখী হতেই বলল, 'কাল বিকেলে এসেছ জানি, কিন্তু কোথায় উঠেছ?'

'শর্মা এন্ড শর্মার রেস্ট হাউসে।'

'আই সি। কাল রাত্রে সব বড় হোটেলে তোমার খোঁজ নিয়েছিলাম।'

'আমাকে কেন—!'

'জাস্ট একটু উইশ করা। তুমি পলের গাধাটাকে দেখলে?'

'গাধা?' .

'ওই যে, প্রিন্স না কি একটা নাম!'

হেসে ফেলল বায়রণ। মার্টিনের স্বভাবই এইরকম। সে জবাব দিল, 'শুনলাম মিঃ শর্মা নাকি ওই গাধাগুলোকে সামনের বছরে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেবেন।'

'ওয়েল আমি যদি সেটা অ্যাকসেপ্ট করি তাহলে গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করে নেব। যাহোক, তোমার উচিত ছিল পলের অফার নেওয়ার আগে আমাকে জানানো। ডিক আমাকে ট্রাবল দিচ্ছে। এখান থেকে ফিরে গিয়ে আমি ওকে রিজেক্ট করব এবং ইউ উইল বি মাই জকি।'

'সো কাইন্ড অফ ইউ স্যার।'

মার্টিন খুশী হল। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ হর্সট্রেনার সব সময়েই একটু তৈলমর্দন আশা করেন। মাথা নেড়ে চলে যেতে যেতে হঠাৎ দাঁড়াল মার্টিন, 'বাই দি বাই, বায়রণ, তুমি তো কলকাতায় প্রথম ক্যারিয়ার শুরু করেছিলে, তাই না?'

শক্ত হয়ে গেল বায়রণ। এই প্রথম তাকে মুখের ওপর যে কথাটা জিজ্ঞাসা করল সে কিনা শেষ পর্যন্ত মার্টিন। লোকটা তাহলে সব খবর রাখে?

বায়রণ মাথা নাড়ল, 'ইয়েস স্যার।'

'এবং ওরা তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল?'

'অলমোস্ট।'

'তাহলে তোমার এই অফার গ্রহণ করা উচিত হয় নি।' হনহন করে দলবল নিয়ে চলে গেল মার্টিন। কিছুটা বিস্ময় কিছুটা জ্বালা নিয়ে কিছুক্ষণ ওদের যাওয়া লক্ষ করল বায়রণ। তারপর মনে মনে বলল, মোটেই না, আমি ঠিক করেছি। প্রিন্স যদি ঠিক থাকে তাহলে আমি জিতবোই এবং তাহলেই প্রমাণ হবে আমি ঠিক করেছি।

ড্রেসিংরুমে তখন জকিদের ভীড়। সবাই পোশাক পাল্টে নিচ্ছে। সম্ভাষণ প্রতিসম্ভাষণে মুখর হল ঘরটা। বায়রণ লক্ষ করল, কলকাতার যে তিন-চারজন জকি আজ সকালে এসেছে তারা যেন বেশ চুপচাপ, অন্য সেন্টারের জকিরাই বেশী কথা বলছে। এন্টনীকে খুঁজছিল বায়রণ। না, সে এদের মধ্যে নেই। গত রাত্রে রিপন লেনে গিয়েও কিন্তু এন্টনীর কথা তার খেয়ালে ছিল না। পোশাক পাল্টে বেরিয়ে আসছে এমন সময় একটা বুড়ো সহিস নমস্কার করে দাঁড়াল একপাশে। অন্যমনস্ক হয়ে মাথা নেড়ে চলে যেতে যেতে হঠাৎ কি মনে হতে আবার ঘুরে দাঁড়াল বায়রণ। লোকটা যেন চেনা চেনা।

'ছোটসাব।' বৃদ্ধ হাসবার চেষ্টা করল।

সঙ্গে সঙ্গে মাথার ভেতর স্মৃতিগুলো নড়ে চড়ে উঠল। কি যেন নাম, কামাল। সে এগিয়ে এসে হাত ধরল, 'আরে কামাল, তুমি কেমন আছ?'

'আল্লার দয়ায় চলে যাচ্ছে সাব, এখন মাটি পেলেই হয়।'

'তুমি খুব বুড়ো হয়ে গেছ কামাল। চেহারা খারাপ হয়ে গিয়েছে।'

বায়রণ একধরনের আত্মীয়তা অনুভব করল।

'মানুষ তো একদিন বুড়ো হবেই ছোটসাহেব।'

অন্য জকিরা এবার বেরিয়ে আসছে। অনেকের চোখে কৌতূহল। বায়রণ হাত ছেড়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তা তুমি কিছু বলবে কামাল?'

মাথা নাড়ল কামাল, 'বেশ কিছুদিন থেকেই শুনছিলাম আপনি এখানে আসবেন প্রিন্সকে চালাতে। এন্টনীসাব বলল, আপনি কাল এসে গেছেন। দূর থেকে আজ দেখছিলাম আপনাকে, একদম পাল্টে গেছেন। এমনকি ঘোড়ায় আগে যে ভাবে বসতেন এখন সেভাবে বসেন না। পিগট সাহেবের মতো দেখাচ্ছিল আপনাকে।'

'পিগট? লেস্‌লি পিগট? তুমি কার সঙ্গে তুলনা করছ জানো?'

'আমরা কি সব কিছু অনুমান করতে পারি সাব? দশ বছর আগে আপনি কি ভাবতে পেরেছিলেন আজ সবাই আপনাকে এত সম্মান করবে? আল্লা যা চান তাই হয়।'

হাসল বায়রণ, 'বলো, আর কি খবর।'

'ছোটসাব, আপনি এন্টনী সাবের কথা জানেন?'

'না। আমি ওঁর সঙ্গে দেখা করব।'

'হ্যাঁ ছোটসাব, আমি এন্টনীসাবকে বলেছি আপনি এলে না দেখা করে যাবেন না। এন্টনীসাবের এখন খুব খারাপ অবস্থা। মাঝে মাঝে মাসে দুতিনটে রাইড পান আর যত বেতো ঘোড়া ওঁকে দেয় ট্রেনার সাবরা। সেগুলো যে কোনদিন জিতবে না তা সবাই জানে। সংসার চালাতে খুব কষ্ট করতে হচ্ছে ওঁকে।'

বায়রণ ঢোঁক গিলল। এন্টনীর এই অবস্থা যেন বিশ্বাস করা যায় না। সে জিজ্ঞাসা করল, 'এন্টনী সাব এখন কোথায়? এখানে দেখছি না কেন?'

কামাল মুখ নীচু করল, 'উনি সিক্ বলে রিপোর্ট করেছেন সাব।'

'কি হয়েছে?' বায়রণের ভ্রূ কুঁচকে গেল।

'আমি জানি না।'

'ঠিক আছে।' বায়রণের এবার অস্বস্তি হচ্ছিল। এন্টনীর অনুপস্থিতির কারণটা যেন চেপে যাচ্ছে কামাল। সে আর জোর করল না। বলল, 'ঠিক আছে, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ কামাল যে তুমি আমাকে মনে রেখেছ। আমি এন্টনী সাহেবের সঙ্গে দেখা করব, কিন্তু তুমি ওঁকে কিছু বলো না।'

হাসি ফুটে উঠল বৃদ্ধের মুখে, 'আল্লা আপনার ভাল করুন। এবার আপনি ঠিক কাপ জিতবেন সাব, এ আমি বলে দিচ্ছি।'

বায়রণ বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকাল। এন্টনীর সঙ্গে ডিকসন সাহেবের স্টেবলে আসার পর থেকে এই মানুষটি তাকে প্রায় হাতে গড়ে মানুষ করেছে। কোনদিন কৃতিত্ব দাবী করে নি। ওকে বকেছে ভুল করলে, কষ্ট পেলে ভোলাতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু যখনই সম্বোধন করেছে তখনই সম্মান দিয়েছে 'ছোটসাব' বলে।

বায়রণ মাথা ঝাঁকালো তারপর হনহন করে বেরিয়ে এল প্যাডকের কাছে। একটা নতুন গাছ প্যাডকে পোঁতা হয়েছে। বাকী তিনটে সেই আগের মতোই ঝাঁকালো। রেসের আগে এখানেই ঘোড়াগুলোকে ঘোরানো হয়, দর্শকরা দেখে নেয় তাদের পছন্দের ঘোড়া ফিট কিনা। ট্রেনাররা জকিদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে শেষ নির্দেশ দেয়, অনেকেই নিজের হাতে ওদের ঘোড়ার ওপর চাপিয়ে দেয়। ওই রেসে যেসব ঘোড়া ছুটছে তার মালিকরা এসে দাঁত বের করে দাঁড়ায়, কেউ বা উদ্বেগে গম্ভীর, কিন্তু সবাই জানতে চায় তার ঘোড়াটা জিতবে কিনা। একটি রেসের ভাগ্য অনেকটা নির্ভর করে এই প্যাডকে!

ডিকসন সাহেব এখন হংকং-এ চলে গেছেন। হাত ভাল হয়ে গেলে বালক বীরেন্দ্রনাথ যখন এন্টনীর সঙ্গে তার কাছে এসেছিল তখন ডিকসন হেসেছিল, 'গুড, তোমার জকি হবার ইচ্ছেটা তাহলে মরে যায় নি?'

এন্টনী বলেছিল, 'খুব জেদী ছেলে স্যার।'

'দ্যাটস গুড মাই বয়। কিন্তু একটা অসুবিধে হয়ে যাচ্ছে যে!'

অসুবিধের কথা শুনে বুক কেঁপে গিয়েছিল বীরেন্দ্রনাথের। আবার কি হল?

ডিকসন সাহেব বলল, 'আজ অবধি কোন বাঙালী রেসে কিছু করতে পারে নি। তোমার আগে এক-আধজন এসেছিল কিন্তু খুব খারাপ রেজাল্ট করে সরে গেছে। সত্যি বলতে কি আমরা সবাই মনে করি বাঙালীদের দিয়ে হর্সরাইডিং

হয় না। তাই তোমাকে অ্যাকসেপ্ট করানো খুব মুশকিল হবে।'.

বীরেন্দ্রনাথ জেদী গলায় বলল, 'আমি পারব স্যার।'

'ইওর নেম ইজ বীরেন্দ্রনাথ সেন?'

'ইয়েস স্যার।'

'বাকীগুলো সব ছেঁটে ফেল। আজ থেকে তুমি শুধু বীরেন্দ্র। ঠিক আছে?' এণ্টনী হেসে ফেলেছিল। মুখ নামিয়েছিল বীরেন্দ্রনাথ।

ডিকসন সাহেব চিৎকার করে ডেকেছিল, 'কামাল, কামাল।'

মধ্যবয়সী একটি সহিস এগিয়ে এসেছিল, 'ইয়েস সাব।'

'এই হল বীরেন্দ্র। সেদিন যে খুব সাহস দেখিয়েছিল, মনে আছে? এ এখন থেকে স্টেবলে থাকবে, রাইডিং শিখবে।'

'ঠিক হ্যায় সাব।'

পড়াশুনা মাথায় উঠল বীরেন্দ্রনাথের। দিদি তখন প্রচণ্ড রাগারাগি করত। জামাইবাবু তেমন কিছু বলত না অবশ্য। সেই রাত থাকতে সে রিপন লেন থেকে দৌড় শুরু করত। প্রায় মাইল আড়াই দৌড়ে হেঁটে ভোর হবার আগেই হেস্টিংসে পৌঁছে যেতে হতো তাকে। এণ্টনী সাহেবকে রোজ ভোরে যেতে হয় না। মর্নিং স্পার্ট থাকলে কোন কোন দিন রেসকোর্সে যায়। কামাল ওকে হাতে কলমে কাজ শেখাতো। না, রাইডিং নয়, ঘোড়াদের পরিচর্যা করতে হতো তাকে। দলাই মলাই থেকে শুরু করে কখনো কখনো ময়লা পরিষ্কার পর্যন্ত করতো সে। একটা ঘোড়ার শরীর তাকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছিল কামাল। শরীরের কোন্ জায়গায় আঘাত করলে তার কি রকম অনুভূতি হয়, শরীর খারাপ থাকলে তার আচরণ কি ধরনের হবে, তার বিশদ তথ্য জানা হয়ে গিয়েছিল সেই বয়সেই। খাইয়ে দাইয়ে সকাল ন'টা নাগাদ চলে আসতো বীরেন্দ্রনাথ। এসে কোনরকমে তৈরী হয়ে স্কুলে যেত। বন্ধুরা বলত তোর শরীর থেকে ঘোড়ার গায়ের গন্ধ বের হচ্ছে। প্রথম প্রথম টের পেলেও পরে সেটা অনুভব করত না বীরেন্দ্রনাথ। স্কুল ছুটির পর আবার যেত সে স্টেবলে। এই সময়টাই ছিল সবচেয়ে আকর্ষণের। কামাল ওকে এক একটা ঘোড়ায় রোজ চড়িয়ে দিত। রেকাবে পা রেখে এক লাফে জিনের ওপর বসা ক্রমশ জলভাত হয়ে গেল। রেসকোর্স নয়, সামনের এক চিলতে জমিতে ওকে ঘুরতে হতো। ডিকসন সাহেব একদিন দেখতে পেল এই দৃশ্য। আর তার পর থেকেই শুরু হল তার হাতে-কলমে শিক্ষা। না, এখানে নয়। রেসকোর্সে মর্নিং গ্যালপে যেতে হবে তাকে। রেজিস্টার্ড জকি ছাড়াও রাইডিং বয়রা মর্নিং গ্যালপে অংশ নিতে পারে। ডিকসন সাহেবের চেষ্টায় বীরেন্দ্র নামটা রাইডিং বয়দের তালিকায় জায়গা পেল। রাইডিং বয়দের রেস করবার কোন অধিকার নেই, শুধু

স্টেবলের ঘোড়াগুলোকে সতেজ রাখার জন্যে ট্রেনারের নির্দেশে সকাল বিকেলে দৌড় করানোই তাদের কাজ। কলকাতার মাঠে অবশ্য রাইডিং বয়দের সংখ্যা খুবই কম। যারা আছে তাদের বেশীর ভাগই অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। বীরেন্দ্রনাথ দেখতো তারা যেন ওকে এড়িয়ে চলে। দু'একজন যে বাঁকা কথা শোনায় না তা নয়। কামাল বলতো, 'ওসব দিকে কান দিও না ছোটসাব। রাস্তা দিয়ে যখন হাতি চলে তখন হাজার কুকুর শব্দ করে তাতে হাতির কি এসে যায়।'

প্রথম চমক লেগেছিল ওর ঘোড়ার দাম শুনে। ডিকসন সাহেবের স্টেবলে তিনটে ঘোড়া আছে যাদের দাম দু'লাখ থেকে সাড়ে তিন লাখ পর্যন্ত। একটা ঘোড়ার যে এত দাম হতে পারে কল্পনায় ছিল না। মানুষের চেয়ে অনেক, অনেক দামী ওরা। তাই অত তোয়াজে রাখা হয় ওদের। অন্য ট্রেনারদের স্টেবলেও এইরকম দামী ঘোড়া আছে। ডিকসন সাহেবের স্টেবলে সবচেয়ে কম দামী ঘোড়ার দাম দশ হাজার। তার বংশপরিচয় তেমন কুলীন নয়। রেসে ঘোড়াদের ছটি শ্রেণী থাকে। ক্লাস ওয়ানের ঘোড়াগুলো সবচেয়ে দ্রুতগতির এবং দামী। বি ক্লাসের ঘোড়াদের সে তুলনায় কোন সম্মান নেই। স্টেবলে যত্ন-আত্তির ব্যাপারেও তাই শ্রেণীবিভাগ দেখা যায়। বি ক্লাশের ঘোড়া বাজি জিতলে পুরস্কার পায় বড় জোর সাত হাজার টাকা। আর ক্লাশ ওয়ান ঘোড়া পাবে কুড়ি থেকে এক লাখ। কখনো কখনো দেখা গেছে বি ক্লাসে দৌড় শুরু করে জিততে জিততে প্রমোশন নিয়ে কোন কোন ঘোড়া ক্লাশ টু পর্যন্ত উঠে গেছে। আবার হারতে হারতে ডিমোটেড হয়ে ক্লাশ ওয়ানের ঘোড়াও বি ক্লাশে নেমে যায় এবং তাদের আর খাতির থাকে না। যে ঘোড়াটায় প্রথম সে মর্নিং গ্যালপ শুরু করেছিল তার বয়স বারো বছর। রেসের দৃষ্টিতে বুড়ো ঘোড়া। এককালে ও নাকি ক্লাশ ওয়ানে দৌড়োতো। এখন হারতে হারতে বি ক্লাশে নেমে এসেছে। বায়রণের মনে আছে ঘোড়াটা ছিল খুব শান্ত। ডিকসন বলতো, 'একদম রেস্ট দেবে না ঘোড়াটাকে। প্রথম থেকেই ফুল গ্যালপে ওকে রান করাবে।' বেশ কিছুদিন এমন করার পর একদিন একটা অল্প পাল্লার দৌড়ে এনট্রি করানো হল ঘোড়াটাকে। সেদিন কেউ ওকে পছন্দ না করায় দশের দর ছিল বুকিদের কাছে। দেখা গেল জকি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমান ছুটিয়ে ওকে জিতিয়ে দিল। ডিকসন সাহেব খুব খুশী হয়েছিল সেদিন। রাইডিং বয় বীরেন্দ্র'র পিঠ চাপড়ে বলেছিল, 'খুব ভাল গ্যালপ করিয়েছ।'

ডিকসন সাহেব তখন হাতে ধরে ঘোড়া চালানো শিখিয়েছে ওকে। কখন ঘোড়াকে চার্জ করতে হয়, খাঁচা থেকে কিভাবে বেরুলে রেসের সময় ঘোড়া পিছিয়ে না যায়, দূর পাল্লার রেস হলে কোন্ পজিসনে ঘোড়াকে রাখতে হয়, এক হাতে লাগাম অন্যহাতে চাবুক কিরকম ব্যবহার করতে হয়। এইসব বুঝিয়ে দিত ডিকসন

সাহেব। এন্টনী তখন কলকাতার অন্যতম সেরা জকি। ওর কাছেও নানান কায়দা কানুন জানা যেত। এন্টনী বলত, 'একজন বড় জকি হবে সে-ই যে হারা রেস জিতিয়ে দিতে পারে। আবার একজন বড় জকি হবে সে-ও যে নিশ্চিত জেতা রেস এমন করে হারিয়ে দেবে যাতে কারো মনে সন্দেহ আসবে না।'

বীরেন্দ্রনাথ অবাক হয়েছিল। তা কি করে সম্ভব? কোন জকি কি জেতা রেস ইচ্ছে করে হারিয়ে দেয়? রেস তো সবাই করে জেতবার জন্যেই। এন্টনী ঘাড় নেড়েছিল, 'না, মাঝে মাঝে তাও করতে হয়, অবশ্য মুখে কেউ সেকথা স্বীকার করবে না। যেমন ধরো গত সপ্তাহে বড়বাজারের নাগরমল এসে আমাকে ধরল, একটা ঘোড়া বলতে হবে যেটা জিতবেই। আমি বললাম। নাগরমল বলল সে দশ হাজার টাকা খেলবে। জিতলে পঞ্চাশ হাজার পাবে এবং আমাকে পাঁচ হাজার দেবে। অর্থাৎ টেন পার্সেন্ট। ঘোড়াটাকে আপ্রাণ চালিয়ে জেতালাম। কিন্তু নাগরমলের সঙ্গে দেখা হতে বলল সে নাকি খেলে নি এক পয়সা। বুঝলাম মিথ্যে কথা বলছে। কারণ রেস শুরু হবার সময় ঘোড়াটার দর খুব নেমে গিয়েছিল। টানা না লাগালে এটা হয় না। ঠিক করেছি সামনের রেসে ওকে সর্বস্বান্ত করব। বদলা নিতে হবে।'

এন্টনীর দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে বীরেন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেছিল, 'কিভাবে?'

'ওকে বলেছি সুইটি জিতবেই। পঞ্চাশ হাজার লাগিয়ে দাও। ও টোপ গিলেছে। দুই-এর দর আছে ঘোড়াটার।'

সত্যি তাই হল। সুইটিকে চালাচ্ছিল এন্টনী। রেস শুরু হওয়ার দশ মিনিট আগে দর হয়ে গেল হাফ মানি। সবাই বলতে লাগল সুইটি অবশ্যই জিতবে। ওকে হারাবে এমন কোন ঘোড়া নেই। এন্টনী রেস শুরু হওয়ার সময় থেকেই পিছিয়ে ছিল। অন্য একটা ঘোড়া যখন প্রায় জিতে যাচ্ছে তখন তীরের মতো চালাতে লাগল সে সুইটিকে। লোকে দেখল অল্পের জন্যে সুইটি জিততে পারল না। নাগরমলের মাথায় নিশ্চয়ই আকাশ ভেঙে পড়েছে ততক্ষণে। অথচ কেউ এন্টনীকে দোষ দিতে পারছে না, প্রত্যেকের চোখে পড়েছে যে সে খুব চেষ্টা করেছিল।

ডিকসন সাহেব ওকে হ্যান্ডিক্যাপ শিখিয়েছিল। প্রত্যেক ঘোড়ার ওপর রেসের সময় ওজন চাপিয়ে দেওয়া হয়। খুব ভাল মেরিটের ঘোড়া হলে ষাট কেজি জকি সমেত পিঠে উঠবে আর সাধারণ ঘোড়ার পিঠে পঁয়তাল্লিশ কেজির মতো চাপে। কোন ঘোড়া জিতলে পরের রেসে আরও পাঁচ কেজি বাড়তি চাপানো হয়। প্রমোশন পেয়ে ওপরে উঠলে ওজন কমে যায়। ডিকসন সাহেব বলতো, 'শরীরের ওজন কখনই আটচল্লিশ কেজির বেশী হতে দেবে না। কারণ ঘোড়ার

পিঠে যে ওজন চাপাবে হ্যান্ডিক্যাপার তা থেকে তোমার ওজন বাদ যাবে। ধরো তোমার ঘোড়ায় ওজন চাপল পঞ্চাশ কেজি। যেহেতু তুমি চাপছ এবং তোমার ওজন আটচল্লিশ তাহলে মাত্র দু'কেজি বেশী ওকে বইতে হবে। যত কম ওজন ওর পিঠে উঠবে তত সে জোরে ছুটবে। হিসেব নিয়ে দেখা গেছে দেড় কেজি ওজন কম বেশী হলে দৌড়ের সময় একটি ঘোড়ার এক লেংথ আগুপিছু হয়ে যায়। তখন একদিকে ডিকসন সাহেব অন্যদিকে কামাল, দু'জনের কাছ থেকে দু'হাত ভরে কুড়িয়ে নিচ্ছিল বীরেন্দ্রনাথ। আর এন্টনীর কাছে গিয়ে বসা যে আর এক অভিজ্ঞতা। ওর জীবনের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য রেসের কথা বলত এন্টনী। সেগুলোতে সে কোন্‌টা ঠিক কোন্‌টা ভুল করেছে জেনে বীরেন্দ্রনাথ স্থির করে নিত সে নিজে দৌড়োলে কি করবে। এই করতে করতে বয়স আরো বাড়ল। ষোল বছর বয়সে ডিকসন সাহেবের চেষ্টায় সে একদিন স্বপ্নের দরজায় পা বাড়াল। মজার কথা, সেই বছরই স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়েছে। রেজাল্ট বেরুলে দেখা গেল তৃতীয় শ্রেণী তার কপালে জুটেছে। দিদি বোধহয় সেটুকুও আশা করে নি। বিভিন্ন পরীক্ষার পর বীরেন্দ্রর নাম রয়্যাল ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাবে অ্যাপ্রেন্টিস জকি হিসেবে নথীভুক্ত হল।

কাঁধের ওপর হাতের ছোঁয়া পেয়ে চমকে ফিরে তাকাল বায়রণ। পল হাসছে, 'কি এত তন্ময় হয়ে ভাবছিলে?'

মাথা ঝাঁকালো বায়রণ, 'কিছু না, তোমার কাজ শেষ?'

চোখে চোখ রাখল পল, 'হ্যাঁ। মার্টিন তোমায় কি বলছিল?'

'মার্টিন?' বায়রণ একটু সময় নিল ব্যাপারটা মনে করতে, 'ওহো, ও জিজ্ঞাসা করছিল আমি কবে এসেছি, কোথায় এসেছি, এই সব।'

'প্রিন্স সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করে নি?'

ইচ্ছে করেই অপ্রিয় কথা এড়িয়ে গেল বায়রণ, 'না। ও নিজের ঘোড়া সম্পর্কে খুব নিশ্চিত। কাউকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ভাবছেই না।'

পলের মুখ বেঁকে গেল, 'হ্যাঁ, আমি লর্ড কৃষ্ণাকে দেখলাম। ওটা তো প্রায় দৈত্যবিশেষ। তোমাকে খুব লড়তে হবে বায়রণ। আমি একটা পরিকল্পনা করছি সময়মতো তোমাকে বলব। আমাকে এই বাজী জিততে হবেই।'

পলের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বায়রণ এগিয়ে যাচ্ছিল। ওপেন এয়ার বারের পাশে আসতেই ওর শরীর শক্ত হয়ে গেল। হঠাৎ পা থেকে মাথা অবধি সমস্ত রক্তে জ্বলুনি ধরল। হাফ প্যান্ট আর টিশার্ট পরা মোটাসোটা লোকটি পলকে দেখে

হাত তুলল, ‘তুমি মার্টিনের ঘোড়াটাকে দেখেছ? মনে হচ্ছে কেউ ওকে হারাতে পারবে না। দি রেস ইজ ওভার। কলকাতায় পড়ে থাকলে আমরা ওরকম ঘোড়া পাব না।’ কথা বলতে বলতে তার নজর বায়রণের ওপর পড়ল। একটু যেন বিব্রত, কিন্তু পরমুহূর্তে সেই ভাব কাটিয়ে উঠে একটা নকল হাসি ঝুলতে লাগল মিঃ কানিৎকারের মুখে ‘হ্যালো বীরেন্দ্র।’

‘আই অ্যাম বায়রণ সেইন। আপনি নিশ্চয়ই সেটা জানেন।’ খুব ঠান্ডা গলায় বলল সে।

‘হ্যাঁ-হ্যাঁ আমি ভুলে গিয়েছিলাম। আমি তো সবাইকে বলেছি একসময় তুমি আমার সঙ্গে কাজ করেছ, আমি তার জন্যে গর্ব করি। যখন শুনলাম তুমি পলের ঘোড়া রাইড করতে আসছ তখন খুব খুশী হয়েছি। এখন তো তোমার খুব নাম, আমি অবশ্য ভাবতে পারি না, কিন্তু সবটাই তো কপাল, কি বল?’

বায়রণের মুখ শক্ত হল, ‘অনেকটা কিন্তু সবটা নয়। মানুষেরও হাত থাকে যেমন আপনার ছিল। আপনি যদি তখন ওই কান্ডটি না করতেন তাহলে আজ পল আমাকে ইনভাইট করতেন না।’

‘আমি? আমি কি করেছি। লুক পল, বায়রণ কি বলছে দ্যাখো।’ বুড়ো কানিৎকার খ্যা খ্যা করে হেসে উঠল, ‘আই হ্যাভ ডান নার্থিং।’

বায়রণ আর দাঁড়াল না। লোকটাকে সহ্য করতে পারছে না সে। পল এতক্ষণ চুপ করে ছিল। হঠাৎ বায়রণকে হাঁটতে দেখে সে কানিৎকারকে নক করে ওর সঙ্গ নিল, ‘কি হল? শুনেছিলাম তোমাদের মধ্যে এককালে—’

‘দশ বছর আগে। ওই লোকটা আমাকে কলকাতা থেকে তাড়িয়েছিল।’

‘হাউ?’

‘ওর জন্যে আমি সাসপেন্ডেড হই।’

‘কেন?’

‘সে বিরাট গল্প পল। ছেড়ে দাও ওসব কথা। লোকটার স্টেবলে এখন কি রকম ঘোড়া আছে?’ পলের দিকে তাকাল বায়রণ।

পল হাসলো, ‘গোটা পনের হবে। কানিৎকার সম্পর্কে পান্টারদের খুব ভাল ধারণা নেই। লোকে বলে ও নাকি কম দরের ঘোড়া ট্রাই করে না। ছেড়ে দাও, অন্যের কুৎসা গেয়ে আমাদের কি লাভ।’

শরীরে তখনও জ্বলুনি ছিল। এই দশ বছরের প্রথমদিকে সে অনেকবার ভেবেছে একদিন গিয়ে লোকটার ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দেবে। তার জীবন অন্ধকার করে দেবার বদলা নেবে। অথচ আজ হাতের কাছে পেয়ে শুধু ঘেন্না ছাড়া তার অন্য কোন ইচ্ছে এল না। পলের গাড়িতে বসে গুম হয়ে রইল। মনে হচ্ছে আজ সারাটা সকাল নষ্ট হয়ে গেল।

বাইরে এখন কচি কলাপাতার মতো রোদ উঠেছে। আলিপুরের রাস্তাটাকে ছবির মতো দেখাচ্ছে। ওরা সারাটা পথ কেউ কোন কথা বলল না! বাড়ির গেটের কাছে পল ওকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। বলল তাকে এখনই একবার স্টেবলে যেতে হবে। লাঞ্চের আগে সে আসবে আলোচনা করতে।

কানিৎকারকে মন থেকে সরাতে পারছিল না বায়রণ। গম্ভীর মুখে সামনে দাঁড়াতেই দারোয়ান সেলাম করে গেট খুলে দিল। নিজেকে সহজ করার চেষ্টা করছিল বায়রণ। যা স্মৃতি তা ভুলে যাওয়াই ভাল। তাছাড়া আজ কানিৎকারের মতো ট্রেইনারকে কটা লোক জানে অথচ অল ইন্ডিয়া রেসিং ওয়ার্ল্ডে তার জনপ্রিয়তা বেশ সর্বজনস্বীকৃত। এটাই তো কানিৎকারের ব্যবহারের উপযুক্ত জবাব। তাহলে মন খারাপ করার কি আছে। প্যাসেজ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওর চোখ পড়ল রেস্ট হাউসের লনের ওপর একটা রঙিন ছাতার তলায় শর্মা এন্ড শর্মারা বসে আছেন। এই সাতসকালে হরি শর্মা কেডস, সাদা মোজা আর সাদা হাফপ্যান্ট, গেঞ্জিশার্ট পরে ওর দিকে তাকিয়ে। মিসেস শর্মা কমলা রঙের ম্যাক্সীতে অঙ্গ ঢেকেছেন কিন্তু এখনও তাঁর চোখে রোদচশমা, চুল আঁট করে একটা রিং-এর ভেতর দিয়ে ঘাড়ের কাছে লাগানো। পাশে পাজামা, পাঞ্জাবি পরে শ্যাম শর্মা নিষ্পাপ মুখে বসে আছে। ওকে দেখে হরি শর্মা মাথা নাড়লেন। চারটে বেতের চেয়ার টেবিলটি ঘিরে, খালি চেয়ারের দিকে যেতে যেতে বায়রণ ঘাড় নাড়ল, ‘গুড মর্নিং স্যার।’

হরি শর্মা মাথা ঝাঁকালেন, ‘গুড মর্নিং।’

‘গুড মর্নিং ম্যাডাম!’ রোদ-চশমার দিকে সাগ্রহে তাকাল বায়রণ। ঈষৎ মাথাটা দুলল কি দুলল না বোঝা গেল না। কিন্তু শ্যাম শর্মা বলে উঠল, ‘হ্যালো, গুড মর্নিং! পল এলো না?’

‘না। পল আমাকে নামিয়ে দিয়ে গেল। বোধহয় ওর কোন জরুরী কাজ আছে স্টেবলে। আপনারা কতক্ষণ এসেছেন?’ শেষ প্রশ্নটা হরি শর্মার দিকে তাকিয়ে।

হরি শর্মা ঘড়ি দেখলেন, ‘মিনিট দশেক। বসো।’

চেয়ার টেনে বসতেই মিষ্টি গন্ধটা নাকে এল। নিজের ঘামশুকনো শরীরে নিশ্চয়ই সুগন্ধ নেই, স্নান করতে পারলে সুবিধে হতো। সে উঠে দাঁড়াল, ‘স্যার আমাকে পাঁচ মিনিট সময় দেবেন?’

হরি শর্মা অবাক হতে গিয়ে হলেন না, নিঃশব্দে ঘাড় নাড়লেন। কোন দিকে না তাকিয়ে নিজের ঘরে চলে এলো বায়রণ। এই শীতেও চটপট স্নান করে ওর গোলাপী গেঞ্জী আর ক্রিম কালারের প্যান্টটা ফ্রেশ হয়ে বেরিয়ে এল। এখন

ওর শরীর থেকে অ্যাভন ব্ল্যাক সুয়েড কোলনের মৃদু অথচ মোলায়েম গন্ধ বেরুচ্ছে। মর্নিং স্পার্ট করে আসা গা ঘিনঘিনে ভাবটা আর নেই। এবার স্বচ্ছন্দে রোদ-চশমার মুখোমুখী বসে কথা বলা যায়।

শ্যাম শর্মার চোখে বিস্ময়সূচক প্রশংসা দেখতে পেল বায়রণ। এই পোশাকটায় তাকে সুন্দর দেখায়। রোদ-চশমার প্রতিক্রিয়া বোঝা গেল না। চেয়ারে বসামাত্র ভারালুর পেছন পেছন একটা উর্দিপরা বেয়ারা চায়ের ট্রলি নিয়ে এলো। ভারালু ট্রলি থেকে নিজের হাতে চা ঢেলে ওদের সামনে পরিবেশন করল। সঙ্গে চিকেন স্যান্ডউইচের দুটো পাহাড়প্রমাণ প্লেট।

ভারালুরা চলে গেলে হরি শর্মা প্রশ্ন করলেন, 'প্রিন্সকে দেখেছ?'

'দেখেছি। এতক্ষণ তো ওকে নিয়েই কাটালাম।'

'কেমন দেখলে?'

'ফাইন। ঘোড়াটা মনে হয় কথা শুনবে।'

'আঃ ওসব সেন্টিমেন্টাল কথা জানতে চাইছি না। ওটায় চড়ে তোমার কি মনে হলো ইনভিটেশন জিততে পারবে?'

'দেখুন মিঃ শর্মা, রেসে কি হবে কেউ বলতে পারে না। পেডিগ্রি এবং পারফর্মেন্সের দিক থেকে মার্টিনের ঘোড়া খুব ভাল আছে। প্রিন্সকেও দেখলাম বেশ ফিট। এখন রেস রানের সময় বোঝা যাবে কে কিরকম রেসপন্স করছে।'

'কিন্তু বাজারে খবর মার্টিন নাকি রেস জিতছেই।'

'হতে পারে। কিন্তু রেস না শেষ হলে তো একথা বলা উচিত নয়। প্রিন্সের পক্ষে সুবিধে হলো সে নিজের মাঠে দৌড়োচ্ছে।' বায়রণ চায়ের কাপে চুমুক দিল।

'কিন্তু আমি জিততে চাই। আচ্ছা, মাদ্রাজ থেকে কুমারমঙ্গলম যে ঘোড়াটাকে নিয়ে এসেছে তাকে তুমি দেখেছ?'

'না স্যার।'

'দারুণ ঘোড়া। লর্ড কৃষ্ণাকে হারাতে পারলে ওই হারাবে, একথা রিপোর্টাররা লিখেছে।' শ্যাম শর্মা বলে উঠল।

হরি শর্মা ছেলের দিকে তাকালেন, 'কি নাম?'

'জুপিটার। কাল ছয়শ' মিটার পঁয়ত্রিশ সেকেন্ডে ছুটেছে।'

'গড্। তাহলে তো আমার নো চান্স।'

কেমন ফ্যাকাশে দেখাল এবার হরি শর্মাকে। এক চুমুকে পুরো চাটা খেয়ে রুমাল বের করে মুখ মুছলেন হরি শর্মা।

হঠাৎ রোদ-চশমা নড়ে বসলেন, 'তোমরা লর্ড কৃষ্ণার কথা ভাবছ! কিন্তু মার্টিনের

স্টেবলের আর একটা ঘোড়া ইনভিটেশনে দৌড়োচ্ছে। দি সান্। ওর কথা কেউ চিন্তা করছ না কেন?'

শ্যাম শর্মা বলল, 'হ্যাঁ, ঘোড়াটা ভাল। বোম্বে ডার্বি জিতেছে। লোক বলে ওর ওনারশিপে মার্টিনের শেয়ার আছে। কিন্তু মার্টিন ট্রাই করবে লর্ড কৃষ্ণাকে দিয়ে। নইলে ওর ওনার ওকে খেয়ে ফেলবে।'

রোদ-চশমা বলল, 'কে বলতে পারে। মার্টিনকে বোঝা অত সহজ নয়। শুনছি ও নাকি লর্ড কৃষ্ণাকেই গ্যালপ করাচ্ছে আর টাইম নিচ্ছে। কিন্তু মাইবয়কে লোকের সামনে আনছেই না।'

হরি শর্মা একবার স্ত্রীর দিকে তাকালেন। তারপর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, 'তুমি কি এই মাইবয়কে দেখেছ সেইন?'

'ইয়েস স্যার। ভেরি গুড হর্স।'

'দেন, আই হ্যাভ নো চান্স!'

'আমি তো আপনাকে বলেছি স্যার, রেস শেষ না হওয়া অবধি অপেক্ষা করুন। আমাদের কিছুই আগে থাকতে কল্পনা করা উচিত নয়।' বায়রণের কথা শেষ হওয়া মাত্র দেখা গেল পলের এ্যাম্বাসাডার বেশ দ্রুত গতিতে প্যাসেজ দিয়ে ভেতরে ঢুকে মার্সিডিজের পাশে দাঁড়াল। হরি শর্মার কপালে ভাঁজ পড়েছিল। পল দ্রুত দরজা খুলে ছুটে এল। ওকে খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছে। কাছে এসে পল বলল, 'স্যার, ইটস এ নিউজ ফর আস। একটু আগে লর্ড কৃষ্ণার একটা এ্যাকসিডেন্ট হয়েছে।'

কথাটা বুঝতে কয়েক মুহূর্ত গেল। তারপরই হরি শর্মা লাফিয়ে উঠলেন, 'সত্যি? তুমি সত্যি বলছ পল। মার্টিনের ঘোড়া এ্যাকসিডেন্ট করেছে? ওহ্ ভগবান, তোমাকে ধন্যবাদ।' উত্তেজনায় নিজেকে ভুলে তিনি পলের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করলেন।

'হ্যাঁ স্যার। স্টেব্‌লে ফেরার সময় রাস্তা ক্রশ করতে গিয়ে একটা গর্তে ওর পা পড়ে যায়। তারপরই খোঁড়াতে থাকে। মার্টিন ভেটেনারী সার্জেনকে নিয়ে ছোটাছুটি করছে পাগলের মতো। শুনলাম ও নাকি এক সপ্তাহের মধ্যে দৌড়োতে পারবে না।' পল হাসল।

সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন হরি শর্মা-'দেন আই অ্যাম উইনার। লর্ড কৃষ্ণা যখন নেই তখন আমার প্রিন্সকে সে আটকায়। আমি এবার ইনভিটেশন জিতব। সেইন, তোমার আর কোন ভয় নেই। আমার স্বপ্ন সফল হচ্ছে। কিন্তু, কিন্তু পল, আমাদের একবার মার্টিনের সঙ্গে দেখা করা উচিত। তাকে সমবেদনা জানিয়ে আসা উচিত, কি বলো?' হাসতে হাসতে বললেন হরি শর্মা।

পল বলল, 'সেটা আমি আপনার হয়ে জানিয়ে দিতে পারি।'

'নো নো। ঘোড়াটা আহত হয়ে আমাকে ইনভিটেশন পাইয়ে দিচ্ছে আর আমি নিজে যাব না, তা কি হয়? লেটস গো। আমরাই প্রথমে ওর কাছে গিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে আসি। তোমরা আসবে নাকি?'

রোদ-চশমা নীরবে ঘাড় নাড়লেন-না।

শ্যাম শর্মা বলল, 'আমার একটু কাজ আছে পাপা—'

বিরক্ত হলেন হরি শর্মা। কিন্তু আর সময় নষ্ট না করে মার্সিডিজের দিকে যেতে যেতে কি মনে করে পলের এ্যাম্বাসাডারেই গিয়ে উঠলেন। ওদের গাড়ি দ্রুত লনটাকে পাক খেয়ে বেরিয়ে গেল।

পুরো ঘটনাটা ছবির মতো ঘটে গেল। বায়রণ খুব অবাক হয়ে যাচ্ছিল। মার্টিনের সিস্টেমের কথা সে জানে। স্টেবল থেকে মাঠে আনার সময় সে খুব সজাগ থাকে যাতে ঘোড়ার কোন ক্ষতি না হয়। তাহলে আজ ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় এরকম দুর্ঘটনা ঘটল কি করে। কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছিল ওর। কথাটা শুনে হরি শর্মার আনন্দ হওয়া স্বাভাবিক। পথের কাঁটা দূর হলে কে না খুশী হয়। কিন্তু পল এসে খবরটা জানাতেই ওদিকে হরি শর্মার উল্লাসের পাশাপাশি শ্যাম শর্মা এমন নিষ্প্রভ হয়ে গেল কেন? রোদ-চশমার প্রতিক্রিয়া সে বুঝতে পারছে না, কিন্তু শ্যাম শর্মা কেমন যেন চুপসে গেছে।

বায়রণ বলল, 'ক্যালকাটার রেস গোয়ার্সরা একটা ভাল ঘোড়ার দৌড় দেখা থেকে বঞ্চিত হলো। ব্যাড লাক।'

আচমকা রোদ-চশমা প্রশ্ন করলেন, 'কাল রাত্রে আপনার কি হয়েছিল?'

অবাক হয়ে গেল বায়রণ। কালকের কথাটা তার এতক্ষণ খেয়ালই ছিল না। এমন কি হরি শর্মাও তাকে কোন প্রশ্ন করেন নি। এখন সমস্ত ব্যাপারটা মনে পড়তেই সে আড়ষ্ট হলো। হাসতে চেষ্টা করল, 'কিছুই নয়।'

'একজন পুরুষের যা যা প্রয়োজন তাই তো পেয়েছিলেন, বোধহয় তার চেয়ে বেশী, কিন্তু তাতেও মন উঠল না কেন?'

বায়রণ শ্যাম শর্মার দিকে তাকাল। সৎ ছেলে হলেও ছেলে, কিন্তু ক্লিওপেট্রা একটুও সঙ্কোচ করছে না এ ধরনের কথা বলতে। সে ঠান্ডা গলায় জবাব দিল, 'সকলের মনের গঠন একরকম তো হয় না। তাই না।'

এবার শ্যাম শর্মা বলল, 'ডলিকে পাঠানো খুব ভুল হয়েছিল। ও নিশ্চয়ই আপনাকে বিরক্ত করেছে?'

চমকে ফিরে তাকাল শ্যাম শর্মার দিকে বায়রণ। ছোকরা বলে কি। কাল রাত্রে ডলি বলেছিল সে নাকি এই মালটিকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। একে বিয়ে করে কন্টিনেন্টে চলে যাওয়ার প্ল্যান আছে। অথচ এর কথা শুনে মনে হচ্ছে কোন

বেশ্যার কাজকর্ম নিয়ে বলছে।

রোদ-চশমার মুখ এখন বায়রণের দিকে স্থির হয়ে আছে। সে শ্যাম শর্মাকে জিজ্ঞাসা করল, 'মেয়েটি কি বিরক্তিকর?'

'ওর শরীর ছাড়া।' শ্যাম শর্মা উঠে দাঁড়াল, 'ডলি কি আপনাকে কিছু বলেছে, মানে, ইনভিটেশন কাপের ব্যাপারে?'

বায়রণ ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল, হ্যাঁ।

'আপনি কি ভেবেছেন?'

'মিঃ শর্মাকে জেতাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করব।'

সঙ্গে সঙ্গে শ্যাম শর্মার দুটো চোখ যেন জ্বলে উঠল। তারপরেই সে কয়েক পা এগিয়ে এল, 'আপনি কত টাকা চান?'

হাসল বায়রণ, 'আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।'

'ছাড়ুন ওসব কথা। আমি আপনাদের জানি। টাকা ছুঁড়লেই মুখ বন্ধ হয়ে যাবে। লর্ড কৃষ্ণা সরে গিয়ে খুব ভাল হয়েছে। আপনি আমার কথা শুনুন, এই রেসে আপনাকে হারতেই হবে, ওই বুড়ো ভামটা যা চাইছে তা হবে না।' সঙ্গে সঙ্গে ক্লিওপেট্রাও ঘুরে বসল, 'আঃ শ্যামু, আমার সামনে এসব কথা বলো না।'

'তুমি চুপ করো।' ধমকে উঠল শ্যাম শর্মা, 'আমি যা বলছি তাই তোমাকে শুনতে হবে। হঠাৎ সতীত্ব মাথা চাড়া দিয়ে উঠল কেন?'

'স্যাট আপ।' বায়রণ দেখল উত্তেজনায় ক্লিওপেট্রার মুখ থরথর করে কাঁপছে, 'হাউ ডেয়ার যু আর। লাই দিয়েছি বলে মাথায় উঠবে।'

'ও! তাই নাকি? এখন দেখছি ভামটার হয়ে লড়ছে। যখন আমায় প্রেমবাক্য শোনাতে তখন মনে ছিল না? না, আমি চাই প্রিন্স হারুক। ওই বুড়োর দন্ত শেষ হয়ে যাক। জুপিটারকে জিততেই হবে। আই হ্যাভ সেট্‌লড।'

শ্যাম শর্মার মুখে এই কথা শুনে হতভম্ব হয়ে গেল বায়রণ। জুপিটারকে জেতানোয় শ্যামের কি স্বার্থ বুঝতে পারছে না সে। বাবাকে হারাতে তো সে মার্টিনের ঘোড়াও জেতাতে চাইতে পারত। কুমারমঙ্গলম-এর সঙ্গে ওর কি সম্পর্ক? ততক্ষণে ক্লিওপেট্রা উঠে দাঁড়িয়েছেন। এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে হনহন করে লনটা পেরিয়ে মার্সিডিজে উঠে বসলেন তিনি। ড্রাইভার ছুটে এসে তাঁকে নিয়ে বেড়িয়ে গেল। ওঁর চলে যাওয়া দেখল শ্যাম শর্মা। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বলল 'ডাইনি। আস্ত ডাইনি।'

'একথা বলছ কেন?' বায়রণ খুব নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করল।

'বলব না কেন? আমার সঙ্গে প্রেম করে কিন্তু হাত ছাড়া কিছু ছুঁতেও দেয় না। নাচাচ্ছে আমাকে। ও চায় মার্টিনের ঘোড়া জিতুক। জিতলে মার্টিন ওকে

অনেক টাকা দেবে। ডাইনি।' হিসহিস করে উঠল শ্যাম। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল বায়রণ। তারপর কোনরকমে জিজ্ঞাসা করল, 'একি কথা বলছ তুমি। মিসেস শর্মার কি টাকার অভাব ?'

হা হা করে হাসল শ্যাম, 'আপনি বুড়ো ভামটাকে চেনেন না। শুধু ঘোড়া ছাড়া সব সম্পত্তি নিজের নামে রেখেছে। ডাইনিটাকে মাসে পাঁচশো করে হাতখরচ দেয়। ওর এখন অনেক টাকার দরকার। বুড়োটার দুটো স্ট্রোক হয়ে গেছে। আর একটা শক পেলেই হয়ে যাবে। জানেন, ডাইনিটা বলেছে কিছু টাকা হাতাতে পারলে ও আমার সঙ্গে কন্টিনেন্টে চলে যাবে। সে শোক বুড়ো সইতে পারবে না। বুঝেছেন ?'

'তাই যদি হয়, মিসেস শর্মা জুপিটারকে ব্যাক করলেই পারেন, তোমার সঙ্গে মিলে-মিশে থাকা যায়।' বায়রণ কারণটা বুঝতে চাইছিল।

'পাগল। ও আমাকে একটুও বিশ্বাস করে না। যদি কুমারমঙ্গলমের সঙ্গে সেট্‌লড করে ওকে একটা পয়সাও আমি না দিই।'

'শ্যাম।'

'কল্ মি শ্যামু।'

'ওয়েল, শ্যামু, এয়ারপোর্টে কারা আমাকে ফলো করতে গিয়েছিল ?

'ওই ডাইনির লোক। ও চায় নি তুমি রাইড করো।'

'কি আশ্চর্য। উনিই হোটেলের বদলে এখানে নিয়ে এলেন।'

'মে বি, তোমাকে দেখার পর ও ধারণা চেঞ্জ করেছে। আমি ওকে বিশ্বাস করি না। ডলিকে কাল রাত্রেই স্যাক্ করা হয়েছে। বাট আই উইল টিচ হার'।

'যাহোক, তুমি আমার কথা শুনবে কিনা ?'

'তোমার কি মনে হয় প্রিন্স জুপিটারকে হারাতে পারবে ?'

'আই ডোন্ট থিংক সো। তবে শুনেছি তুমি খুব বড় জকি। আমি কোন চান্স নিতে চাই না। কত টাকা চাও ?'

বায়রণ বুঝল এখন এই ছেলের সঙ্গে কথা বলে কোন লাভ হবে না। সে উঠে দাঁড়াল, 'কথাটা যদি তোমার বাবা জানতে পারেন ?'

'ডাইনি বলবে না। একমাত্র তুমি—তাহলে তোমাকে ফিরে যেতে দেব না।'

'ওয়েল। এরকম হলে তো আমায় ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে হয়।'

'গুড। আমি কাল রেসের আগে দেখা করব। গুডবাই।' শ্যাম শর্মা লন ছেড়ে প্যাসেজে গিয়ে দাঁড়াল। ওকে দেখে ভারালু ছুটে এল। বায়রণ আর অপেক্ষা করল না। রেস্ট হাউসে ফিরে এল সে।

নিজের বিছানায় শুয়ে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে লাগল বায়রণ। মার্টিনের ঘোড়াটার কি সত্যি এ্যাকসিডেন্ট হয়েছে? শ্যাম শর্মাদের এব্যাপারে কোন হাত নেই তো? তা যদি হয় তাহলে মার্টিন কিছুতেই ছাড়বে না। কিন্তু এসবই তো অনুমান, এ নিয়ে ভেবে কি লাভ। এখন সকাল ন'টা। বায়রণ ইন্টারকমে কিছু খাবার পাঠিয়ে দিতে বলল। পল আসবে লাঞ্চের আগে। দেখা যাক ও ঘোড়া দুটোর গোপন তথ্য তাকে জানায় কিনা। প্রত্যেক ট্রেনারের কাছে এরকম তথ্য থাকে। রেসের আগে জকিকে বলে দিলে অন্য ঘোড়ার ট্রেনারদের চমকে ভাল রেজাল্ট করা যায়।

একা একা ব্রেকফাস্ট সারল বায়রণ। তারপর রেসকোর্সে টেলিফোন করে মার্টিনের টেলিফোন নাম্বার জেনে নিল। সে এখনও স্টেব্‌লেই আছে।

মার্টিন খুব বিরক্তির সঙ্গে টেলিফোন ধরল, 'হু দি হেল য়ু আর?'

'বায়রণ স্পিকিং।'

'ওঃ বায়রণ! তুমি শুনেছ কি হয়েছে? কলকাতা একটা নরককুন্ড। সমস্ত রাস্তাঘাট খুঁড়ে রেখে আমার বারোটা বাজিয়ে দিল।' মার্টিনের গলায় হতাশা।

'ঠিক কি হয়েছিল?'

'ট্রেনিং শেষে সহিসরা ঘোড়াগুলোকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল স্টেব্‌লে। হঠাৎ লর্ড কৃষ্ণা লাফিয়ে ওঠে এবং গর্তে পড়ে যায়। ভি এস বলছে দিন সাতেক লাগবে সেরে উঠতে। ব্যাড লাক্।'

'লাফিয়ে উঠল কেন? ওর কি এরকম হ্যাবিট আছে?'

'না।'

'তাহলে?'

'তুমি কি বলতে চাইছ?' মার্টিনের গলা শক্ত হয়ে গেল।

'কিছু না। আচ্ছা, ঠিক আছে। গুডবাই।' টেলিফোনটা ছেড়ে দিল বায়রণ। যথেষ্ট হয়েছে। বায়রণ হাসল, মার্টিনের মনে এই চিন্তাটা ঢুকিয়ে দেওয়া দরকার ছিল। অবশ্য তাকেও পরে সে জেরা করবে কেন সে ওই প্রশ্নটা করল। সে তখন যাহোক একটা কিছু বলা যাবে।

কিন্তু একটা কথা তার কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না। ক্লিওপেট্রা টাকার জন্যে মার্টিনের ঘোড়াকে জেতাতে চাইবে? অসম্ভব। ইনভিটেশনে নিজের ঘোড়া জিতলে হয়তো টাকাটা শর্মার হাতে চলে যাবে, কিন্তু এত বড় একটা সাম্রাজ্যের মহারানীর টাকার অভাব মানতে চায় না সে। শ্যাম শর্মা কুমারমঙ্গলমের ঘোড়া জিতিয়ে

কি পাবে? একটি পরিবারের মধ্যে এই ত্রিমুখী প্রতিযোগিতার কি কারণ তা ধরতে পারছিল না বায়রণ। ছেড়ে দাও এসব, নিজেকে বোঝাল, আমি হরি শর্মার ঘোড়া চালাতে এসেছি সেটাই মন দিয়ে চালাবো। দ্যাটস্ অল।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল বায়রণ। লনে দাঁড়িয়ে ভারালু একটা মালীকে কিছু বলছিল এমন সময় বায়রণকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল, 'কিছু প্রয়োজন আছে স্যার?'

'নো থ্যাঙ্কস। পল আসবে, ওকে বলো আমি লাঞ্চের আগেই ফিরে আসব।'

বায়রণ প্যাসেজে নামল।

ভারালু ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'আপনি কি বাইরে যাচ্ছেন স্যার?'

'হ্যাঁ, কেন?'

'মানে বড় সাহেবের অর্ডার আছে, আপনার সিকিউরিটির জন্যেই—।'

'তার মানে? আমি কি বন্দী?'

'না, না, মানে—।'

'লুক ভারালু, আমার যদি কিছু হয় তাহলে আমিই তার জন্যে দায়ী হবো'।

'ঠিক আছে, এখানে টেলিফোন আছে?' উত্তেজিত গলায় প্রশ্ন করল সে।

'টেলিফোন? ওই ঘরে আছে। কেন স্যার?'

'আমি মিঃ শর্মার সঙ্গে কথা বলতে চাই।' বায়রণ সোজা ওই ঘরটায় চলে এল। পেছনে এসে ভারালু বলল, 'হ্যাঁ, স্যার, আপনার কথা বলে নেওয়া উচিত। আমি চাকরি করি, চাকরি গেলে খাব কি।'

একবার ডায়াল ঘুরিয়ে লাইন পেল না বায়রণ! এনগেজ্‌ট টোন বাজছে। সে রিসিভার নামিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি রেস খেল না?'

মাথা নাড়ল ভারালু, 'নো স্যার। আজ থেকে অনেক বছর আগে একদিন আমি দুশো টাকা হেরেছিলাম। তারপর থেকে প্রতিজ্ঞা করেছি আর রেস খেলব না। যা পরিশ্রম দিয়ে রোজগার হয় না তা আমার ভাগ্যে নেই। তাছাড়া, সত্যি যদি বলতে হয় রেসে কোন গরীব বড়লোক হয় না।'

এবার রিং বাজলো। যে ধরল তাকে বায়রণ জানালো সে হরি শর্মার সঙ্গে কথা বলতে চায়। জানলো হরি শর্মা এখনো বাড়ি ফেরেন নি। রিসিভার নামিয়ে সে ভারালুকে বলল, 'যা কৈফিয়ৎ দেবার তা আমি তোমার সাহেবকে দেব। আমাকে বাধা দেবার চেষ্টা করো না।'

পেছনে না তাকিয়ে বেরিয়ে এল বায়রণ। সোজা প্যাসেজ দিয়ে হেঁটে গেট খুলে বাইরে চলে এল। রাস্তা ফাঁকা। মাঝে মাঝে একটা দুটো গাড়ি তীব্র বেগে ছুটে যাচ্ছে। বোধহয় এই পথে বাস চলে না। ট্যাক্সীরও চেহারা দেখা যাচ্ছে

না। এখন বেশ মিষ্টি রোদ চারধারে ছড়ানো। বায়রণ হাঁটতে লাগল ডানদিকে।

প্রথম দিনটার কথা এখনও স্পষ্ট মনে আছে। আগের রাত্রে এক ফোঁটাও ঘুমুতে পারে নি সে। উত্তেজনায় ছটফট করেছিল বীরেন্দ্র। এ্যাপ্রেন্টিস হওয়ার পর দীর্ঘ তিনমাস তাকে শুধু রেস দেখতে হয়েছে আর মর্নিং স্পার্ট দিতে হয়েছে। রেস রান করার কোন সুযোগ সে পায় নি। চল্লিশটা রেস না জিতলে কোন জকির এ্যাপ্রেন্টিসত্ব ঘোচে না। দশটা বাজি জেতা অবধি প্রতিটি এ্যাপ্রেন্টিস পাঁচ কেজি, বিশটা সাড়ে তিন কেজি, ত্রিশটা অবধি আড়াই কেজি এবং শেষ দশটায় দেড় কেজি এ্যালাউন্স পায়। অর্থাৎ ঘোড়ার ওপর তার সামর্থ্য অনুযায়ী যে বাড়তি ওজন চাপানো হয়ে থাকে রেস শুরু হবার আগে, কোন এ্যাপ্রেন্টিস জকি সেই ঘোড়ায় চাপলে ওই অনুপাতে ওজন কমিয়ে কিছু বাড়তি সুবিধে দেওয়া হয়। প্রথমদিন তাকে যে ঘোড়াটায় চাপতে নির্দেশ দিয়েছে ডিকসন সেটির বয়স পাঁচ এবং বি-ক্লাসে দৌড়োচ্ছে। ঘোড়াটার কোন কৌলিন্য নেই। ওই সিজিনে মাত্র একটি রেস জিতেছিল ঘোড়াটা কোনমতে। ঘোড়াটাকে সবাই এগারশ' মিটার ভাল ছোটে বলে জানে কিন্তু এদিন ওটা চৌদ্দশ' মিটার ছুটছে। মনে আছে, ভোর বেলায় জামাইবাবু তাকে ডেকেছিলেন, 'কিরে, তোর ঘোড়া আজ জিতবে?'

কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বীরেন্দ্রর। সে নিজেই জানে না তো বলবে কি? কোন রকমে বলেছিল, 'জানি না।'

জামাইবাবু বলেছিলেন, 'যদি ট্রেনার বলে তোকে জোর ট্রাই করতে হয় তাহলে প্যাডকে যখন ঘুরবি তখন আমাকে জানিয়ে দিবি।'

আঁতকে উঠেছিল বীরেন্দ্র। বলে কি লোকটা। প্যাডকে ট্রেনাররা, মালিকরা এবং রেসকোর্সের কর্তা-ব্যক্তিরা থাকবেন। তাছাড়া প্যাডক ঘিরে হাজার হাজার মানুষ ঘোড়া দেখে নেয়। তখন জকিরা ঘোড়ার পিঠে ট্রেনারের নির্দেশ জেনে দর্শকদের সামনে এক আধ পাক ঘুরে মাঠে চলে যায় রেস করতে। সেসময় সামান্য কথা বলা প্রচন্ড অপরাধ। জামাইবাবুকে কিছু বললে সবাই শুনতে পাবে এবং এই অপরাধে ওর লাইসেন্স বাতিল হয়ে যাবে। জামাইবাবু সেটা বুঝতে পারলেন। বললেন, 'আমি নেমবোর্ডটার দিকে থাকবো। যদি দেখিস ডিকসন বলছে তোকে ট্রাই করতে তাহলে আমার সামনে দিয়ে ঘোরার সময় ঘোড়াটার পিঠে একবার নড়ে চড়ে বসবি। মুখে কিছু বলতে হবে না। আমি ওই দেখে বুঝে নিয়ে টাকা লাগিয়ে দেব। তুই জানিস তোর ঘোড়ার আজ কত দর আছে?

ঘাড় নেড়েছিল বীরেন্দ্র, না।

'পঞ্চাশের দর। দশটাকা খেললে পাঁচশো দশ টাকা পাওয়া যাবে। মনে থাকে যেন, শুধু আমার সামনে এসে নড়ে চড়ে বসবি।'

ঘাড় নেড়ে কোনরকমে সরে এসেছিল সে। এত দর তার ঘোড়ার। অর্থাৎ কেউ তাকে আমল দিচ্ছে না। যে কোনোদিন রেস করেনি সে জিতবে কি? এণ্টনীর সঙ্গে গাড়িতে মাঠে যেতে যেতে ঘামছিল বীরেন্দ্র। এণ্টনী তার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'নার্ভাস হচ্ছো কেন? এই দিনটার জন্যেই তো এতদিন অপেক্ষা করছিলে। কোনদিকে না তাকিয়ে নিজের বিদ্যেমত চালাবে। প্যাডকে ট্রেনার যা বলবে সেই মতো চলবে। মনে রাখবে, ট্রেনারের কথা কখনো অমান্য করবে না। হয়তো অনেক এক্সপেরিয়েন্সড জকি তোমার রেসে দৌড়োচ্ছে। তাতে কি হয়েছে। তাদের রাইডিং-এর দিকে লক্ষ রেখো, অনেক কিছু শিখতে পারবে যা ট্রেনিং-এর সময় শেখা যায় না।'

চুপ করে বসেছিল বীরেন্দ্র। মনে মনে বলেছিল, আই মাস্ট ট্রাই। কিন্তু একটা কথা ভেবে অবাক হল। এণ্টনী একবারও বলল না, ওই একই রেসে সে বীরেন্দ্রের সঙ্গে অন্য ঘোড়া চালাবে। এ নিয়ে কোন ভ্রুক্ষেপই নেই তার।

সেদিনের প্রথম রেসই ছিল বি-ক্লাসের। অন্য জকিদের সঙ্গে সে জার্সি গায়ে দিয়ে যখন প্যাডকে এল তখন পা কাঁপছে। ডিকসন এগিয়ে এসে ওর হাত ধরল, 'কনগ্র্যাচুলেশন।'

হাসবার চেষ্টা করেও পারল না বীরেন্দ্র। সহিসরা তখন ঘোড়াগুলোকে নিয়ে আসছে প্যাডকে। এণ্টনী তার ট্রেনারের সঙ্গে কথা বলছে, তাকে ঘিরে সেই ঘোড়ার দুই মালিক। বীরেন্দ্র চুপচাপ দেখল সে যে ঘোড়ায় চাপবে তার মালিক আজ প্যাডকে আসেন নি। অর্থাৎ তিনিও জানেন যে বীরেন্দ্র জেতাতে পারবে না। একটু বাদেই জকিরা একে একে ঘোড়ায় উঠতে লাগল। সাত নম্বর ঘোড়াটাকে কাছে নিয়ে আসা হলে ডিকসন বলল, 'এসো, জীবনের প্রথম রাইডিং শুভ হোক।' বলে তাকে প্রায় কোলে করেই ঘোড়াটার পিঠে চাপিয়ে দিল। লাগাম ধরে ছয় নম্বরের পেছন পেছন যেতে যেতে বীরেন্দ্রর সব গুলিয়ে গেল। ডিকসন কি ওকে ট্রাই করতে বলল? শুভ হোক মানে কি? উত্তেজনায় মনে হচ্ছিল কলজে ছিঁড়ে যাবে। প্যাডকে পাক দেবার সময় দর্শকরা ওকে দেখে চিৎকার করে উঠল, 'পড়ে যাস না দেখিস, এই খোকা লাস্ট করে ওজন কমা ঘোড়াটার।' মন্তব্যগুলো যেন আর কানে ঢুকছিল না। জামাইবাবুর কথাও সে ভুলে গেল। মাথা নীচু করে ঘোড়ার পিঠে বসে সে অন্যদের সঙ্গে প্যাডক ছেড়ে স্টার্টিং পয়েন্টের দিকে যাওয়া শুরু করল। ঘোড়াটা শান্ত। আপন মনে ছয় নম্বরের পেছন পেছন চলেছে। বীরেন্দ্র ডান দিকে তাকিয়ে আবার ঘামতে শুরু করল। তিনটে

গ্যালারিতে হাজার হাজার দর্শক বসে আছে। এদের সামনে দিয়ে তাকে ঘোড়া ছোটাতে হবে। প্রথম দৌড় বলে তাকে চাবুক দেওয়া হয় নি। পাঁচ-পাঁচটা রেস জেতার পর একজন এ্যাপ্রেন্টিস জকি চাবুক ব্যবহার করার সুযোগ পায়। চাবুক না থাকলে প্রয়োজনের সময় ঘোড়ার গতিবেগ বাড়ানো যায় না।

বীরেন্দ্র যখন চৌদ্দশ' মিটার রেসের স্টার্টিং পয়েন্টে পৌঁছলো তখন আকাশভরা রোদ্দুর। ফুরফুরে হিমেল হাওয়া বইছে। সামনেই একটা লম্বা খাঁচায় খোপ করা আছে। প্রতিটি ঘোড়া স্টার্টারের নির্দেশে ওখানে ঢুকবে এবং সংকেত পেলেই দৌড় শুরু করতে হবে। প্রতি দুশো মিটার অন্তর অন্তর পাহারাদার আছেন, টি ভি ক্যামেরা চলছে, কেউ কোন অন্যায় সুযোগ নিচ্ছে কিনা দেখার জন্যে, কেউ ঘোড়াকে টেনে রাখছে কিনা বোঝার জন্যে।

সময় হতেই বীরেন্দ্র ঘোড়াটাকে খাঁচায় ঢোকাল। পাঁচ কেজি বাড়তি ওজন কমে যাওয়ায় এখন ঘোড়ার পিঠে শুধু বীরেন্দ্রর ওজন রয়েছে। অন্য ঘোড়াগুলো সে তুলনায় অনেক বেশী ভার নিয়ে দৌড়াচ্ছে। সব ঘোড়া খাঁচায় ঢুকে গেলে স্টার্টার নির্দেশ দিল দৌড় শুরু করার। দুই হাঁটু দিয়ে আঘাত করতেই বীরেন্দ্রর ঘোড়া তীরের মতো বেরিয়ে এল দল ছাড়িয়ে। লাগাম হাতে ধরা, বীরেন্দ্র সামান্য ঝুঁকে বসে কিছুক্ষণ বাদেই বুঝতে পারল ওর সামনে কেউ নেই। সে আরো জোরে ছোটাবার জন্যে যাবতীয় কৌশল ব্যবহার করতে লাগল। ঘোড়াটা এগুচ্ছে ফুরফুরে পায়ে। হাজার মিটার, আটশো মিটার, ছয়শো মার্কগুলো পেরিয়ে যেতেই দূরে হৈ হৈ আওয়াজ উঠল। গ্যালারির লোকগুলো বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠেছে। বীরেন্দ্র ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল পেছনের ঘোড়াগুলো অনেক দূরে, অন্তত কুড়ি লেংথের ব্যবধান। সামনেই বাঁক। বীরেন্দ্র হঠাৎ লক্ষ করল ঘোড়াটা রেলিং থেকে সরে যাচ্ছে ওপাশে। যত সরে যাবে তত দূরত্ব বেড়ে যাবে। এই অবস্থায় হঠাৎ লাগাম টেনে ধরলে ও দাঁড়িয়ে পড়তে পারে। কি করা যায় কিছুতেই মাথায় ঢুকল না বীরেন্দ্রর। ঘোড়াটা অন্তত কুড়ি-বাইশ হাত এপাশে চলে এল সহসা। বীরেন্দ্র তাকে কিছুতেই সোজা করতে পারল না। তবু এখনও অন্য ঘোড়াগুলো তাকে ধরতে পারে নি। তাদের পায়ের আওয়াজ এবং জকিদের মুখের শব্দ কানে আসছে। প্রাণপণে ছোটাতে চেষ্টা করল বীরেন্দ্র কিন্তু হায়, ঘোড়াটা ততক্ষণে বেদম হয়ে গেছে। আর একটুও শক্তি নেই ওর। উইনিং পোস্ট এখনও দুশো মিটার দূরে। ঘোড়াটার গতি হ্রাস হচ্ছে ততো বীরেন্দ্রর নিঃশ্বাস প্রবল হচ্ছে। একটু বাদেই অন্য ঘোড়াগুলো তাকে টপকে বেরিয়ে যেতে শুরু করল। তুমুল উল্লাসের মধ্যে এন্টনী রেসটা জিতছিল। তাকে ধরতে অন্য ঘোড়াগুলো যখন তেড়ে আসছিল তখন এন্টনী নিজেরটাকে জোরে ছোটায় নি। পাল্লা দিতে গিয়ে অন্য ঘোড়ার

দমও ফুরিয়ে এসেছিল। বীরেন্দ্রকে টপকে তারা যখন হাঁপাচ্ছে তখন সঞ্চিত শক্তির পূর্ণ সদব্যবহার করে এন্টনী সবার পেছন থেকে রেস জিতে গেল। নির্ধারিত দূরত্ব অতিক্রম করে ঘোড়ার বেগ কমাতে আরো খানিকটা গিয়ে ফিরে আসে জকিরা। দূর থেকে বীরেন্দ্র দেখল এন্টনীর ঘোড়ার লাগাম ধরেছে তার মালিক এবং ট্রেনার। ছবি তোলা হচ্ছে। ঘোড়া নিয়ে ফিরে এল সে। সহিস দাঁড়িয়েছিল। তার হাতে লাগাম বাড়িয়ে দিতেই ডিকসন এগিয়ে এল। বুক দুরু দুরু করছিল বীরেন্দ্রর। ডিকসন সাহেব হাসলো, 'গুড। প্রথম রেসে যে লাস্ট হওনি এই জন্যে তোমাকে অভিনন্দন। না, ভালই চালিয়েছ কিন্তু ঘোড়াটা অত ওয়াইড হয়ে গেল বাঁক ঘোরার সময় যদি কন্ট্রোলে রাখতে এতক্ষণে মাঠ অন্ধকার হয়ে যেত। একসময় আমিই ভেবে বসছিলাম তুমি উইনার হয়ে যাচ্ছ।'

মাটিতে দাঁড়াবার পর বীরেন্দ্রর মনে হল তার দুই হাঁটু কাঁপছে। ইস, জিতেও জিততে পারল না সে? ডিকসনের গলা হঠাৎ পাল্টে গেল এবার, 'কিন্তু তোমার বোকামিতে আমার ক্ষতি হল।'

বীরেন্দ্র চমকে উঠল কথাটা শুনে, 'কেন স্যার?'

'শর্ট ডিস্টেন্সে ঘোড়াটা আর দর পাবে না। তুমি ওর সব মেরিট আজ দর্শকদের বুঝিয়ে দিয়েছ। যদি কখনো মনে করো তুমি জিততে পারবে না তাহলে কখনো কোন ঘোড়াকে পুরোপুরি ব্যবহার করো না। মালিকরা অনেক টাকা ব্যয় করে ঘোড়া কেনে, তাকে পোষে, রেসের সময় যদি তারা দর না পায় তাহলে কি লাভ তাদের। এটা আনঅফিসিয়াল কথা, কিন্তু ভুলো না।'

ডিকসন সাহেব চলে গেল পরের রেসের তদারক করতে। ড্রেসিং রুমে গিয়ে পোশাক বদলাবার সময় অন্য জকিরা তাকে কনগ্রাচুলেশন জানাল। জীবনের প্রথম রেস নাকি সে খুব ভাল চালিয়েছে। একজন বলল, 'এন্টনীর সঙ্গে তোমার যে এই পরিকল্পনা করা ছিল, তা আমরা বুঝতে পারি নি।'

হতবাক বীরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করেছিল, 'মানে?'

'মানে তো সহজ। তুমি আগে স্পেস করে আমাদের কাহিল করবে আর সেই সুযোগে এন্টনী রেস জিতবে। চমৎকার।'

সেদিন আর কিছু করার ছিল না। শেষ রেসের পর এন্টনীর সঙ্গে দেখা হল। সেই প্রথম বাজীর পর আর অবশ্য এন্টনী রেস জেতে নি। দেখা হতেই জড়িয়ে ধরল, 'গুড! শুধু অভিজ্ঞতার অভাবেই তুমি হেরে গেলে। যদি জানতে ওই সময় কি করে ঘোড়াটাকে কন্ট্রোলে রাখতে হয় তাহলে জীবনে প্রথম রেসেই তুমি উইনার হতে। অবশ্য তোমার ওই ভাবে চালানোর জন্যেই আমি বাজীটা পেলাম। ধন্যবাদ।'

সেদিন রাত্রে জামাইবাবু পর্যন্ত প্রশংসা করেছিলেন। সে কোন ইঙ্গিত না দেওয়ায় জামাইবাবু টাকা লাগায় নি। কিন্তু আগে আগে ওভাবে ছুটতে ছুটতে দেখে ওই মুহূর্তে তার বীরেন্দ্রের ওপর খুব রাগ হয়েছিল! পরে হেরে যাওয়ার পর শান্তি হয়েছিল। না, শালা তাকে ঠকায়নি। জামাইবাবুর বন্ধুবান্ধবরা সবাই জেনে গেছে বীরেন্দ্র ওর শালা। তারা অবশ্য কিছুতেই বিশ্বাস করছে না যে এন্টনীর জেতার জন্যে ওইভাবে ছোটার প্ল্যান বীরেন্দ্রর অজানা ছিল। বীরেন্দ্রর মনে হলো ওটা জামাইবাবুরও ধারণা, সে চেষ্টা করেও ওটা দূর করতে পারবে না।'

শনিবার রেস। বুধবার এন্ট্রি বের হয়, বৃহস্পতিবারে এ্যাকসেপটেন্স, শুক্রবারে ফাইন্যাল বই। বৃহস্পতিবার রাত্রেই যে সব ঘোড়া শনিবারে ছুটবে তার ট্রেনার মালিক জকিদের পছন্দ করে। মাঝারী থেকে অখ্যাত জকিরা ওই দিনটিতে উন্মুখ হয়ে থাকে তারা রাইড পাচ্ছে কিনা জানবার জন্যে। প্রতিটি রেসে ঘোড়া চালানোর জন্যে একটা ফি দেওয়া হয়। খুবই সামান্য টাকা। কিন্তু অনেকগুলো রেস করলে তা যোগ হয়ে বড় অঙ্কে পরিণত হয়। তাছাড়া রেস জিতলে প্রাইজমানির একটা অংশ কিংবা টিপস পাওয়া যায়। খুব সফল জকি এ ছাড়াও লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করতে পারে নানান পথে। কিন্তু বীরেন্দ্রর মতো জকিরা বৃহস্পতিবার উন্মুক্ত হয়ে থাকে একটা রাইড পাওয়ার জন্যে। প্রথম সিজনে মোট চারবার রেস করেছে বীরেন্দ্র। কখনোই প্রথম চারজনের মধ্যে আসতে পারে নি। কখনোই কোন ট্রেনার তাকে জেতার জন্য নির্দেশ দেয় নি। তাছাড়া সেইসব ঘোড়াগুলোও জেতার মতো ছিল না। এর ফলে রোজগার প্রায় বন্ধ। সামান্য যা পাওয়া যেত তা দিদির হাতে দিয়ে দিত বীরেন্দ্র। বড় জকিরা কি মেজাজে থাকে, মেয়ে মানুষ নিয়ে ফুর্তি করে, মালিকরা তোয়াজ করে—এই সব দূর থেকে দেখতে হতো ওকে। পরের বছর ডিকসন সাহেব হঠাৎ একদিন ওকে ডেকে পাঠালেন। ক্লাস থ্রি ঘোড়ার একটা এগারশ' মিটার রেস হবে। বড় জকি চাপালে ঘোড়াটার দর থাকবে একটাকায় আশী পয়সা। ওতে মালিকের খরচ উঠবে না। ডিকসনের বিশ্বাস ঘোড়াটা জিততে পারে। তিনি বীরেন্দ্রকে সুযোগ দিচ্ছেন। বীরেন্দ্র চাপলে দর বাড়বে কারণ জকি হিসেবে সে এখন দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি এবং কখনোই জেতে নি। বীরেন্দ্র ঘোড়ায় চাপলে ঘোড়াটার বাড়তি পাঁচ কেজি ওজন কমে যাবে। ওকে যা করতে হবে তা হল প্রথম থেকেই এভারেস্টকে আগে রেখে ছুটিয়ে আনা যাতে কেউ নাগাল না পায়। আর এই তথ্যটি যেন পৃথিবীর কেউ টের না পায়। সে যে একটা রেস জিততে যাচ্ছে তা যেন কাউকে না জানায়। কারণ জানাজানি হয়ে গেলে বুকিরা দর কমিয়ে দেবে।

উত্তেজনায় সেদিন ছটফট করেছিল বীরেন্দ্র। প্যাডকে নয়, আগে ভাগে একথা

তাকে জানিয়ে দিয়েছে ডিকসন সাহেব। এখন আর কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করে না সে রেস জিতবে কিনা! এমনকি জামাইবাবুও না। সবাই ধরে নিয়েছে সে কখনো উইনিং পোস্টের মুখ দেখবে না।

জীবনের প্রথম রেস জিতল সে এভারেস্ট ঘোড়ার পিঠে চেপে। হু হু করে ছুটে চলল ঘোড়াটা। বাঁক ঘোরার সময় একটুও ওয়াইড হল না। অন্য ঘোড়াদের থেকে সাত লেংথ আগে সে উইনিং পোস্ট পেরিয়ে গেল। দর বাড়তে বাড়তে সাড়ে চারের দর হয়েছিল ঘোড়াটার। শেষ মুহূর্তে এসে ঘোড়ার মালিক দশ হাজার টাকা লাগিয়ে ওটাকে কমিয়ে দিয়েছিলেন। আঃ, জিততে কি আরাম লাগে। দর্শকদের অবস্থা তখন ছুঁচো গেলার মতো। কেউ কেউ বলল জকি নয়, ঘোড়াটাই রেস জিতিয়েছে। যারা তার যোগ্যতাকে সন্দেহ করে অন্য ঘোড়া খেলেছিল তারা দ্বিতীয়বার ভাবতে বসল। ডিকসন সাহেব মালিককে নিয়ে তার এবং এভারেস্টের ছবি তুললেন। সেদিন পাঁচশো টাকা টিপ্‌স পেয়েছিল বীরেন্দ্র। আনন্দে উথাল-পাথাল হয়ে বাড়ি ফিরে টাকাটা দিদির হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে খাওয়া-দাওয়া করছে এমন সময় জামাইবাবু প্রবেশ। কি অকথ্য গালাগালি শুনতে হয়েছিল সেদিন। কেন তাকে চেপে গেছে বীরেন্দ্র খবরটা? কেন তাকে আগে বলে দেয় নি যে এভারেস্ট জিতছে। তার নিজের টাকায় অন্য ঘোড়া খেলে তো নষ্ট হলই, উপরন্তু বন্ধুদের কাছে বেইজ্জত হতে হল তাকে। জামাইবাবুর শেষবার শাসালো, আর যেন এরকম প্রতারণা সে না করে। মুখ বুঁজে কথাগুলো শুনতে হয়েছিল সেদিন। সে কি করে বোঝাবে ডিকসন সাহেবের নির্দেশ অমান্য করা যায় না। কারণ ডিকসন ছাড়া অন্য কোন ট্রেনার তাকে এই সুযোগ দেয় নি। আশ্চর্য, সেই রাত্রে দিদি কিন্তু জামাইবাবুর কথার একটুও প্রতিবাদ করে নি।

দশটা জিতলে তবে পাঁচ কেজির বদলে সাড়ে তিন কেজি অ্যালাউন্স হবে। জকিদের মধ্যে একটা ঠাট্টা চালু ছিল এই রকম, পাঁচ কেজি মানে টাকার গাছ, ঘর সাজানোর কাজ ছাড়া অন্য কোন প্রয়োজনে লাগে না। সিনিয়ররা তো বটেই দর্শকরাও তাদের পাত্তা দেয় না। কলকাতায় পাঁচ থেকে আড়াই কেজিতে নামতে বীরেন্দ্রর তিন বছর কেটে গেল। তিনটে বছরে দশটা রেস সে জিতেছে। এর মধ্যে ডিকসন সাহেব হংকং চলে গেছেন। অন্য ট্রেনাররা প্রয়োজনে তাকে ডাকে কিন্তু সংখ্যা খুবই কম। কানাঘুষা শুরু হয়ে গেছে বীরেন্দ্র বাঙালী। কে একজন একদিন হাঁক ছেড়েছিল, 'আরে বাঙালী, তুই যে জকি না হয়ে মুদি হয়ে যা মানাবে ভাল'। উচ্চারণ শুনে সে বুঝেছিল কথকও বাঙালী। ডিকসন সাহেব বলেছিলেন, বাঙালী ইমেজ জকির পক্ষে ক্ষতিকর। রেসকোর্সে এলে সে পারতপক্ষে বাংলা বলে না। রিপন লেনে থাকার কল্যাণে হিন্দি এবং ইংরেজিটা তার যে-কোন

অবাঙালীর মতো স্বচ্ছন্দে আসে। তবু গুজব ছড়াচ্ছিল যে সে বাঙালী এবং বাঙালীরা ভেতো হয়। ব্যাপারটা অসহায়ের মতো সহ্য করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। এই কলকাতায় এখন ঘোড়ার ট্রেনার প্রায় পনের জন। তাদের মর্জি হলে সে রাইড করার সুযোগ পেয়েছে, না হলে পায় নি। আর কখন রেসে জিতবে তা সে নিজেও জানতো না। ধরা যাক, হঠাৎ খবর পেল সে সামনের শনিবার মিঃ কানিৎকারের দুটো রেসে চড়ার সুযোগ পাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে পরম আনন্দে ছুটে গেল সে কানিৎকারের কাছে। ভদ্রলোক খুব সিরিয়াস গলায় বললেন, 'তোমাকে নিয়ে আমি রেস জেতাতে চাই। আমি তোমাকে লাইমলাইটে আনব। তুমি শুধু আমার নির্দেশ শুনে যাবে।' যে-কোন জকি অ্যাপ্রেন্টিস অবস্থায় এইরকম ব্যাকিং না পেলে উন্নতি করতে পারে না। ফলে বীরেন্দ্র পুলকিত হল।

কানিৎকারের দুটো ঘোড়া দৌড়োচ্ছে দুটো রেসে। একটার নাম নাইস অন্যটার নাম বিউটি। নাইস বি-ক্লাসের ঘোড়া আর বিউটি ক্লাস ওয়ানের। আজ অবধি সে কখনো ক্লাস ওয়ান ঘোড়া চাপে নি। ফলে ভেতরে ভেতরে খুব পুলক অনুভব করছিল। সহিসদের মুখে মর্নিং স্পার্ট দিতে গিয়ে সে শুনেছে কানিৎকার সাহেব মনে করেন নাইসের কোন চান্স নেই জেতার! আর বিউটি যে জিতবেই তা সবাই জানে। স্বয়ং কানিৎকারকে জিজ্ঞাসা করার সাহস তার নেই। সে জকি, ঘোড়া চালাবে কিন্তু ফলাফল হবে অন্যের নির্দেশে। অদ্ভুত নিয়ম। কারণ ঘোড়াটার ক্ষমতা হিসেব করা আছে ট্রেনারের, জকির নয়।

ফলে টালা থেকে টালিগঞ্জ জেনে গেল জামাইবাবুর কল্যাণে বিউটি জিতছে। এমনটি বীরেন্দ্র চালাচ্ছে জানা সত্ত্বেও রেস বইয়ে ওকেই দিনের সেরা ঘোড়া বলে চিহ্নিত করা হল। জামাইবাবু সেদিন বোধহয় ধার-ধোর করে পাঁচ হাজার টাকা লাগিয়েছিলেন। বিউটি ঘোড়ার ওপর ইভন্ মানিতে।

রেসের দিন এন্টনীর সঙ্গে এক গাড়িতে কোর্সে এসেছিল সে। সে এন্টনী খুব একটা ভাল ফল করতে পারে নি। চ্যাম্পিয়নশিপের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যে তিনজন লড়ছে তারা ওর থেকে অনেক এগিয়ে। এন্টনী বলেছিল, 'বীরেন, আমরা জকিরা সাধারণ মানুষের মতো। মানুষ তাদের জীবনটাকে নিজেদের মতো গড়তে চায় কিন্তু অদৃশ্য থেকে আর একজন সেই জীবন নিয়ন্ত্রণ করেন। হাজার চেষ্টা করেও মানুষ তাঁকে অস্বীকার কিংবা অমান্য করতে পারে না। বুঝলে?'

কথাটা সেদিন হাড়ে হাড়ে বুঝেছিল বীরেন্দ্র। প্রথম রেসটাই ছিল বি-ক্লাসের। প্যাডকে জার্সি পরে আসতেই কানিৎকার হেসে বলল, 'ওয়েল বীরেন্দ্র, রেস শুরু হওয়া মাত্র তুমি ঘোড়াটাকে তিন নম্বরে নিয়ে আসবে। বাঁক ঘোরার পরই হাঁটু দিয়ে নাইসের পেটে দ্রুত আঘাত করবে। এবং কখনই চাবুক ব্যবহার করবে

না। শুধু দু মুঠোয় লাগাম ধরে নাইসের কাঁধে প্রেসার দেবে। আমি তোমাকে উইনার দেখতে চাই। রিমেম্বার, কখনো নাইসকে চাবুক মেরো না।'

হতবাক হয়ে গেল বীরেন্দ্র। নাইসকে জেতাতে হবে? পরপর তিনটে রেস দৌড়ে তিনটেতেই থার্ড হয়ে আছে নাইস। রোজই লিড নিয়েছে এবং অন্য ঘোড়াগুলো তাকে তাড়া করলে জকি আরো দ্রুততর করার জন্যে ওকে চাবুক মেরেছে। কিন্তু দেখা গেছে সে আর গতি বাড়াতে পারে নি। ওই তিনটে রেসেই নাইসের দর খুব কম ছিল। কানিৎকার এই কারণেই কি জকিদের চাবুক সম্পর্কে সাবধান করে নি। বীরেন্দ্র দেখল আজ নাইসের দর সাত। আশ্চর্য, কানিৎকার যেমন বলেছিল ঠিক তেমনটি করায় নাইস পক্ষীরাজের মতো উড়ে রেস জিতে গেল। আনন্দিত বীরেন্দ্র তখন জামাইবাবুর মুখ ভাবছিল জেতা ঘোড়ার পিঠে বসে। জামাইবাবু ভাববে সে এই খরবটা তার কাছে চেপে গেছে। হায়।

কিন্তু ডিভিডেন্ড ঘোষণা করার আগেই সাইরেন বেজে উঠল। রেসের পর সাইরেন বাজে তিনটি কারণে। কোন জকি যদি অভিযোগ করে উইনার ঘোড়ার জকি অসৎ উপায় অবলম্বন করেছে কিংবা রেসের বিচারকরা যাদের স্টুয়ার্ড বলা হয়, সন্দেহ করেন রেসটিতে গোলমাল আছে অথবা কোন ঘোড়া যদি শেষ মুহূর্তে দৌড়তে অক্ষম হয়। এক্ষেত্রে স্টুয়ার্ডরাই মনে করছেন নাইসের দৌড়ের মধ্যে কারচুপি আছে। গত তিনটি দৌড়ে এর চেয়ে কম দূরত্বে এগিয়ে থেকেও নাইস যাদের কাছে হেরে গিয়েছিল আজ অনেক বেশী দূরত্বে দৌড়ে সে কি করে সহজে জিতে গেল? জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য বীরেন্দ্র এবং কানিৎকারকে স্টুয়ার্ডদের সামনে তখনই হাজির হতে হল। সাইরেন শুনে সমস্ত মাঠ অধীর হয়ে যায় শোনার জন্যে অপেক্ষা করেছে। বেশীর ভাগ লোক ফেবারিট ঘোড়া খেলেছে ওই রেসে, নাইস সম্পর্কে কেউ আশা করে নি।

স্টুয়ার্ডরা প্রথমে বীরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করল তাকে কি নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সে কানিৎকারের নির্দেশটি জানাল। কানিৎকারও বলল, ঘোড়াটাকে চাবুক মারলে গতি বাড়ে না বলে সে কাঁধে আঘাত করতে বলেছিল। ফলে আজ উল্টো ফল হয়েছে। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে স্টুয়ার্ডরা রায় দিলেন রেসের ফলাফল অপরিবর্তিত থাকবে। ট্রেনার এবং জকির কথা নথীভুক্ত করা হল।

বাইয়ে বেরিয়ে এসে কানিৎকার ওর পিঠ চাপড়ে বলেছিল, 'সাবাস, তুমি যে আমার ডিরেকশন মনে রেখে বলতে পেরেছ তাই ধন্যবাদ।'

রায় শুনে মাঠে একটু চিৎকার চেঁচামেচি হলেও একসময় থেমে গেল। তবে একটা কথা এখনও ওর কানে লেগে আছে। কেউ গলা ফাটিয়ে বলেছিল, 'শালা চোর।'

শেষের আগের বাজী ছিল ক্লাস ওয়ান ঘোড়ার দৌড় অত্যন্ত দামী ঘোড়া সব। প্রত্যেকেই বিশেষ গুণের। প্যাডকে নেমে বীরেন্দ্র দেখছিল কানিৎকার সাহেব হাসিমুখে বিউটির মালিকের সঙ্গে আলাপ করছেন। ভদ্রমহিলা চল্লিশ উত্তীর্ণা কিন্তু খুকী সেজে এসেছেন। একটু স্থূল ফর্সা শরীর বেঁটের দিকে। সবাই ওঁর পিঠের দিকে তাকিয়ে আছে কারণ সেটি সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। বীরেন্দ্র পাশে এসে দাঁড়াতে দাঁড়াতে শুনলো ভদ্রমহিলা কথা শেষ করছেন, 'তাহলে আমি দু নম্বরকে ব্যাক করব ?'

মাথা নেড়ে দ্রুত সম্মতি দিয়ে কানিৎকার বীরেন্দ্রকে নিয়ে পড়লেন, 'লুক বীরেন্দ্র, তোমার ঘোড়া আজ ফেবারিট। প্রাইস হল হাফ মানি। এভরিবডি নোস দ্যাট বিউটি মাস্ট উইন দ্য রেস। ও কে।'

তারপর মালিকানের সঙ্গে নীচু গলায় কথা বলে উদাস চোখে অন্য ঘোড়াগুলোকে দেখতে লাগলেন। সামনের টোটালাইজার বোর্ডে ঘোড়ার দর উঠছে। বিউটির কাঁটা সবাইকে ছাপিয়ে গেছে। বীরেন্দ্র দু নম্বরটাকে দেখল। এখন চারের দর। বিউটির মালিকান কেন দু'নম্বরকে ব্যাক করতে বলল ? নিজের ঘোড়া যখন জিতছে তখন অন্যের ঘোড়ায় কেউ টাকা লাগায় ? বীরেন্দ্রর সব গুলিয়ে যাচ্ছিল। সামনে সহিসরা ঘোড়াগুলোকে পাক খাওয়াচ্ছে। খুব ছটফট করছে বিউটি। বড় সুন্দর ঘোড়াটা। পরপর অনেকগুলো বাজী জিতে দর্শকদের ফেবারিট হয়ে গেছে ও। হঠাৎ কানিৎকারের গলা কানে এল, 'হাউ আই উইল টেল ইউ সামথিং। মনে রাখবে এটা অফ দ্য রেকর্ড কথাবার্তা। আমরা চাইছি না এই রেসে বিউটি জিতুক।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল বীরেন্দ্র। কি বলছে কানিৎকার ? বিউটির মতো ঘোড়াকে সে হারাবে কি করে ? একজন জকির কর্তব্য রেস জেতা। সে অবাক হয়ে তাকাল। কানিৎকার হাসল, 'ভাল ড্রাইভার যে সে শুধু সামনেই চালাতে জানে না পেছনেও ব্যাক করাতে পারে। একজন ভাল জকি শুধু রেস জিততেই জানবে না তাকে জানতে হবে কি করে কারো সন্দেহ উৎপাদন না করে জেতা ঘোড়াটাকে হারানো যায়। এই কাজটি তোমায় করতে হবে। রাইডিং ফি ছাড়া তুমি দু'হাজার টাকা পাবে এই কাজটির জন্যে। তোমাকে যা করতে হবে তা হল স্টার্টারের নির্দেশ পাওয়া মাত্র তুমি ঘোড়াটাকে পুস করার বদলে সামনে ঝুঁকে পড়ে ওর লাগামটা ধরে টানবে। এটা এত দ্রুত করতে হবে যে কেউ যেন টের না পায়। ওটা করলেই ঘোড়াটা স্টার্ট নিতে দশ লেংথ লেফট্ হয়ে যাবে। ইটস্ এ ফাস্ট রেস। বিউটি দশ লেংথ লেফট্ হয়ে গেলে ও আর রেস জিততে পারবে না তুমি হাজার চেষ্টা করলেও। সেই সময় তুমি কিন্তু এমন চেষ্টা করবে যাতে সবাই বুঝতে পারে তুমি অনেষ্ট। বুঝলেও এই কথাগুলো অফ দ্য রেকর্ড। রাত্রে টাকাটা

আমার বাড়ি থেকে নিয়ে যেও।'

এই সময় টার্ফ ক্লাবের একজন অফিসার এসে দাঁড়াতেই কানিৎকার গলা তুললেন, 'যা বললাম তা মনে রেখ। স্টার্টিং সিগন্যাল পাওয়া মাত্র বিউটিকে সেকেন্ড পজিশনে নিয়ে যাবে। বাঁক ঘোরামাত্র-চার্জ করতেই বিউটি রেস জিতে যাবে। ও কে!'

হ্যাঁ কি না বলবে বুঝতে পারল না বীরেন্দ্র।

অফিসার বললেন, 'গুড ইনস্ট্রাকশন! এই রেস আপনার।'

কানিৎকার হাসল। তারপর পরম যত্নে তাকে বিউটির পিঠে চাপিয়ে দিয়ে বলল, 'মনে রেখ।'

প্যাডকে যখন পাক খাচ্ছে বিউটির পিঠে চেপে তখন সবাই তাকে সোৎসাহে অভিনন্দন জানাল অগ্রিম। মাথা তুলতে পারছিল না বীরেন্দ্র। হঠাৎ জামাইবাবুর মুখ মনে পড়ল তার। জামাইবাবু আজ কি করবেন? এই ভীড়ে কোথাও আছে নিশ্চয়ই। বুক ছিঁড়ে যাচ্ছিল। আজ তাকে হারাতে হবে জেতা ঘোড়ায় বসে। ঘামাত ঘামাত সে অন্য জকিদের সঙ্গে বিউটিকে নিয়ে রওনা হল স্টার্টিং পয়েন্টের দিকে। বাঁ দিকের টোটালাইজার বোর্ডে দেখা যাচ্ছে বিউটির কোন প্রফ দর নেই। আর বিউটি এত ফেবারিট বলেই দু নম্বর ঘোড়ার দর বেশ বেশী। বীরেন্দ্র নিজেকে বোঝাচ্ছিল তাকে এখন অভিনয় করতে হবে। যদি না করতে পারে তাহলে কানিৎকার তাকে ছাড়বে না। একজন ট্রেনার ইচ্ছে করলে একজন জকিকে চিরকালের জন্যে ডুবিয়ে দিতে পারে। আচ্ছা, এমনও হতে পারে সে স্বাভাবিক ভাবেই বিউটিকে চালিয়ে চেষ্টা করল জিততে, কিন্তু অন্য ঘোড়াগুলোর কেউ তাকে হারিয়ে দিল। তাহলে তো আর কোন দায় থাকে না। দু নম্বর ঘোড়ার জকি তার ঘোড়াটাকে দৌড় করিয়ে পাশে নিয়ে এল। তারপর আফসোসের গলায় বলল, 'এই ব্যাচের সবাইকে আমি হারাতে পারি শুধু তোমারটিকে ছাড়া।'

তাকাল বীরেন্দ্র, জবাব দিল না কিছু।

স্টার্টার নির্দেশ দেওয়ামাত্র সমস্ত ঘোড়া তীব্র বেগে খাঁচা থেকে বের হল এবং বের হওয়া মাত্র বীরেন্দ্রর মনে হল সে লাগামটাকে যথাযথ টানতে পারে নি। ফলে বিউটি স্বাভাবিক ভঙ্গীতে এগিয়ে যাচ্ছে অন্য ঘোড়াগুলোকে টপকে। দুশো মিটার রেস হয়ে গেছে এরই মধ্যে সামনে দু'নম্বর ছাড়া কোন ঘোড়া নেই। বীরেন্দ্রর খুব ভয় করছিল যদি বিউটি দু'নম্বরকে টপকে যায়? এই ভঙ্গীতে চললে সেটা করতে বেশী বেগ পেতে হবে না। টিভিতে তাদের ছবি উঠছে, দূরবীনের চোখ এখন স্থির, বীরেন্দ্রকে রেস করার স্বাভাবিক ভঙ্গী বজায় রাখতে হচ্ছে। বিউটি জিতে গেলে কানিৎকার তাকে শেষ করে ফেলবে। সে দেখল সামনেই বাঁক এবং বিউটি দু'-নম্বরকে প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছে। সে ধীরে ধীরে বাঁ দিকের

লাগাম টানতে লাগল। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল বিউটি এতে খুব বিরক্ত হচ্ছে। ওর মনে রেস জেতার উন্মাদনা এসে গিয়েছে বোধহয়। তাই বীরেন্দ্র যখন ওকে প্রায় টেনে ওয়াইড করে অন্য রেলিংএ নিয়ে এল তখন দু'নম্বর ঘোড়া অনেক এগিয়ে গেছে। এইদিকের রেলিংএ এসেও বিউটি দৌড় ছাড়ছিল না। বীরেন্দ্র দেখল এখন আর জেতার কোন সম্ভাবনা নেই। সে এবার বিউটিকে সোৎসাহে চাবুক মারতে লাগল দ্রুততর হবার জন্যে। কিন্তু দু'নম্বরকে আর ধরা গেল না।

দর্শকদের ধিক্কার আর গালাগালি ততক্ষণে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। কানিৎকার একটা এ্যাপ্রেণ্টিস জকিকে বিউটির ওপর চাপালো যে রাইডিং জানে না। গতি কমিয়ে অন্য ঘোড়াদের সঙ্গে যখন বীরেন্দ্র মাঠ ছেড়ে ফিরে আসছে তখন দু'নম্বর ঘোড়ার জকির ছবি তোলা হচ্ছে।

ঘোড়া থেকে নামতেই কানিৎকার এগিয়ে এল। তারপর চাপা গলায় বলল, 'ইউ স্টুপিড, তখন এত করে বললাম ঘোড়াটাকে খাঁচার মধ্যেই লেফ্‌ট করিয়ে দেবে সেটা মনে ছিল না? শালা, বাঙালী কখনো জকি হয়!'

'আই ট্রাইড।' ফিস-ফিস করে বলতে চেষ্টা করল বীরেন্দ্র। কিন্তু কানিৎকার আর দাঁড়াল না। আর সঙ্গে সঙ্গে সাইরেন বেজে উঠল। স্টুয়ার্ডরা এই রেসে গোলমাল সন্দেহ করে তদন্ত করবেন বলে ঘোষণা করেছেন। ওই টানা কাঁপা কাঁপা শব্দ কানে যেতে বীরেন্দ্রর শরীর হিম হয়ে গেল।

এখনও সেই তদন্তের কথা মনে আছে বায়রণের। চোখের সামনে মিথ্যে কথা বলেছিল কানিৎকার। সে জানিয়েছিল বীরেন্দ্রকে সে বেস্ট ঘোড়ার পরই চার্জ করতে বলেছিল বিউটিকে। সে জানতো এরকম করলেই বিউটি জিতবে। তার কোন বাসনাই ছিল না কারচুপি করার।

স্টুয়ার্ডরা তাকে প্রশ্ন করলে বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। সে কি করে বলে কানিৎকারের নির্দেশ ছিল ঘোড়াটাকে হারানো। সে খাঁচার মধ্যে লেফট্ করাতে পারেনি বলে বাধ্য হয়ে ওরকম করেছে। সে মুখ নীচু করে বলল, 'বাঁক ঘোরার সময় আমি কণ্ট্রোল করতে পারি নি।'

সঙ্গে সঙ্গে টিভিতে ওই দৌড়ের ছবি দেখানো শুরু হল। স্পষ্ট দেখা গেল বাঁক ঘোরার আগেই বীরেন্দ্র ইতস্তত করছে। এবং বাঁক আসার আগেই সে লাগামটাকে টেনে ধরেছে যাতে বিউটি ওয়াইড হয়ে যায়। স্টুয়ার্ডরা এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে মাথা নীচু করে থাকল সে। কানিৎকার বারংবার বলতে লাগল সে এ ধরনের কোন নির্দেশ বীরেন্দ্রকে দেয় নি। এবং সে যা নির্দেশ দিয়েছে তা একজন টার্ফ ক্লাবের অফিসার শুনেছে। স্টুয়ার্ডরা রায় দিল, ইচ্ছাকৃত ভাবে ঘোড়াটাকে হারানোর অপরাধে জকি বীরেন্দ্রকে ছয় মাসের জন্য সাসপেন্ড করা হল। এই ছয় মাসের

মধ্যে সে রাইড করতে পারবে না। ট্রেনার কানিৎকারকে এবারের মতো অব্যাহতি দেওয়া হল।

মাথা নীচু করে বেরিয়ে এসে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলেছিল বীরেন্দ্র। এখন সে কি করবে? সে যদি বলতো কানিৎকার তাকে ওই নির্দেশ দিয়েছিল তবে সেটা তো প্রমাণ করা যেত না। আর একবার বললে জীবনের মতো রেস করা শেষ হয়ে যেত। কোন ট্রেনার তাকে বিশ্বাস করত না সে ওটা করলে। কেউ আর ভরসা করে ওকে রাইড দিত না। দোষটা তারই। সে যদি খাঁচার মধ্যেই বিউটিকে আটকে রাখতে পারত তাহলে এইসব ঘটনা ঘটতো না। কিন্তু কানিৎকার এটা কি করল। তাকে বাঁচাবার কোন চেষ্টাই না করে নিজে পাশ কাটলো? হঠাৎ একটা উন্মত্ততা ওর মাথায় এল। সে এখন কানিৎকারকে গিয়ে ধরবে।

পোশাক পাল্টে সে যখন বাইরে এল তখন অন্য জকিরা তাকে দেখে সমবেদনা জানালো। একজন বলল, এসবই রেসের অঙ্গ। টেক ইট ইজি। রেস শেষ হবার পর এন্টনী এল ওর কাছে। তখনও ফোঁপানি জাগছে বীরেন্দ্রর বুকে। এন্টনী ওর কাঁধে হাত রাখল, 'এত আপসেট হলে চলবে?'

'আমার কোন দোষ নেই।' বীরেন্দ্রর ঠোঁট কাঁপছিল।

'ছেড়ে দাও এসব কথা। ছ'টা মাস এমন কিছু বেশী সময় নয়।'

সেদিন এন্টনীর সঙ্গে রেসকোর্স ছেড়ে বের হবার সময় দর্শকদের মুখে এত গালাগাল শুনতে হয়েছিল যে বীরেন্দ্রর মনে হয়েছিল এর চেয়ে মরে যাওয়া ভাল। এন্টনী ওর হাত শক্ত করে চেপে ধরেছিল। ভিক্টোরিয়ার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কানিৎকার তোমাকে কি দেখা করতে বলেছে?'

মনে পড়ে গেল বীরেন্দ্রর। হ্যাঁ, কানিৎকার তাকে দু'হাজার টাকা রাত্রে ওর বাড়িতে গিয়ে নিয়ে আসতে বলেছিল। ওই সময় লোকটাকে ধরবে সে। এন্টনীকে কিছু না বলে চুপ করে থাকল বীরেন্দ্র। প্রশ্নটা করে ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ছিল এন্টনী। বীরেন্দ্রর মুখ দেখে বলল, 'এমন কিছু করো না যাতে তুমি বিপদে পড়বে। কানিৎকার কিছু দিতে চাইলে নিয়ে নিও।'

অথচ কানিৎকার তার সঙ্গে দেখাই করল না। সন্ধ্যে সাতটায় মিসেস কানিৎকার তাকে জানালেন যে ওর খুব মাথা ধরেছে, শুয়ে পড়েছেন। তাছাড়া বীরেন্দ্রর সঙ্গে তার কথা বলা উচিত নয়। পাঁচজনে কথা বলবে। এবং যেহেতু বীরেন্দ্র তার নির্দেশ মানে নি, তাকে লোকচক্ষে হেয় করেছে তাই কোন কিছু দেওয়া এই মুহূর্তে সম্ভব নয়। নিস্ফল আক্রোশ বুকে নিয়ে সেদিন ফিরে আসতে হয়েছিল বীরেন্দ্রকে। পৃথিবীটা তখন শূন্য মনে হচ্ছিল। সে কি করবে? মাত্র ষোল বছর বয়সেই জীবন শেষ হয়ে যাবে!

সে রাতে বাড়ি ফিরতেই জামাইবাবুর মুখোমুখি হয়েছিল সে। যার পরিণতিতে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল তাকে। সেই রাত্রে একদম নিঃস্ব অবস্থায় এণ্টনীর বাড়িতে উপস্থিত হয়েছিল বীরেন্দ্র। এণ্টনী সব শুনে ওর স্ত্রীর দিকে তাকিয়েছিল। স্ত্রী এগিয়ে এসে ওর হাত ধরেছিল, এত ভেঙে পড়ছ কেন? তোমার বয়স অল্প। সারাটা জীবন এখন সামনে পড়ে আছে। তোমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে।'

আজ এই সকাল পেরোনো সয়মটাতে ইলিয়ট রোডে ঢুকে বারংবার এইসব কথা মনে পড়ছিল বায়রণের। সেই রাত্রে এণ্টনী আশ্রয় না দিলে এবং পরদিন সেই চিঠিটা না লিখলে সে আজ কোথায় থাকত। আর হয়তো এটা আশ্চর্যের ব্যাপার, গত দশ বছরে এণ্টনীর সঙ্গে তার একদিনও সাক্ষাৎ হয় নি। কলকাতার জকিরা অনেকেই রেস করতে বোম্বে, মাদ্রাজ যায়। এণ্টনী যেত না। কিংবা এত প্রসিদ্ধ ছিল না যে ওখানকার ট্রেনাররা ওকে ডেকে নিয়ে যাবে। কিন্তু চিঠিপত্রে যোগাযোগ ছিল। এই দশ বছরের শেষ দিকে সূত্রটা অবশ্য ঢিলে হয়ে এসেছিলে। প্রথম থেকেই এণ্টনী চিঠি লিখতো আয়তনে ছোট এবং খুব নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে। শেষ দিকে ব্যস্ততার মধ্যে খেয়াল থাকতো না বায়রণের। মনে পড়লে ক্ষমা চেয়ে লিখতো কিন্তু তার জন্যে কোন অভিমান করা তো দূরের কথা প্রত্যুত্তরে ওসব উল্লেখই করত না।

ইলিয়ট রোডের ট্রাম লাইনটা যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানে এসে বায়রণ দেখল দশ বছরেও একটু বদলায় নি জায়গাটা। সেই নোংরা, সেই রিক্সার ঠুনঠুন আওয়াজ, লপেটা ছেলেদের গুলতানি সমানে চলছে। বায়রণকে দেখে ওরা একটু অলস চোখে তাকাল কিন্তু কেউ তাকে চিনতে পারল না। বাঁ দিকের গলিতে ঢুকে একটু এগিয়ে গেলেই লোহার গেটটা চোখে পড়ল। আধখোলা, সেই দশ বছর আগে যেমন থাকতো। পোর্টিকোতে ঢুকে কাউকে দেখতে পেল না সে। বারান্দায় উঠে বেল বাজালো বায়রণ। দরজাটা খুললো এণ্টনী।

প্রথমে বিরক্তি, তারপর বিস্ময় এবং সবশেষে হাসি ফুটল এণ্টনীর মুখে, 'হ্যালো!' এণ্টনী দরজাটা পুরো খুলে দিয়ে ঘাড় নাড়ল, 'তোমাকে এখানে দেখতে পাব আশা করি নি। তোমার আজকে বের হওয়া উচিত ছিল না।'

বায়রণ অবাক হয়ে দেখছিল। এণ্টনীর চেহারা কি বদলে গেছে! রোগা দড়ি পাকানো চেহারায় বয়স পাকা আসন পেতে বসেছে। শেষ কথাটা শুনে আহত হল সে। দরজায় দাঁড়িয়েই জিজ্ঞাসা করল, 'কেন?'

'কাল এবং পরশু দুটো বড় রেস করবে তুমি, এখন কোন রিস্ক নেওয়া উচিত নয়। তোমার ওপর অনেক মানুষ নির্ভর করছে।'

'রিস্ক? সে তো ঘোড়ায় চেপেও এ্যাকসিডেন্ট হতে পারে!'

'পারে। তবু সতর্কতা ভাল। ভেতরে এসো।'

ঘরটার সর্বাঙ্গে দারিদ্র্য। সোফাগুলোকে দশ বছরেও পাল্টানো না হওয়ায় আরো জীর্ণ দেখাচ্ছে। তার একটায় ওরা দুজনে বসল। বায়রণ বুঝতে পারছিল না সে আসায় এণ্টনী খুশী হয়েছে কিনা! জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কেমন আছেন?'

কাঁধ ঝাঁকালো এণ্টনী। যার দু'রকম মানে হয়।

'কাল পরশু আপনি রাইড করছেন না?'

'করছি। পরশু বি-ক্লাসের একটা ঘোড়ায় চড়ব।'

'এরকম হল কেন? আপনি তো একসময় কলকাতার সেরা জকিদের মধ্যে ছিলেন।'

কপালে আঙুল ছোঁয়ালো এণ্টনী, 'মানুষ এটাকে অস্বীকার করতে পারে না। তাছাড়া আমার বয়স হয়েছে।'

'এত কম রাইডিং পেলে আপনার সংসার চলবে কি করে?'

প্রশ্নটা করতে দ্বিধা হচ্ছিল কিন্তু না করেও পারল না সে।

মুখ তুলল এণ্টনী। সত্যি বৃদ্ধ দেখাচ্ছে এখন। দুটো চোখ কিছুক্ষণ বায়রণের মুখের ওপর রাখল। তারপর বলল, 'পৃথিবীতে কোন কিছু কারো জন্যে অপেক্ষা করে না বীরেন। আজ নোবডি ওয়াণ্টস মি। আমাকে এটা মানতে হবে। সারাজীবন কেউ উইনার ঘোড়া চালায় না। মাঝে মাঝে তাকে আউট অফ ফ্রেম ঘোড়াও চালাতে হয়। আমি মেনে নিয়েছি।'

'এসব কথা আমাকে জানান নি কেন?'

হেসে ফেলল এণ্টনী, 'জানালে তুমি কি করতে? প্রত্যেক মানুষকেই তার ভাগ্যের মুখোমুখি হতে হয়। এর জন্যে আমার কোন আফসোস নেই বীরেন। এককালে তুমি ঘোড়ায় চড়লে লোকে আর সেটাকে পছন্দ করত না। এখন সেটা আমার ক্ষেত্রে হয়েছে। তার মানে এই নয় সে আমি ভাল চালাই না, ট্রেনাররা মনে করেন আমাকে উইনার ঘোড়া দেবেন না তাই দেন না। দ্যাটস অল।' কথাটা শেষ করে এণ্টনী উঠে দাঁড়াল। তারপর ইঙ্গিতে ওকে বসতে বলে ভেতরে চলে গেল।

কিছুক্ষণ হলো ভেতর থেকে একটু উত্তেজিত কণ্ঠ ভেসে আসছিল। এণ্টনী সেটাকে থামিয়ে দেবার জন্যে উঠে গেল। মেয়েলি কণ্ঠ! মিসেস এণ্টনীকে কোনদিন ওই ভঙ্গীতে চিৎকার করতে শোনে নি সে, পায়ের শব্দ হতেই দরজার দিকে

তাকাল বায়রণ। মিসেস এণ্টনী। বেশ মোটা হয়েছেন, স্কার্টের কাপড় বোধহয় কম হয়ে গেছে। মুখও স্ফীত, চুলে হেয়ারড্রেসারের কায়দা।

'ও মাই গড। সেই ছোট্ট বীরেন? ওফ্, তুমি কত বড়ো হয়ে গেছো। আমরা তোমার জন্যে খুব গর্বিত। সবাইকে বলি বাইরণ সেইন্, আমার, আমার—কিন্তু কেউ আমাকে বিশ্বাস করে না।' মিসেস এণ্টনীর শরীরটা নৃত্যের ছন্দে এগিয়ে এসে বায়রণের পাশে বসতেই সোফাটা আর্তনাদ করে উঠল। দু'হাতের থাবায় বায়রণের হাত ধরে বাচ্চা মেয়ের মতো হাসতে লাগলেন মহিলা। বায়রণ আদর পর্বটি হতে দিয়ে বলল, 'আপনি কেমন আছেন?'

'ফাইন। দেখে পারছ না কি মোটা হয়ে গেছি। মিঃ বিয়ারের কীর্তি এইটে। তুমি ওর কথা শুনেছ তো?'

মাথা নাড়ল বায়রণ। কিন্তু কিছু বলল না।

'আমি ওকে বলি, আর কেন? এবার রেস ছেড়ে দাও। হয় ট্রেনার হও নয় কোন ব্যবসা করো। বয়স হয়েছে যখন তখন সেটাকে মানতে হবে তো। কিন্তু কে কার কথা শোনে। ওরা রাইড দিতে চায় না, উইনার দেয় না, তবু উনি ছাড়বেন না।' বিরক্তিতে মুখ বেঁকালেন মহিলা। তারপর চট করে আবার বায়রণের কবজি ধরলেন উনি, 'তুমি তো ইনভিটেশন দৌড়োতে এসেছ। আমি এণ্টনীকে বলেছিলাম, মানুষ বড়ো হলে পুরোন কথা ভুলে যায়। বীরেন আমাদের খোঁজ নেবে না। ও শুনে বলছিল, দেখি। তুমি এসেছো আর আমার কথা মিথ্যে হল। কিন্তু এত আনন্দ হচ্ছে যে কি বলব। এবার বলো, তুমি কোন্ ঘোড়াটাকে জেতাবে বলে মনে করছ?' শক্ত হয়ে গেল বায়রণ। এখানেও এই কথা। যে বাড়িতে এসে তার জকি হবার স্বপ্ন দেখা শুরু হয়েছিল সেই বাড়িতে এমন অনুরোধ শেষ পর্যন্ত শুনতে হল? এই সময় এণ্টনী দু'কাপ কফি নিয়ে ঘরে ঢুকল। বোঝা যাচ্ছে ওই এণ্টনীরই বানানো। একটা কাপ বায়রণের হাতে ধরিয়ে দিয়ে নিজে অন্যটি নিয়ে উল্টোদিকের সোফায় বসল।

মিসেস এণ্টনী ওর দিকে তাকিয়ে আছেন। বায়রণ নীচু গলায় বলল, 'আমি দুটো ঘোড়াকেই জেতাতে চেষ্টা করব।' এণ্টনীর সামনে এইসব কথা বলতে ওর সঙ্কোচ হচ্ছিল। মিসেস এণ্টনী স্বামীর সামনে তার কাছে টিপ চাইছেন! ভাবা যায়? যে এণ্টনীর কাছে এককালে গাদা গাদা মানুষ আসত টিপ চাইতে এবং ছোট্ট বীরেন মুগ্ধ হয়ে সেসব শুনতো, আজ কি করে ভূমিকা বদল করে। বায়রণ ঘাড় নাড়ল, 'এরকম অল-ইন্ডিয়া রেসে বলা যায় না কোন্ ঘোড়া জিতবে।'

মিসেস এণ্টনী যে কথাটা বিশ্বাস করলেন না সেটা বোঝা গেল। এক সময় পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। বায়রণ দেখল দুটি মেয়ে অতি উগ্র সাজ নিয়ে বাইরে

থেকে গেল। দু'জনেরই পরণে জিনসের প্যান্ট সার্ট। হাতে বেশ বড়সড় কয়েকটা কাগজের প্যাকেট।

ওরা ঘরে ঢুকে কোনদিকে তাকাল না। সোজা এসে মিসেস এণ্টনীর দু'গালে দুজন চুমু খেয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। একরাশ পারফিউমের গন্ধ ঘরটায় এখন ঘুরছে। বায়রণ দশ বছর আগে কখনো দ্যাখে নি। সে একটু উৎসুক চোখে মিসেস এণ্টনীর দিকে তাকিয়েছিল। ভদ্রমহিলা হাসলেন, 'মাই গার্লস। সো সুইট। ওহো, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া হল না।'

এণ্টনীর কফি খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ঠিক আছে। বীরেন, তুমি এখানে কতদিন থাকছ?'

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে বায়রণ উঠে দাঁড়াল। বলল, 'পরশু সন্ধ্যের ফ্লাইটেই ফিরে যাব। আচ্ছা, আমি চলি আজকে।'

মিসেস এণ্টনী আঁতকে উঠলেন, 'সেকি! এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে? না, না, তুমি আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ সেরে যাও।'

বায়রণ দেখল এণ্টনী ধীরে ধীরে হেঁটে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করছে। সে হাসল, 'দুঃখিত। আমাকে লাঞ্চের আগেই ফিরে যেতে হবে।'

মিসেস এণ্টনীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বায়রণ এণ্টনীর সঙ্গে বাইরে এল। সে বুঝতে পারছিল কোথায় যেন সুর কেটে গেছে। চিঠিপত্রে যেটা বুঝতে পারে নি সাক্ষাতে সেটা টের পাওয়া যাচ্ছে। কিছুক্ষণ ধরে একটা চিন্তা তার মাথায় পাক খাচ্ছিল। কিন্তু এণ্টনীকে সেই কথাটা কিভাবে বলা যায়? সে ঠিক করল, ফিরে গিয়ে এণ্টনীর নামে একটা মোটা টাকার চেক পাঠিয়ে দেবে। গুরু দক্ষিণা নয়, অন্তত নিজের মনের ওপর আজ যে চাপ পড়ছে সেটা সরে যাবে। গেট অবধি এসে এণ্টনী বলল, 'বীরেন, তুমি এখন বিখ্যাত হয়েছে। কিন্তু ভুলে যেও না, একজন জকির খুব খ্যাতি অনিশ্চিত। তাই তোমার উচিত ভবিষ্যতের জন্যে সঞ্চয় করা।'

নীচু গলায় বায়রণ বলল, 'যদি কিছু মনে না করেন, কি—'

কথাটা শেষ করতে দিল না এণ্টনী। খপ করে বায়রণের হাত চেপে ধরে বলল, 'নো। যে শেষ হয়ে গেছে তাকে কোরামিন দিয়ে বাঁচাবার কোন মানে হয় না। তুমি তো মিসেস এণ্টনীকে দেখলে। আগে কখনো এরকম দেখেছ, সো ফর্মাল? কিন্তু ও আমাদের সংসার বাঁচিয়ে রেখেছে। যে মেয়ে দুটিকে দেখলে তারা ওর পেয়িং গেস্ট। দে আর কল গার্লস, মাঝে মাঝে মিসেস এণ্টনীর অনুমতি নিয়ে বাড়িতেও কাস্টমার নিয়ে আসে পছন্দ মতো। বুঝতেই পারছ আমি খুব ভাল আছি, অন্তত খাওয়া পরার অভাব নেই। নেক্সট মাসে এলে দেখবে হয়তো

ছেঁড়া সোফাগুলো নতুন হয়ে গেছে। তাই, আমার জন্যে চিন্তা করো না। গুডবাই।'

কথা শেষ করে আর একটুও দাঁড়াল না এন্টনী। হন-হন করে ভেতরে ফিরে গেল। কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ো রইল বায়রণ। এখন মাথার ওপর রোদ্দুর খানিকটা তেজ পেয়েছে। জীবনের রেস কি মাঠের রেস থেকে কম বিচিত্র? মোটেই নয়। কেউ তো পিছিয়ে পড়তে চায় না। কিন্তু এন্টনীকেও শেষে এই ব্যবস্থা মেনে নিতে হল? একজন জকির শেষ পর্যন্ত এ ছাড়া উপায় কি। বেতো মোটা ঘোড়ায় কি কেউ ইচ্ছে করে রাইড নেয়? জিততে পারবে না জেনেও তো সেই ঘোড়ায় রেস করতে হয়।

রেস্ট হাউসে ফিরে এলে ভারালু বলল, 'স্যার, আপনার খোঁজে আমি চারধারে লোক পাঠিয়েছি। বড়সাহেব খুব রাগ করেছেন।'

'কেন?' বিরক্তিতে ভ্রূ কুঁচকে গেল বায়রণের।

'সাহেব আপনার সিকিউরিটির কথা ভাবছেন।'

'কেন?' ফিরে প্রশ্নটা রেখেই বায়রণ বলল, 'আমি তো দিব্যি ঘুরে ফিরে এলাম। কোন অসুবিধে হল না। সাহেবকে বলে দিও উনি অনর্থক ভয় পাচ্ছে।'

কথা না বাড়িয়ে সে চলে আসছিল ভারালু পায় দৌড়ে এসে জানালো, 'স্যার, পলসাহেব টেলিফোন করেছিলেন। উনি এখন আসতে পারবেন না।'

একা একাই লাঞ্চ সেরে নিল বায়রণ। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে সে খুব সতর্ক। মেদ না হয় এবং মশলাজাতীয় কোন খাদ্য যে সযত্নে পরিহার করে। খেতে খেতে ঘটনাগুলো ভেবে নিচ্ছিল সে। আসবে বলেও পল মত বদলালো কেন? লর্ড কৃষ্ণার আহত হবার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক আছে কিনা কে জানে। না, আর কোন আদিখ্যেতা নয়। তার যেটুকু কাজ এখানে করার আছে করে সে ফিরে যাবে। আজ এন্টনীকে দেখার পরই মন ভীষণ ভার হয়ে আছে। মানুষটার পরিণতি এইরকম হবে কল্পনাতেও ছিল না। তার রেসিং লাইফের গুরু যদি ডিকসন সাহেব হন তো এন্টনীও তার কম কিছু নয়। অথচ আজ তার সামান্য সাহায্যও এন্টনী গ্রহণ করল না।

হঠাৎ বায়রণের মনে হল সে একা। এই পৃথিবীতে একটাও মানুষ নেই যে তার পাশে এসে দাঁড়াতে পারে। তার কোন বন্ধু নেই। এই বয়স অবধি এমন কোন মেয়েকে পেল না যাকে সে ভালবাসতে পারে! এবার কলকাতায় এসে সে আরো নিঃসঙ্গ হয়ে গেল। দশ বছর ধরে মাঝে মাঝে মনে হতো আর কেউ না থাক এন্টনী আছে, যাকে মনের সুখ কিংবা দুঃখের কথা বলা যায়।

কলকাতায় এসে সেটুকু জায়গা আর খুঁজে পাওয়া গেল না। দিদি কিংবা জামাইবাবুর সঙ্গে যত তিক্ততাই হোক, দূরে থেকে থেকে কোন কোন সময় মনে হতো তার ধার কমে গেছে। হয়তো কাছে গিয়ে দাঁড়ালে সব সহজ হয়ে যাবে। কিন্তু আজ তো সে ভেতরে ঢুকতেই পারল না। তার মনের মধ্যে ওদের সম্পর্কে কোন নরম অনুভূতি পেল না দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। একদম একা সে, একা একা দৌড়ে যাওয়া! সামনে জীবন, অনন্ত জীবন। ইন্টারকমের চাবি টিপল সে। ভারালুর গলা ভেসে আসতেই সে হুকুম করল একটা ড্রাই জিন পাঠিয়ে দিতে। এটি তার নিয়মের ব্যতিক্রম। কিন্তু একা বসে থাকতে কেমন যেন ভয় করছিল ভয়টা নিজের কাছেই।

মানুষটা তার দিকে এগিয়ে এসে থমকে দাঁড়াল। প্রথমে অস্পষ্ট, একটা আদল ছাড়া কিছুই বুঝতে পারছিল না। চোখ পরিষ্কার করার চেষ্টা করল বায়রণ। খুব চাপা একটা রাগত গলা কানে এল, ‘কি হচ্ছে কি? সেই দুপুর থেকে মদ গিলছ বসে বসে। তোমার সম্পর্কে তো এরকম রিপোর্ট পাই নি।’

‘হু দি হেল ইউ আর?’ জড়ানো গলায় বিরক্তি প্রকাশ করল বায়রণ। তারপর একটু একটু করে লোকটার মুখ স্পষ্ট হল। হরি শর্মা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারপরই চর্বিবহুল মুখটায় একটু একটু করে হাসি ফুটল, ‘সেইন, সেন্সে এসো। দিস ইজ শর্মা।’

খাড়া হয়ে বসতে চেষ্টা করছিল ততক্ষণে বায়রণ, ‘ও ইয়েস।’

‘তুমি ড্রিঙ্ক করছ কেন?’

‘এমনি। একা একা আমার ভাল লাগছিল না।’

‘কালকে যে মেয়েটাকে পাঠিয়েছিলাম তাকেও তো তোমার ভাল লাগে নি!’

‘নো। সে আপনার ছেলের প্রেমিকা।’

‘শাট্ আপ।’ চিৎকারটা এত আকস্মিক এবং তীব্র যে মুহূর্তেই বায়রণ চেতনায় ফিরে এল। কিন্তু মুখের কথা বেরিয়ে এলে সে আর ফেরানো যায় না।

‘কে তোমাকে এই কথা বলেছে? সেই মেয়েটা?’

মাথা নাড়ল বায়রণ, ‘হ্যাঁ।’

হঠাৎ ধপ করে সোফায় বসে পড়লেন হরি শর্মা। তারপর বিড়বিড় করে বললেন, ‘ওফ্ ভগবান।’

বায়রণ তখন প্রায় চেতনায় ফিরে এসেছে, বলল, ‘মিঃ শর্মা, টেক ইট ইজি। আমি আপনাকে আঘাত করতে কথাটা বলি নি। মেয়েটি সত্যিই আপনার ছেলেকে ভালবাসে। কিন্তু তাতে আপনার ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। কারণ আপনার ছেলে ওকে শুধু ব্যবহার করছে। মেয়েটিকে সে কোনদিনই বিয়ে করবে না।’

হরি শর্মা সহজ হবার চেষ্টা করছিলেন, 'আমি জানি, কিন্তু তুমি এত কথা জানলে কি করে?'

'ওরা বলেছে।'

'ওরা আর কি বলেছে?'

'কেন?'

'টেল মি।'

'আমি সেব কথা বলতে বাধ্য নই।'

'সেইন। আমি তোমাকে হায়ার করে এনেছি, তুমি ভুলে যাচ্ছ।'

'না। আপনি যা হুকুম করবেন তা আমি শুনতে বাধ্য। কিন্তু সেটা রাইডিং-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। দয়া করে ভুল বুঝবেন না।'

'ওরা তোমাকে রেস সম্পর্কে কিছু বলে নি?'

বায়রণ হরি শর্মার মুখ ভাল করে দেখল। খুব দ্রুত নেশা কেটে যাচ্ছে ওর। এই লোকটা তাহলে মোটেই নির্বোধ নয়। নীরবে মাথা নাড়ল সে।

'হ্যাঁ।'

'কি বলেছে?'

'এসব কথা কেন জিজ্ঞাসা করছেন? আমাকে যা করতে হবে তা বলুন।'

হরি শর্মা একটু নড়ে চড়ে বসলেন, 'আমি চাই ইনভিটেশন পাক। তুমি আমাকে ওটা পাইয়ে দেবে বলে এখানে এসেছ। এটা নিশ্চয়ই তুমি করবে।'

'অবশ্যই।'

'কিন্তু—কিন্তু।'

'আপনি মিছিমিছি দুশ্চিন্তা করছেন।'

'বায়রণ, আমি হেল্পলেস। তুমি জানো না, আমি কাউকে বিশ্বাস করতে পারি না। আমার চারপাশে একটাও মানুষ নেই যার ওপর আমি নির্ভর করতে পারি। আমি বাঁচি কিংবা মরি যাই হোক কিন্তু এবারের ইনভিটেশন কাপ আমার চাই।'

'কেন? যদি কিছু মনে না করেন জিজ্ঞাসা করছি।'

'আমি বেশীদিন বাঁচবো না সেইন। অলরেডি আমার দুটো স্ট্রোক হয়ে গেছে। আমার স্ত্রী এবং ছেলে জানে আর একটা শক পেলেই হয়তো আমি শেষ হয়ে যাবো। তখন এই শর্মা ইন্ডাস্ট্রিসের লক্ষ লক্ষ টাকা ওদের হাতে চলে যাবে। আমি কাউকে বিশ্বাস করি না। তুমি আমাকে বিট্রে করো না সেইন।'

হরি শর্মার গলা জড়িয়ে এল।

উঠে দাঁড়াতে গিয়ে পা টললো। একটু সামলে নিয়ে বায়রণ বলল, 'মিঃ শর্মা, আই উইল [illegible] মাই বেস্ট। কিন্তু আপনি জানেন রেস জীবনের মতন আনসার্টেন

ব্যাপার। তবু, আই প্রমিজ।'

একটু একটু করে হরি শর্মা নিজের চেহারায় ফিরে যাচ্ছিলেন। এবার উঠে দাঁড়ালেন তিনি, 'তুমি আর ড্রিঙ্ক করো না। আমি চলি।'

'কিন্তু আপনি কেন এসেছিলেন বললেন না।'

'ও! হ্যাঁ। শোন তুমি এরকম হুটহাট বাইরে বেরিয়ে যেও না। যে কেউ এখন তোমাকে দুদিন ইলোপ করে রাখতে পারে। ব্যাস, তাহলেই হয়ে গেল আমার। তুমি যদি একা থাকতে রাজী না হও তাহলে অন্য কাউকে পাঠিয়ে দিতে পারি। কিন্তু কখনো বাইরে একা যাবে না।'

'আপনি অনর্থক ভয় পাচ্ছেন।'

'না। আমার কাছে খবর আছে। লর্ড কৃষ্ণা দুর্ঘটনায় পড়ে নি, তাকে দুর্ঘটনায় ফেলা হয়েছে। যাক, আশা করি তুমি এই অনুরোধ রাখবে। কাউকে পাঠিয়ে দেব?'

'ধন্যবাদ। আমি একা থাকতে চাই এখন।'

'আর একটা কথা। তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারে পল, শ্যাম অথবা লীনা।' শেষ নামটি উচ্চারণ করার সময় একটু দ্বিধাগ্রস্ত দেখালো শর্মাকে, 'ওদের সঙ্গে সবসময় কথা বলবে এই ঘরে বসে। মনে থাকে যেন।' হরি শর্মা আর কথা না বলে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। হঠাৎ লোকটাকে ঔরঙ্গজেবের মতো মনে হল বায়রণের। চারধারে ষড়যন্ত্র চলছে, বৃদ্ধ বয়সে সব বুঝেও উনি না বোঝার ভান করে আছেন। এবং সবশেষ কথায় বোঝা গেল উনি স্ত্রীর ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন আছেন।

কিন্তু ওদের নিয়ে এই ঘরে বসতে বলে গেলেন মিঃ শর্মা। এই ঘরে কথা বললে তাঁর কি সুবিধে হবে? নেশা কেটে যাচ্ছিল কিন্তু ঝিমুনি আসছিল বায়রণের। অদ্ভুত অবসাদ এখন শরীরে। এই ঘরে কি কি আছে? চারপাশে তাকাতে লাগল বায়রণ। এখানে কি লুকোন কোন অস্ত্র আছে যা দিয়ে শর্মা সব কথা শুনতে পারেন! তাহলে তো গতরাত্রে ডলি নাজিরের কথাবার্তাও তার জানা হয়ে গেছে। নাকি ওটাকে আজ তার অনুপস্থিতিতে লাগানো হয়েছে। কিন্তু আর এ নিয়ে ভাবতে ইচ্ছে করছিল না। এখন একটু ঘুম দরকার। বায়রণ বিছানায় শুয়ে পড়ল। আঃ, কি আরাম। বালিসে মুখ গুঁজে সে ওই আরামটাকে সমস্ত শরীর দিয়ে গ্রহণ করছিল। একটু একটু করে একসময় ঘুমের গভীরে হারিয়ে গেল বায়রণ। ঠিক সেই সময় বিছানার পাশে কোকিল ডেকে উঠল। টেলিফোনটা একটানা বেজে যাচ্ছিল। বায়রণের হাতটা একবার কেঁপে উঠলেও সে এক ইঞ্চি নড়ল না। যে টেলিফোন করছিল তার ধৈর্য অবশ্য বেশীক্ষণ ছিল না।

বি-ক্লাসের দৌড়ে এন্টনী কিছু সুবিধে করতে পারল না। বায়রণ রেসের বইটা উল্টে দেখছিল, এই সিজনে ঘোড়াটা সাতবার দৌড়েছে কোনবারই ফ্রেমে আসেনি। পরপর দুদিনের রেসিং ফিক্সচার বেরিয়েছে। এন্টনীর মাত্র ওই একটি রাইডিং। টোটালাইজার বোর্ডে দর উঠেছে পঞ্চাশ টাকার। অর্থাৎ ঘোড়াটা তো বটেই জকি হিসেবে এন্টনীর কোন সুনাম নেই এখনকার পান্টার্সদের কাছে। একটু আগে এন্টনী যখন ঘোড়াটার পিঠে চড়ে স্টার্টিং পয়েন্টের দিকে গেল তখন ওকে খুব অসহায় দেখাচ্ছিল। দশ বছর আগেও ও যখন ঘোড়ায় চড়তো দেখে চোখ জুড়িয়ে যেত। মেম্বার্স এনক্লোজারের গ্যালারিতে বসে রেসটা দেখল বায়রণ। এন্টনী প্রাণপণে চেষ্টা করেও ফ্রেমে আসতে পারল না। বুক থেকে একটা ভারী বাতাস বেরিয়ে এল বায়রণের। মানুষের কপাল বোধহয় একেই বলে।

স্পিন্টার্স কাপ দিনের পঞ্চম বাজী। প্রচুর লোক হয়েছে আজ। রয়্যাল ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাব আজ অনেক সুন্দর ব্যবস্থা করেছে যাতে তাদের সুনাম বাড়ে। হরি শর্মার য়ুনিফর্ম পরে বায়রণ প্যাডকে এসে দেখল জায়গাটা গমগম করছে। পল ওকে দেখে হাসল। পলের পাশে ক্লিওপেট্রা বিশাল রঙিন চশমায় মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে। শ্যাম নেই, কিন্তু হরি শর্মা রুমাল দিয়ে মুখ মুছছেন। ওদিকে মার্টিন তার দলবল নিয়ে দাঁড়িয়ে। ডিক আর বার্ণিকে গম্ভীর মুখে শেষবার উপদেশ দিচ্ছে সে। আশেপাশে আরো অনেক ট্রেনার এবং জকির ভীড়। প্যাডকের ওপাশে দাঁড়িয়ে কয়েকহাজার লোক ভারতবর্ষের সেরা জকি এবং ট্রেনারদের দেখছে। পল বলল, 'সিজার টিপটপ কন্ডিশনে আছে। তবে কুমারমঙ্গলমের ঘোড়া এই রেসে ফেবারিট।'

বায়রণ জিজ্ঞাসা করল, 'সিজার?'

'থার্ড ফেবারিট। তুমি প্রথমেই লিড নেবে এবং সিজার লেগ চেঞ্জ করার আগেই যদি দূরত্বটা পেরোতে পার তাহলে একটা চান্স আছে।' পল বলল।

'আপনি নিশ্চিত নন যে এই রেস সিজার জিতবে?'

'নো। নট উইথ সিজার। আমি মিঃ শর্মাকে বলেছি জিতে যদি যায় তো কপাল বলতে হবে।'

মাথা নাড়ল বায়রণ। এর মধ্যে সহিসরা ঘোড়াগুলো নিয়ে এল প্যাডকে। দুবার ঘুরিয়ে জকিদের বসাতে লাগল একটার পর একটা। পল বায়রণকে সঙ্গে নিয়ে সিজারের পিঠে তুলে দিল। টগবগ করছে ঘোড়াটা। কিন্তু দর্শকদের চোখে তিন নম্বর ঘোড়াটাকেই দারুণ দেখাচ্ছে। ওটা ম্যাড্রাস থেকে কুমারমঙ্গলম নিয়ে এসেছে। সিজারের পিঠে চড়ে অন্যদের সঙ্গে বায়রণ যখন প্যাডকটা পাক খেল

তখন দর্শকদের চিৎকারে গলা ভেসে এল, 'বায়রণ, বায়রণ!'

হাসল বায়রণ। কলকাতার মানুষ তাকে ভুলে গেছে। এককালে যে নামে সে এখানে পরিচিত ছিল সেটা কারো মনে নেই। এই মুহূর্তে স্বস্তি না কষ্ট হচ্ছে সে ঠিক বুঝতে পারল না। ক্রমশ এইসব চিন্তা থেকে বায়রণ মুক্ত হল। তার আশেপাশে আর যে ঘোড়াগুলো চলেছে স্টার্টিং পয়েন্টের দিকে তারা বিভিন্ন সেন্টারের সব চেয়ে দ্রুতগতির ঘোড়া। একসঙ্গে এতগুলো তেজী ঘোড়া ছুটছে এমন ঘটনা সচরাচর ঘটে না। বারো শ' মিটার মার্কের কাছে পৌঁছে বায়রণ সিজারের পিঠে হাত বোলাতে লাগল। এদিকে মানুষজন নেই। চারধার ফাঁকা। শুধু দূরে তিনটে গ্যালারি জুড়ে কালো পিঁপড়ের মতো মানুষের মাথা দেখা যাচ্ছে। বার্ণি ওর পাশে চলে এল ঘোড়া নিয়ে, 'দারুণ মাঠ, তাই না? মনে হয় এটাই ইন্ডিয়ার বেস্ট রেসকোর্স।'

বায়রণ মাথা নাড়ল। ওপাশে ডিক তার ঘোড়ার ওপর শরীর এলিয়ে বসে আছে। দেখলেই ভয় হয় এই বুঝি পড়ে যাবে। নেশা করে করে লোকটা সবসময় ঝিম মেরে থাকে। খাঁচায় ঢোকার আগে হঠাৎ শরীর শিরশির করে উঠল। শেষ দিন যখন এই মাঠে রেস করেছিল! মাথা গরম হয়ে উঠল বায়রণের। স্টার্টারের সংকেত পাওয়া মাত্র সিজারকে ছুটিয়ে দিল সে। বাঁ দিকে বার্ণি, সামনে কুমারমঙ্গলমের ঘোড়াটা তিন লেংথ এগিয়ে। বারোশ' মিটার পথ দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যাবে। বায়রণ সিজারকে রেলিং-এর গায়ে রাখার চেষ্টা করছিল। কুমারমঙ্গলমের ঘোড়াটাকে আউটসাইড দিয়ে ডিঙিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে বেশী জায়গা লাগবে। সেই ফাঁক কিছুতেই ভরাট করা যাবে না। বাঁক ঘোরার সময় বার্ণি এগিয়ে গিয়ে কুমারমঙ্গলমের ঘোড়াটাকে ছুঁয়ে ফেলল। এতক্ষণ একবারও চাবুক চালায় নি বায়রণ। চারশ' মিটার মার্কের কাছে এসে সে প্রথম ঘোড়াটার পিঠে হাত তুলল। তিনটে ঘোড়াই ঝড়ের মতো ছুটছে। হঠাৎ বুঝতে পারল সিজার অস্বস্তি বোধ করছে যেন। বোধহয় এবার লেগ-চেঞ্জ করবে। এবং তা করলেই সর্বনাশ, সামনের ঘোড়া দুটো থেকে আরো পিছিয়ে যেতে হবে তাকে। প্রচন্ড জোরে সিজারের পেটে লাথি মারল বায়রণ। তারপর ওর কাঁধের ওপর প্রায় শুয়ে পড়ে বাঁ হাতে চাবুক চালাতে লাগল। ঘোড়াটা এবার তীরের মতো বের হচ্ছে। সামনে কিছুতেই জায়গা ছাড়ছে না বার্ণি। অনেক চেষ্টা করেও রেসটাকে পেল না বায়রণ। মার্টিনের ঘোড়াকে বার্ণি জিতিয়ে দিল ওর হাফ লেংথ আগে। কুমারমঙ্গলমের ঘোড়া তৃতীয় হল। এতক্ষণ কানে একটাও শব্দ ঢোকেনি। কিন্তু এবার চিৎকারের ঢেউটা আছড়ে পড়ল যেন! কলকাতার মানুষ মুগ্ধ চোখে এই রেস দেখেছে। তাদের কাছে জকিদের এইরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখার সুযোগ অনেকদিন বাদে এল।

সিজারকে ঘুরিয়ে নিয়ে যখন সে ফিরে এল তখন মার্টিন এসে বার্ণির ঘোড়ার লাগাম ধরেছে হাসিমুখে। খুব ছবি তোলা হচ্ছে ওদের। বায়রণ দেখল পল একা দাঁড়িয়ে। সহিসের হাতে ঘোড়াটাকে ছেড়ে বায়রণ বলল, 'যখন রেসপন্স করল তখন আর কিছুই করার ছিল না।'

পল খুব হতাশ, একটু ভেঙে পড়া ভাব মুখে, 'কিন্তু সিজার আজ লেগ-চেঞ্জ করে নি। ওকে প্রথমেই ফ্রন্টে নিয়ে এলে না কেন?'

বায়রণ বলল, 'চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু স্পেস ধরতে পারে নি সিজার।'

ঠিক সেই সময় মাইকে ঘোষণা করা হল স্পিণ্টার্স কাপের দৌড়ের সময় রেকর্ড করা হয়েছে এক মিনিট তেরো সেকেন্ড। সময়টা শুনে পল হেসে ফেলল, 'ওয়েল ডান' সিজার যে এই সময়ের মধ্যে থাকবে তা ভাবতে পারে নি। ও কখনো চোদ্দর নীচে দৌড়াতে পারেনি।'

সেদিনের শেষ রেসটা ছিল সাধারণ বাজী। কি একটা প্লেট। ঘোড়াটার দর ছিল তিরিশের পয়সা। অবহেলায় জিতে গেল বায়রণ। দৌড়োবার সময় বুঝে গেল সে, স্পিণ্টার্স কাপের দৌড় থেকে সে কলকাতার মানুষের কাছে হিরো হয়ে গেছে।

পল ওকে নামিয়ে দিয়ে গেল রেস্ট হাউসে। ঘরে ঢুকতেই টেলিফোন বাজল। হরি শর্মা কথা বললেন, 'খুব ভাল হয়েছে রেস। আমি বাজী পাই নি বটে তবে তুমি দারুণ রাইড করেছ। অবশ্য আমি স্পিণ্টার্স কাপ আশাও করিনি, রানার্স হলাম তোমার কল্যাণেই। যাই হোক, আই ওয়ান্ট ইনভিটেশন কাপ।

'আই উইল ট্রাই।'

'বায়রণ।'

'বলুন!'

'প্লিজ তুমি হেরে যেওনা।'

বায়রণ কথা বলল না। সে কি বলতে পারে। পৃথিবীর কোন জকি বলতে পারে না যে সে জিতবেই। তাহলে?

'কিছু বলছ না কেন?'

'আই উইল ট্রাই।'

'ওয়েল, আজ রাত্রে কি করতে চাও?'

'আমি ঘুমুতে চাই।'

'যদি কোন কিছুর দরকার হয় ভারালুকে বলবে।'

টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে উঠে দরজায় শব্দ হল। কয়েক পা এগিয়ে সেটা টেনে

ধরতেই শ্যাম শর্মাকে দেখতে পেল বায়রণ। বেশ সেজেগুজে এসেছে ও। একগাল হেসে বলল, 'নিশ্চয়ই বিরক্ত করছি না।'

'না না, এসো।' আজকাল মনের বিরক্তি মনেই রাখতে শিখেছে বায়রণ। ঘরে ঢুকে সোফায় দুই পা ফাঁক করে বসল শ্যাম, 'টাকাটা তুমি এ্যাডভান্স চাও?'

'কিসের?'

'ওফ্, তুমি ছেলেমানুষ নও। জুপিটারকে রেসটা ছেড়ে দেবে তুমি। লর্ড কৃষ্ণা আউট হয়ে যাওয়ার পর মার্টিনের ঘোড়া দি সানের কোন চান্স নেই। ওই ডাইনী যতই বলুক সেকথা আমি বিশ্বাস করি না। আজ স্পিণ্টার্স কাপে তুমি যেভাবে সিজারকে নিয়ে এলে তা দেখে আরো নিশ্চিত হয়েছি যে জুপিটারের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী প্রিন্স।' চকচকে মুখে তাকাল শ্যাম শর্মা।

হঠাৎ সেই কথাটা মনে পড়ে গেল। হরি শর্মা তাকে গেস্টদের সঙ্গে সব সময় এই ঘরে বসে কথা বলতে বলেছেন। এখানে কি কোন লুকোনো যন্ত্র আছে যাতে এইসব কথাবার্তা রেকর্ডেড হয়ে থাকবে। ব্যাপারটা একদম ভুলেই গিয়েছিল সে। খোঁজাখুঁজি করার কথা ভেবেছিল কিন্তু করা হয় নি। সে সতর্ক হল, 'শ্যামু, ইট্স নট গুড।'

'ওঃ, তুমি আমাকে উপদেশ দিতে এসো না।'

'আমাকে তুমি কি করতে বলছ?'

'রেস শুরু হওয়া মাত্র জুপিটার লিড নেবে। ওই দূরত্ব সে স্টার্ট টু ফিনিস দৌড়েছে অনেকবার। তুমি প্রিন্সকে প্রথম থেকে সেকেন্ডে রেখে জুপিটারকে বাড়তে দেবে। অর্থাৎ বাকী ব্যাচটাকে তুমি গার্ড দেবে এবং প্রতারিত করবে। ওরা যখন বুঝতে পারবে ব্যাপারটা তখন রেস উইল বি ওভার।'

'বাঃ, গুড! কিন্তু আমি যদি তা না করি।'

'তুমি তোমার দুর্ভাগ্যকে ডেকে আনবে।'

'আমাকে ভয় দেখিও না শ্যামু।'

গলার স্বরে বোধহয় এমন একটা শীতল ভাব ছিল যে শ্যাম শর্মা কিছুক্ষণ ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল। তারপর হঠাৎ উঠে এসে পাশে বসল, 'আমি তোমার সব খবর জানি। কুমারমঙ্গলম ডিটেলস জেনে বলেছে। দশ বছর আগে যে জন্যে তুমি সাসপেন্ডেড্ হও সেটা তো এই ধরনের কাজ ছিল। তখন তুমি জানতে না কি করে স্টুয়ার্ডের চোখকে ফাঁকি দিয়ে ঘোড়া টানতে হয়। এখন তুমি সেটা জানো। বোকার মতো কথা বলো না। আমি তোমাকে দশ হাজার দেব। টাকাটা জুপিটারের ওপর লাগিয়ে দিচ্ছি। ওর দর এখন চার। জুপিটার জিতলে তুমি পঞ্চাশ হাজার পাবে। ঠিক আছে?'

'অন্য ঘোড়াদুটোর প্রাইস কি?'

'দি সান্-এর ইভ্ন মানি, প্রিন্স-এর দেড় আর অন্য ঘোড়াগুলোর হাই প্রাইস।'

'প্রিন্সকে হারিয়ে তোমার কি লাভ?'

'ওঃ, দ্যাট ওল্ড কোয়েশ্চন! আমি চাই না বুড়োটি ইনভিটেশন পাক।'

'কিন্তু জুপিটারকে জেতাতে চাইছ কেন?'

'কারণ ওই ডাইনীটা চাইছে মার্টিন জিতুক।'

'প্রিন্স জিতলে তো মালিক হিসেবে তোমার খুশী হওয়া উচিত, তাই না?'

'নো! আমি নামেই মালিক! দ্যাট বুড়ো শয়তান সব কণ্ট্রোল করছে। আই হেট্ দ্যাট ম্যান! এই বুড়ো বয়সে ও যাকে বিয়ে করে আনল তাকে ভোগ করার কোন ক্ষমতা নেই তা সেই জানে। শুধু আমার সামনে ওরকম একটা জিনিসকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাবে বলেই ওটা করেছে বুড়োটা। আর ডাইনীটা আমাকে নিয়ে খেলা করেছে অথচ আমি হাত বাড়ালেই বুড়োর ভয় দেখিয়েছে। বায়রণ, প্লিজ তুমি রাজী হয়ে যাও। আমি জানি ইনভিটেশন কাপ না পেলে বুড়ো মরে যাবে। গত বছর যখন প্রিন্সকে কেনা হয় তখন থেকেই জপের মালা ঘোরাচ্ছে বুড়ো।'

বায়রণ উঠে দাঁড়াল, 'শ্যামু, আমি তোমার কথা শুনলাম।'

শ্যাম শর্মা সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল, 'তাহলে আমি তোমার হয়ে টাকাটা লাগিয়ে দিচ্ছি ওকে!'

মাথা নাড়ল বায়রণ, 'আমাকে একটু ভাবতে দাও।'

'নো। ভাববার কিছু নেই।'

'আছে। কারণ আমি এখান থেকে হেরে চলে যেতে চাই না।'

'হোয়াট!' শ্যাম শর্মা উঠে দাঁড়াল।

'শ্যাম! এই ঘরে তোমার পিতৃদেব টেপরেকর্ডারের লুকিয়ে রেখেছেন। তুমি এতক্ষণ যেসব কথা বলেছ তার সবই রেকর্ডেড হয়ে গেছে। আমি তোমার জন্যে দুঃখিত।' বায়রণ সামান্য হাসল।

শ্যাম শর্মা মুহূর্তেই ফ্যাকাসে হয়ে গেল। স্পষ্ট দেখা গেল সে কাঁপছে। পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে সে গট-গট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মাথা ঝাঁকালো বায়রণ। সে কি করতে পারে? এদের পারিবারিক রেষারেষির সঙ্গে নিজেকে জড়াবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। দশ বছর আগে ভাগ্যের হাতে শিকার হয়ে তাকে কলকাতা ছাড়তে হয়েছিল। আজ পৃথিবীর কোন কিছুর মূল্যেই সে তার বদলা নেওয়া থেকে বিরত হবে না। সে ফিরে যাবে এবার উইনার হয়ে। মাথা উঁচু করে। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ বাজী তাকে জিততেই হবে। বায়রণ এবার ঘরের চারপাশে

তাকাল। মাউথপিসটা কোথায় লুকোন আছে খুঁজে দেখা দরকার। এই ঘরে রয়েছি অথচ আমার কোন ব্যক্তিগত মুহূর্ত থাকবে না এমন হতে পারে না। হঠাৎ মনে হল সে যেন ক্রীতদাস। অনেকগুলো মানুষ তাকে বিভিন্নরকমে কিনে রেখে দিয়েছে।

কাঁধ ঝাঁকালো বায়রণ। তারপর তন্ন-তন্ন করে-মাউথপিসটাকে খুঁজতে লাগল ঘরে। মিনিট পনের কেটে গেল কিন্তু কোন হদিশ করতে পারল না সে। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে বাথরুমে ঢুকল বায়রণ। অত্যন্ত আধুনিক ব্যবস্থার এই স্নানঘর। এখানে নিশ্চয়ই ওটা লুকোন নেই। বাথরুমের দরজা বন্ধ করলে ঘর থেকে কোন শব্দই এখানে পৌঁছাবে না।

স্নান করে তোয়ালে জড়িয়ে বাইরে বেরোতেই জমে গেল বায়রণ। বুকের ভেতর একশটা সুমদ্র যেন হঠাৎ ঢেউ-এর ছোবল তুলে স্থির হয়ে গেল। সম্বিত ফিরতেই বায়রণ এক পা পিছিয়ে গেল বাথরুমে ফিরে যেতে। সঙ্গে সঙ্গে সেই খসখসে গলাটা শিরশিরানি তুলল, 'লজ্জা পাওয়ার কোন কারণ নেই। আপনি স্বচ্ছন্দ হতে পারেন।'

কিন্তু ততক্ষণে আবার আড়ালে ফিরে গিয়েছে বায়রণ। সমস্ত শরীর কেমন ঝিম-ঝিম করছে। ক্লিওপেট্রা কখন নিঃশব্দে এই ঘরে এসেছে সে টের পায় নি। সোফায় হেলান দিয়ে যে ভঙ্গীতে ক্লিওপেট্রা তাকিয়ে ছিল সহ্য করা সহজ নয়। খুব দ্রুত পোশাক পরে নিল সে। যদিও এটি ময়লা নয় তবু ভেবেছিল একটা হালকা কিছু দূরে গিয়ে পরে নেবে, সেটা হল না।

দরজা খুলে সে প্রথম খুব সতর্ক ভঙ্গীতে ঠোঁটের ওপর আঙুল রাখল। ক্লিওপেট্রা কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু ওর এই সতর্ক ভঙ্গী দেখে বেশ অবাক হয়ে গেল। দ্রুতপায়ে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল বায়রণ। সেখানে পড়ে থাকা একটা প্যাডে লিখল, 'এই ঘরে মাউথপিস লুকনো আছে, সাবধানে কথা বলবেন।' লেখাটা ক্লিওপেট্রার সামনে তুলে ধরলে তার মুখের আলো নিভে গেল। কিন্তু খুব দ্রুত সেটা সামলে নিয়ে প্যাডেই লিখে দিল, 'কথা আছে জরুরী।' তারপর গলা তুলে জানালো, 'আপনার আজকের দৌড় অনবদ্য হয়েছে, টেলিফোনে পেলাম না এবং এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম বলে মনে হল অভিনন্দন জানিয়ে যাই।'

বায়রণ বলল, 'ধন্যবাদ।' কিন্তু ক্লিওপেট্রার পাঁচটা আঙুল যে সদ্য লেখা কাগজটাকে প্যাড থেকে ছিঁড়ে গোল্লা পাকিয়ে ফেলেছে তাও ওর নজর এড়াল না। ক্লিওপেট্রা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার এখানে কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো মিঃ বায়রণ? শর্মা এত ব্যস্ত থাকে যে সবসময় খেয়াল করতে পারে না—'

'না, না, আমার কোন অসুবিধে হচ্ছে না। আমি খুব আরামে আছি, এ নিয়ে আপনারা মোটেই চিন্তা করবেন না।' কথাগুলো বলবার সময় একধরনের

ঠান্ডা স্রোত বইছিল দুজনের মধ্যে। ওরা কেউ কাউকে এই সংলাপগুলো বলছে না। ঘরের ভেতরে লুকিয়ে মাথা মাউথপিসটার উদ্দেশ্যেই এগুলো বলা। কিন্তু এরকম কথা কতক্ষণ বলা যায়?

বায়রণের কথা শেষ হওয়া মাত্র ক্লিওপেট্রা ঘর ছেড়ে চলে গেল। এই যাওয়াটা বেশ অদ্ভুত ধরনের। মুখের একটা রেখাও নড়ল না। চোখ এই রাতেও রঙিন কাঁচের আড়ালে, তাই সেখানে কি খেলা চলছে বোঝার উপায় নেই। কিন্তু যে অসাধারণ নিস্পৃহতায় ক্লিওপেট্রা ঘর ছেড়ে উঠে গেল তা আয়ত্ত করা সহজ নয়। এবং এর জন্যে বায়রণ প্রস্তুতও ছিল না।

সংবিত ফিরে আসতেই ও আয়নার দিকে তাকাল। চুল ভিজে এবং এখন অবিন্যস্ত থাকায় ওর চেহারাটা অদ্ভুত দেখাচ্ছে। দ্রুত নিজেকে সাজিয়ে নিল বায়রণ। তারপর দরজা খুলে হলঘরে পা রাখল। সেখানে মৃদু আলো জ্বলছে। বাইরের বারান্দায় আসতেই ভারালুকে দেখতে পেল বায়রণ। ওকে দেখে দ্রুত এগিয়ে এসে নমস্কার করে ভারালু জানালো, ‘স্যার, মেমসাহেব গাড়িতে আছেন।’

‘ও।’ বায়রণ একটু ইতস্তত করল, ‘পল এলে—।’

‘বলে দেব স্যার। আপনি তো আজ বড় সাহেবের বাড়িতে ডিনার করবেন।’

ভারালুর কথায় অবাক হয়ে গেল বায়রণ। একথা তো হরি শর্মা বলেন নি তাকে। ভারালু জানলো কি করে। কিন্তু নিজের বিস্ময় গোপন রেখে সে মাথা নেড়ে গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

মার্সিডিজটা তখন সচল হয়েছে। ও কাছে আসতেই দরজা খুলে গেল। নীরবে ভেতরে ঢুকে ক্লিওপেট্রার পাশে বসতেই মোহিনী হাসিটি দেখতে পেল সে। মৃদুস্বরে বায়রণ জিজ্ঞাসা করল, ‘অমন আচমকা ঘর ছেড়ে এলেন কেন?’

‘ওভাবে কথা বলা যায় না।’

‘কিন্তু আমি যে বাইরে আসবো তা আপনি জানলেন কি করে?’

‘আমি জানি।’

কথাটা বলার সময়ে গলার স্বরে এমন মায়া জড়ানো যে বায়রণের মনে হল সে মরে যাবে। কোনরকমে সে বলল, ‘আপনার জানা ভুল হতেও তো পারতো!’

ক্লিওপেট্রা মাথার চুলে বিলি কেটে বলল, ‘হয় না।’

‘শুনলাম মিঃ শর্মা আমাকে ডিনারে নেমন্তন্ন করেছেন।’

‘এ-ছাড়া আপনাকে বের করার কোন উপায় ছিল না।’

‘তার মানে— ?’

‘ভয় পাওয়ার কিছু নেই। মিঃ শর্মার হয়ে আমি আপনাকে নিমন্ত্রণ করছি। দয়া করে কি আপনি তা গ্রহণ করবেন?’ কথা বলবার ভঙ্গীতে এমন একটা

কৌতুক ছিল যে ওরা দুজনেই একসঙ্গে হেসে উঠল।

বাকি পথটা কেউ কথা বলল না। ক্লিওপেট্রা জানলায় চোখ রেখে উদাস ভঙ্গীতে বসে ছিল। বায়রণের মনে হচ্ছিল কোন একটা দুশ্চিন্তা ওকে বিব্রত করছে। সে কি কথা বলবে বুঝতে না পেরে নিজেকে গুটিয়ে নিল। কিন্তু তার চোখদুটোকে সে কিছুতেই সরাতে পারছিল না। সত্যি অপূর্ব সুন্দরী মহিলা। হরি শর্মার পছন্দ আছে। এখন এই অলস ভঙ্গীতে বসে থাকার সময়ে ওর ভারী বুকের মাখনরঙা ডিমদুটোকে কেমন মায়াময় দেখাচ্ছে। সরু কোমর, গভীর নাভি, দুটো উরু যেমনভাবে পরস্পরকে জড়িয়ে রেখেছে তা দেখে সমস্ত শরীরে জ্বলুনি শুরু হয়ে গেল বায়রণের। এই প্রথম কোন মহিলাকে দেখে তার ভেতরে ভেতরে এমন ভূমিকম্প হয়ে যাচ্ছে।

বিরাট একটা এ্যাপার্টমেণ্ট হাউসের সামনে এসে গাড়িটা থামল। বাড়িটার নাম সমুদ্র। মিঃ শর্মার মতো মানুষ যে আর পাঁচটা লোকের সঙ্গে এরকম একটা বাড়িতে থাকবেন আশা করে নি বায়রণ। যদিও জায়গাটা খুব সাহেবী অঞ্চল এবং অনুমানে বোঝা যাচ্ছে যে এইসব এ্যাপার্টমেন্টের দাম প্রচুর, তবু বায়রণ অন্যরকম আশা করেছিল। গাড়ি থামতেই দু'জন বেয়ারা দৌড়ে এল। সেলাম করে গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়াল তারা। বায়রণের মনে এল একটা নিশ্চয় স্পেশ্যাল খাতির, সব বাসিন্দার জন্যে ওরা এরকম করে না।

ক্লিওপেট্রা কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা বাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল। এমনকি বায়রণকে পর্যন্ত সঙ্গে আসতে বলা প্রয়োজন মনে করল না। মনে ঈষৎ জ্বালা অনুভব করলেও বায়রণ ওকে অনুসরণ করল। ওখানে আর একটু বেশী দাঁড়িয়ে থাকাটা দৃষ্টিকটু হতো। মহিলার ওপর একটু একটু করে সে জ্বলছিল। তাকে নিয়ে যেন অতি অবহেলায় খেলা করে চলেছে ক্লিওপেট্রা। না, এরকমটা হতে দেওয়া আর উচিত নয়। কাছাকাছি হতেই ক্লিওপেট্রা বলল, 'আজ অবধি কোন জকিকে আপনার মতো স্মার্ট মনে হয় নি।'

কথাটার জন্যে প্রস্তুত ছিল না বায়রণ, বললো, 'হঠাৎ একথা ?'

'জকিরা সাধারণত বেঁটে, শুটকো টাইপের হয়। আপনি আলাদা।'

'আমার উচ্চতা বেশী নয়।'

'কিন্তু মানানসই।'

'তাই ?'

'হুঁ।'

লিফ্‌ট এসে গিয়েছিল। লিফ্‌টম্যান ক্লিওপেট্রাকে দেখামাত্র সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সেলাম করল। পাঁচতলায় নামিয়ে দিয়ে লোকটা চলে যেতেই বায়রণ একটা লম্বা করিডোর দেখতে পেল। মোজায়েক মেঝের ওপর ঠুনঠক শব্দ তুলে ক্লিওপেট্রা

এগিয়ে গিয়ে একটা কলিংবেল টিপে ওর দিকে তাকল। ঈষৎ মাথা নাড়ায় বোঝা গেল বায়রণকে এগোতে বলছে সে।

বিশাল চেহারার এক মহিলা দরজা খুলে সসঙ্কোচে সরে দাঁড়াল। বায়রণ দেখল ক্লিওপেট্রা তাকে আমল না দিয়ে হলঘরে ঢুকল। ঢুকেই ঘরে দাঁড়াল, 'আপনি এখানে এসেছেন বলে আমার এবং আমার স্বামীর ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।'

ঘাবড়ে গেল বায়রণ। এ কিরকম কথাবার্তা। সে একটু বোকার মতো হাসল। ক্লিওপেট্রা ততক্ষণে রমণীটির দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, 'সাহেব আমাদের সঙ্গে ডিনার করবেন। বড়সাহেব টেলিফোন করেছিলেন ?'

'উনি এইমাত্র বেরিয়ে গেলেন।' অত বিশাল শরীর থেকে অত্যন্ত সরু একটি স্বর বের হল। কথা না বললে বায়রণ রমণীটিকে আফ্রিকান ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারত না।

'শ্যাম ?'

'ছোটসাহেব ফেরেন নি।'

'একমাত্র বড়সাহেব ফিরলেই আমাকে খবর দেবে। অন্য কেউ এলে আমি দেখা করতে চাই না। এই সাহেবের সঙ্গে আমার জরুরী আলোচনা আছে। আসুন মিঃ সেইন।' বিনীত ভঙ্গীতে তাকে ডেকে ক্লিওপেট্রা বাঁ দিকে এগিয়ে চলল। বোঝা যাচ্ছে এই ফ্ল্যাটে অনেকগুলো ঘর। হয়তো দু'তিনটে ফ্ল্যাট একসঙ্গে কিনে নিয়ে আলাদা আলাদা মহল করে নিয়েছেন হরি শর্মা। ক্লিওপেট্রার মহলে ঢুকতেই পেছনের দরজাটা আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল। বড় ঘরটায় এসে ধাঁধিয়ে গেল বায়রণের। যেন একটা কিওরিও শপে ঢুকেছে সে। ঘরের দেওয়ালে বিশাল একটা ঈগল উড়ে যাচ্ছে খরগোশকে পায়ে চেপে। সেই ঘরটি পেরিয়ে আর একটি ঘর। সেখানে দেওয়াল জুড়ে ক্লিওপেট্রার মুখ। এই মুখে রঙিন চশমা নেই, শিশুর মতো মিষ্টি চাহনি। ঘরে কোন চেয়ার বা সোফা নেই। দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে একটা বিরাট ডিভান। এটি নিশ্চয় ক্লিওপেট্রার শোওয়ার ঘর নয়। এক নিমেষে জুতো এবং ব্যাগ ছেড়ে ক্লিওপেট্রা ওর দিকে ঘুরে দাঁড়াল, 'কি খাবেন বলুন, এখন।'

'কিছু না।'

'রাগ করেছেন ?'

'বাঃ, রাগ করার মতো কোন কাজ কি আপনি করেছেন ?'

অপাঙ্গে ওকে দেখলো ক্লিওপেট্রা। তারপর ডিভানের দিকে হাত তুলে বলল, 'আপনি বিশ্রাম করুন, আমি একটু ফ্রেশ হয়ে আসি।'

ওপাশে যে একটা দরজা ছিল এতক্ষণ বোঝা যায় নি। ক্লিওপেট্রা গেলে সেটা টের পাওয়া গেল। এখন ঘরে সে একা। একটা তাকিয়া টেনে নিয়ে বায়রণ

ডিভানে বসল। হঠাৎ তাকে ডেকে আনা হল কেন? বোঝাই যাচ্ছে ডিনারের কোন পরিকল্পনা আগে থাকতে ছিল না। মিসেস শর্মা নিশ্চয়ই দুঃসাহস দেখাচ্ছেন! একজন সামান্য জকিকে এভাবে বাড়িতে আনা এ তো ধনীগৃহিণীর পক্ষে শোভা পায় না। হরি শর্মা কি এই কারণে কৈফিয়ৎ চাইবেন না? কিন্তু ওর আসল উদ্দেশ্য কি? কেন গিয়েছিলেন উনি রেস্ট হাউসে! বায়রণ ভেতরে ভেতরে ক্রমশ নার্ভাস হয়ে পড়ছিল। ডিভানে হেলান দিয়ে কখন যে তার চোখ বন্ধ হয়েছিল টের পায় নি, ছোট্ট একটা হাসির টোকায় চেতন এল।

'ক্লান্ত?'

ক্লিওপেট্রা এখন সামনে দাঁড়িয়ে। এর মধ্যে পোশাক পাল্টানো হয়ে গেছে। হালকা নীল একটা ম্যাক্সী ওর পরনে। ওটাকে কি ঠিক ম্যাক্সী বলা যায়? যদিও পায়ের পাতায় তার ঝালর ছুঁয়েছে কিন্তু কাঁধের ওপর দুটো সরু স্ট্র্যাপ ছাড়া কিছু নেই। দুটো শঙ্খের মতো সাদা নিটোল বাহু এবং কাঁধ পৃথিবীর সমস্ত চোখকে অন্ধ করে দিতে পারে। কোমরের ওপর পোশাকটি আঁটো হওয়ায় বুকের সমুদ্র ফুঁসে উঠেছে।

বায়রণ সোজা হয়ে বসল, 'না। আমি ভাবছিলাম।'

'কি?'

'আমাকে হঠাৎ এভাবে ডেকে আনলেন কেন?'

'ওখানে কথা বলা যেত না, তাই।'

'আপনার স্বামী এটা পছন্দ করবেন কি?'

'সেটা আমার চিন্তা, তাই না?'

ক্লিওপেট্রা পাশে এসে বসল এবার। সঙ্গে সঙ্গে দম বন্ধ হয়ে গেল যেন বায়রণের। অদ্ভুত একটা মিষ্টি গন্ধ নামে এল, বুকের ডিমদুটো বুঝি উত্তাপেই বিস্ফারিত। বায়রণ কোনরকমে উচ্চারণ করল, 'বলুন!'

'কালকের ইনভিটেশন কাপ যেন জুপিটার না জেতে!'

'জুপিটার! আমি—।'

'কুমারমঙ্গলমের ঘোড়াটা জিতলে আমি হেরে যাব শ্যামুর কাছে।'

'দেখুন, আমাকে মিঃ শর্মা এনেছেন। তার ঘোড়া জেতানোই আমার কাজ। অন্য কোন ঘোড়া যদি বেটার হয় আমি চেষ্টা করেও পারব না কিন্তু প্রিন্সকে জেতানো ছাড়া আমি অন্য কিছু ভাবছি না।

একটা উত্তপ্ত নরম হাত বায়রণের বাজু স্পর্শ করতেই সে কেঁপে উঠল। খুব আদুরে গলায় উচ্চারণ হল, 'কিন্তু আমি যে মার্টিনকে সই করে দিয়েছি।'

'তার মানে?'

'ওঁর সমস্ত ঘোড়ার মালিকানাস্বত্ব হয় আমার নয় আমার এবং শ্যামের। আমার গুলোর দায়িত্ব সামনের থেকে আমি মার্টিনকে দিয়ে দিয়েছি।'

'কেন?'

'মার্টিন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ হর্স-ট্রেনার।'

'তাতে কি হয়েছে?'

ক্লিওপেট্রার পাঁচ আঙুল তার ডানহাতের পাঁচটা আঙুলকে জড়িয়ে ধরল সাপের মতন। ফিসফিস গলায় কথা বলল ক্লিওপেট্রা, 'আমি ওকে বাঁচাতে চাই।'

'কাকে?'

'আমার স্বামীকে। ওকে শ্যাম মেরে ফেলতে চায়। হাজার বোঝালেও হরি এই ঘোড়ার জগত থেকে সরে যাবে না। শ্যাম সেইটে চাইছে। হাঁটুর বয়সী ও, সম্পর্কে আমার ছেলে, কিন্তু আমার কাছ থেকে ও অন্যকিছু আশা করে। এতদিন অনেক ভুলিয়ে চলেছি কিন্তু এখন আর মুখোমুখি না হয়ে উপায় নেই। আমি হরির সমস্ত ঘোড়া মার্টিনকে দিয়ে দিতে চাই। ও বাঙ্গালোরে ঘোড়াগুলোকে দৌড় করাক। মার্টিন ইচ্ছে করলে ভারতবর্ষের সব বাজি আমাদের এনে দিতে পারে। হরি যা চাইছে তাই হবে। তাহলে। শুধু শ্যাম সরে যাবে মঞ্চ থেকে। সেইন, তুমি হয়তো সেদিন আমাদের ঘোড়াগুলোকে চালাবে। তাই না?'

'আমি! একথা জানলেন কি করে?'

'আমি সব জানি। যেমন জানি এয়ারপোর্টে আমাকে দেখামাত্র তোমার চোখে কি দৃষ্টি এসেছিল। বল, জানি না?'

এক বিরাট ঢেউ যেন আচমকা উঠে এসে ছোঁ মেরে তাকে তুলে নিয়ে গেল। নিজের পায়ের শিকড় এত দ্রুত আলগা হয়ে গেল যে সে কখন ক্লিওপেট্রার সরু কোমর দুহাতে জড়িয়ে ধরে বুকের পাঁজরে ওকে মিশিয়ে নিয়েছে তা টের পায় নি। উম্-ম্ শব্দে ক্লিওপেট্রার ঠোঁট থেকে নিঃশ্বাসটা বেরিয়ে আসতেই সেই ঢেউ ঝড় হয়ে গেল। দুটো ঠোঁটের সব স্বাদ আকণ্ঠ গ্রহণ করতে করতে সে সম্বিতে এল। ক্লিওপেট্রার দুই হাতের তীক্ষ্ণ নখ ততক্ষণে ওর পিঠে অদ্ভুত যন্ত্রণা মেশানো সুখ দিচ্ছে। শিরায় শিরায় রক্ত দুলছে। ক্লিওপেট্রার স্তন এখন স্ফীত হয়ে উপচে উঠেছে। বায়রণ মুখ নামাল। সঙ্গে সঙ্গে পিঠের ওপর বসে যাওয়া নখ শিথিল হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্তমাত্র, হঠাৎ এক ঝটকায় নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গেল ক্লিওপেট্রা। এরকম কান্ডের জন্য একটুও প্রস্তুত ছিল না বায়রণ। অবাক চোখে সে মুখ তুললো। ক্লিওপেট্রা ততক্ষণে পোশাক ঠিক করে নিয়েছে। বাঁ হাত চুল গোছাতে গোছাতে বলল, 'তুমি ভীষণ দুষ্টু।'

কথাটা বলার মধ্যে এমন একটা মাদকতা ছিল যে বায়রণ আবার মাতাল হল।

সে দুহাত বাড়িয়ে ডাকল ক্লিওপেট্রাকে। এক চুলও নড়ল না ক্লিওপেট্রা। তেমনি দাঁড়িয়ে ঈষৎ ঘাড় বেঁকিয়ে বলল, 'ন্‌না, তুমি আমাকে কথা দাও নি।'

'কি কথা?' নিজের গলার স্বর নিজের কাছেই অচেনা লাগছিল বায়রণের।

'মার্টিনের জন্যে আগামীকাল রেস করবে তুমি!'

সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত শীতলতা সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ল তার। এই মুহূর্তে ওই মহিলার অনুরোধ প্রত্যাখান করা মানে—। সে ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল, 'ঠিক আছে, আমি মিঃ শর্মার সঙ্গে কথা বলে দেখি।'

'না। মিঃ শর্মা নয়। আমি যা বলছি তাই তুমি করবে!'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল বায়রণ, তারপর দুটো হাত বাড়িয়ে কাছে ডাকল ক্লিওপেট্রাকে। মোহিনী হাসি ছড়াল সেই মুখে, 'আমি পুরুষজাতটাকে বিশ্বাস করি না।'

'কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করো'।

'করব। কাল রাত্রে। তুমি আমাকে নিশ্চিন্ত করো আগামীকাল বিকেলে আর আমি তোমাকে পূর্ণ করব কাল রাত্রে। কথা দিলাম। এসো।' কথাটা শেষ করেই ক্লিওপেট্রা ঘুরে দাঁড়াল। এবার নিজেকে ভীষণ খেলো মনে হতে লাগল বায়রণের। তার শরীরের উত্তেজনা এখন উধাও হয়ে অদ্ভুত বিষাদ এবং ক্লান্তি ছেয়ে যাচ্ছে। এই মহিলা তাকে ক্রীতদাসের মতো ব্যবহার করছেন এখন। ওর মহার্ঘ্য শরীরের জন্যে বায়রণ একটু আগেও পৃথিবীর স্বত্ব ছেড়ে দিতে পারত। কোন রমণী তাকে এমনভাবে মাতাল করতে পারে নি কখনো। কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে তার অবস্থা শ্যামের মতনই। গন্ধ পেয়েছে কিন্তু স্বাদ নিতে দেয় নি ক্লিওপেট্রা। নিজের শরীরটাকে টেনে টেনে সে মহিলার পেছন পেছন বেরিয়ে আসছিল। শেষ দরজাটির সামনে দাঁড়িয়ে ক্লিওপেট্রা আবার হাসল, 'কালকের রাতটা তাহলে আমাদের রাত হোক।' তারপরই দরজা খুলে হতঘরে পা বাড়াল সে।

সেই বিশাল দীর্ঘাঙ্গী রমণীটি তখনও দাঁড়িয়ে। ওপাশের দেওয়াল ঘড়িতে জলতরঙ্গ বাজলো, রাত নটা। ক্লিওপেট্রা জিজ্ঞাসা করল, 'সাহেব আসে নি?'

নীরবে মাথা নাড়ল রমণী। ক্লিওপেট্রা বলল, 'ডিনার রেডি?'

ঘাড় নাড়ল রমণী, হ্যাঁ। তারপর চলে গেল ভেতরে।

'আর রাত করে লাভ নেই, এসো আমরা ডিনার টেবিলে বসি।'

দাসীটির কথা ভাবছিল বায়রণ। মেমসাহেব সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন পুরুষের সঙ্গে নিজের মহলে এতক্ষণ দরজা বন্ধ করে কাটালেন কিন্তু এর কোন প্রতিক্রিয়া ওর চোখমুখ বা ব্যবহারে নেই। আশ্চর্য! ও কি এরকম দেখতে অভ্যস্ত।

খাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। তবু ক্লিওপেট্রার পেছন পেছন সে ডিনার টেবিলে

পৌঁছে গেল। না, এই বাড়িতে আরো লোক আছে। দুজন উর্দি-পরা বাবুর্চি প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে। ওরা চেয়ারে বসতেই বাইরে কোথাও শব্দ হল। ক্লিওপেট্রার ভুরু ডানা মেলল। একটু ভেবে উঠে দাঁড়াল সে, 'জাস্ট এ মিনিট।' তারপর দ্রুত পায়ে চলে গেল হলঘরের দিকে।

বাবুর্চি দুটো দুপাশে পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে আছে। মেমসাহেবের হুকুম না হলে ডিনার পরিবেশন করা হবে না। বায়রণ চারপাশের বিত্তের ওপর চোখ বোলাচ্ছিল। মিনিট তিনেক পরে শিথিল পায়ে দরজায় এসে দাঁড়াল ক্লিওপেট্রা! 'সেইন!'

বায়রণ তাকাল। বেশ বিচলিত দেখাচ্ছে যেন ক্লিওপেট্রাকে।

'উনি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন।'

'কে?'

'আমার স্বামী!'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বায়রণ। হরি শর্মা তাহলে ফিরে এসেছেন।

হঠাৎ কেমন একটা শিরশিরানি অনুভব করল সে। তাকে এখানে নিয়ে আসার ব্যাপারে কি কৈফিয়ৎ দিয়েছে ক্লিওপেট্রা?

গম্ভীর মুখে বায়রণ ক্লিওপেট্রাকে অনুসরণ করল। এটা আর একটা মহল। ড্রইংরুমে ঢুকতেই হরি শর্মা নজরে এলেন। ঢাউস একটা সোফায় পিঠ এলিয়ে নিঃসাড়ে পড়ে আছেন। চোখ বন্ধ।

ক্লিওপেট্রা দ্রুত তাঁর মাথার কাছে এগিয়ে গিয়ে কপালে হাত রাখল, 'মিঃ বায়রণ, সেইন এসেছেন।'

খুব ধীরে চোখের পাতা মেললেন হরি শর্মা। ভীষণ বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে ওঁকে। যেন সোজা হয়ে বসবার ক্ষমতাটুকুও ওঁর নেই। ক্লান্ত গলায় কথা বললেন, 'সিট ডাউন সেইন।'

সামনের সোফায় বসল বায়রণ, সে কোন কিছুর হদিশ করতে পারছিল না। হরি শর্মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি রেস্ট হাউস থেকে কখন বেরিয়েছ?' চকিতে ক্লিওপেট্রার দিকে তাকাল বায়রণ। কি বলতে চাইছেন মিঃ শর্মা? সে কি এখানে সত্যি কথাই বলবে? না বলার কোন কারণ নেই। বায়রণ সময়টা জানালো। ডান হাত তুলে স্ত্রীর বাজু স্পর্শ করলেন হরি, 'ঈশ্বর তোমাকে দিয়ে একটা উপকার করিয়েছেন। তুমি যদি ওকে রেস্ট হাউস থেকে তখনই না নিয়ে আসতে তাহলে এতক্ষণ সেইনের সৎকারের আয়োজন করতে হতো লীন।'

'তার মানে?' প্রশ্নটা একই সঙ্গে দু'জনের মুখ থেকে বেরিয়ে এল।

'কয়েকজন লোক গোপনে রেস্ট হাউসে ঢুকে সমস্ত কিছু তছনছ করছে। বায়রণ যে ঘরে আছে সেটিকে প্রায় ধ্বংস করে ফেলেছে। ভারালু আহত হয়ে

এখন হাসপাতালে শুয়ে রয়েছে। আমার দারোয়ানরা কাউকেই ধরতে পারে নি। পুলিশ এনকোয়েরি করছে।' কথাটা শেষ কম্মার সময় মুখ বিকৃত করলেন মিঃ শর্মা।

'কে এ কাজ করবে?' বায়রণ সোজা হয়ে বসল।

'জানি না।'

সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যেবেলায় দেখা শ্যাম শর্মার মুখ মনে পড়ে গেল বায়রণের। শ্যাম তাকে শাসিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ব্যাপারটা যে সত্যি এতদূর গড়াবে সে চিন্তাও করে নি। ক্লিওপেট্রা বলল, 'যারা লর্ড কৃষ্ণাকে আহত করিয়েছে তারাই রেস্ট হাউসে এসেছিল।'

'আমরা শুধু অনুমানই করতে পারি, তাই না?' হরি শর্মা বললেন!

'হ্যাঁ। কিন্তু জুপিটারকে কিছুতেই রেস জিততে দেব না।'

'জুপিটার!' শব্দটা উচ্চারণ করার সময় অসহায় ভাবে হাত নাড়লেন শর্মা। তারপর বললেন, 'সেইন, তোমার জিনিসপত্র আমি হোটেল হিন্দুস্থানে পাঠিয়ে দিয়েছি। সমস্ত সিকিউরিটির ব্যবস্থা করেছি। তুমি এখান থেকে হোটেলে ফিরে যাবে।'

মাথা নাড়ল বায়রণ। তারপর উঠে দাঁড়াল।

হরি শর্মা হাত তুললেন, 'যেও না, না খেয়ে চলে যাবেই বা কেন? তাছাড়া তোমার সঙ্গে আমার জরুরী কথা আছে।'

বায়রণ আবার বসল। হরি শর্মাকে সত্যিই বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে তীব্র ঝড় বয়ে গেছে ওঁর ওপর দিয়ে। একবার স্ত্রীর দিকে তাকালেন তিনি। ক্লিওপেট্রার মুখ পাথরের মতন স্থির।

হরি শর্মা বললেন, 'আমি তোমাকে বাধ্য হয়ে একটা হুকুম করতে চাই। তুমি নিশ্চয়ই বুঝবে এটা করতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। কিন্তু তা না করে আমার উপায় নেই। কাল ইনভিটেশন কাপে প্রিন্স জিতুক এখন আমি আর চাই না।'

ঘরে বাজ পড়লেও এতখানি চমকে উঠত না। বায়রণ হাঁ করে গেল। একি কথা শুনছে সে! এত উৎসাহ দেখিয়ে তাকে যে ঘোড়া জেতাতে নিয়ে আসা হল, প্রতি মুহূর্তে হরি শর্মা যার জেতার সঙ্গে নিজের স্বপ্নকে জড়িয়েছেন সেই ঘোড়াকেই না জেতাতে বলছেন তিনি। শ্যাম শর্মা কিংবা ক্লিওপেট্রা যা চাইছে তার সঙ্গে হাত মেলালেন ভদ্রলোক। বায়রণের ইচ্ছে করছিল চিৎকার করে প্রতিবাদ করে। কিন্তু হরি শর্মা কথা বললেন, 'আমি জানি তুমি আমার মতনই আপসেট হবে। আমি পলকেও এই সিদ্ধান্তের কথা জানাই নি। তোমাকে আনবার ব্যাপারে পলের উপদেশ ছিল। তোমার অতীত ঘেঁটে পল বলেছিল কোন কিছুর মূল্যেই

তুমি ইনভিটেশন জেতার সম্মান হারাবে না। আমরা তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম। কিন্তু সেই আমি এখন তোমাকে বলছি, এবার ভুলে যাও সেইন। সামনের বার আমার ঘোড়া ইনভিটেশন জিতবে এবং আই প্রমিস, তুমি সেই ঘোড়া চালাবে।'

'সামনের বছর?' ফ্যাসফেসে গলায় বলল বায়রণ।

'হ্যাঁ। মার্টিনের স্টেবলে।'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না মিঃ শর্মা। আপনি কি বলছেন?'

'সত্যি কথাটা হল দিস ইয়ার আই এ্যাম নট গোয়িং ফর দি ইনভিটেশন।'

'কেন?'

'বায়রণ, আমার চারপাশে ষড়যন্ত্র। সবাই আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চায়। আজ বিকেলে মার্টিন বলল সে সন্দেহ করছে লর্ড কৃষ্ণার আহত হবার পেছনে অন্তর্ঘাত আছে। এবং সে মরীয়া, এখান থেকে সম্মান নিয়েই সে ফিরবে। সোজাসুজি আমার সাহায্য চাইল মার্টিন। বলল, লর্ড কৃষ্ণা থাকলে তার কোন চিন্তাই ছিল না। সে সামনের বছর আমার সব ঘোড়ার দায়িত্ব নিয়ে অল-ইন্ডিয়া রেসিং-এ আমাকে চ্যাম্পিয়ন করে দিতে পারে একটা সর্তেই এবং সেটা হল ওর ঘোড়া যদি সানকে জিততে সাহায্য করে দিতে করে তবে। না হলে ওর পক্ষে আমার ঘোড়া নেওয়া সম্ভব নয়। আমি জানি মার্টিন আমাকে ব্ল্যাকমেইল করছে। প্রথমে আমি রাজী হই নি। কিন্তু রেস্ট হাউসের খবরটা শোনার পর আমার মনে হল মার্টিনের সঙ্গে শত্রুতা করে লাভ নেই। এবছর ওকে ছেড়ে দিলে সামনের বছর আমি দশগুণ ফিরে পাব।'

'আপনি পাবেন এমন নিশ্চিত হচ্ছেন কি করে? রেস তো অনিশ্চিত।'

'জানি! তুমি কি নিশ্চিত করে বলতে পারো প্রিন্স জিতবেই।'

ঘাড় নাড়ল বায়রণ, 'না, পারি না।'

'তাহলে! পলকে আমি সিদ্ধান্তের কথা জানাই নি কিন্তু ও জানবেই! মার্টিনকে কথা দেওয়া মাত্র প্রিন্সের দর বাড়ছে।'

ঠিক সেই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। মিসেস শর্মা ধরলেন, 'ইয়েস।'

তারপরই রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে বললেন, 'পল।'

'ওকে বলে দাও আমি অসুস্থ। আর ডিসিসন ইজ কারেক্ট।'

মিসেস শর্মা হাত সরালেন, 'ইয়েস। আপনি ঠিকই শুনেছেন। না, ওঁর সঙ্গে কথা বলা যাবে না, উনি খুব অসুস্থ। হ্যাঁ ভাল থাকলে মাঠে যাবেন। না, না, বায়রণ কোথায় আছে আমরা জানবো কি করে। গুড নাইট!'

রিসিভার নামিয়ে মিসেস শর্মা বললেন, 'পল খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছে। বলছে বাজারে জোর খবর প্রিন্স ট্রাই হবে না। এমনকি বাকিরাও দর বাড়িয়ে দিচ্ছে।'

হরি শর্মা বললেন, 'প্রিন্সের ট্রেনার হিসেবে পলের উদ্বেগ স্বাভাবিক। কিন্তু সে তো জানে সামনের বছর আমি মার্টিনের কাছে ঘোড়া পাঠাবো তবু কেন!' কথাটা শেষ করলেন না উনি।

মিসেস শর্মা এগিয়ে এলেন, 'তুমি এবার ওঠো, এখন তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন।'

বড় বড় চোখে তাকালেন হরি শর্মা, 'হ্যাঁ, বিশ্রাম, করতে হবে।' স্ত্রীর সাহায্য ছাড়াই উঠলেন হরি শর্মা। থপ থপ করে ভেতরের দরজার দিকে কয়েক পা এগিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়ালেন। 'জানো, সেইন, আজ দুপুরেও মনে হচ্ছিল এবার যদি ইনভিটেশন কাপ না পাই তাহলে মরে যাব। ভেতরে ভেতরে ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম। জানি আমার মৃত্যু কেউ কেউ চায়। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আর একটা বছর বাঁচতে হবে আমাকে, সামনের বছর ইনভিটেশন কাপ অবধি অপেক্ষা করতে হবে। ম্লান হাসি ওঁর মুখে ছড়ানো। ধীরে ধীরে ভিতরে চলে যেতে যেতে বললেন, 'লীন তুমি সেইনের ব্যবস্থা করো, আমি ঠিক আছি।'

এখন দুজন এই ঘরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। বায়রণ লক্ষ্য করছিল ক্লিওপেট্রার অদ্ভুত পরিবর্তন হয়ে গেছে এর মধ্যে। এতক্ষণ হরি শর্মার কথামতো যা যা করেছে সবই যন্ত্রচালিত পুতুলের মতো। বায়রণ এর কারণটা বুঝতে পারছিল না। হরি শর্মার এরকম সিদ্ধান্ত নেওয়াতে ক্লিওপেট্রার তো খুশী হওয়ার কথা। স্বামীকে দলে পেলেন তিনি। অথচ ওর মুখ এত থমথমে কেন?

বায়রণ বলল, 'আমি এবার চলি!'

ক্লিওপেট্রা কথা বলল, 'কি সিদ্ধান্ত নিলেন?'

বায়রণ হাসবার চেষ্টা করল, 'উনি তো আপনাকেই সমর্থন করলেন।'

'আপনি?'

'আমি আজ্ঞাবহ মাত্র। তাহলে আগামীকাল রাত্রে দেখা হচ্ছে না কি বলেন?' ভুরু কুঁচকে গেল ক্লিওপেট্রার। অদ্ভুত একটা মায়াবী হাসি ফুটলো ঠোঁটে, 'হ্যাঁ, আপনার তো কিছুই করার থাকছে না, নিতান্তই আজ্ঞাবহ মাত্র।'

বায়রণ বেরিয়ে এল। লিফ্‌টে নীচে নামতেই একটা লোক ওকে সেলাম করে এগিয়ে গিয়ে মার্সিডিজের দরজা খুলে দাঁড়াল। অর্থাৎ ওপর থেকে ইতিমধ্যেই খবর নেমে এসেছে। মার্সিডিজের নরম গদিতে খুব অস্বস্তি নিয়ে বসল বায়রণ। কি করবে সে এখন?

হোটেল হিন্দুস্থানে সব ব্যবস্থাই করা ছিল। নিজের ঘরে ঢোকার সময় সে কোন গার্ড দেখতে পেল না। মিঃ শর্মা নাকি সিকিউরিটির ব্যবস্থা করেছেন, তারা কোথায়?

শরীরে খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। স্নান করল সে আবার। তারপর ঘরে খাবার আনিয়ে অল্প কিছু খেয়ে নিল। আগামীকাল তাকে রেস করতে হবে। প্রিন্সকে হারাতে হবে। মার্টিনের 'দি সানকে' জেতাবার ব্যবস্থা করতে হবে তাকে। নিশ্চয়ই মাঠসুদ্ধু লোক কালকে জেনে যাবে বায়রণ মোটেই জেতার জন্যে ছুটছে না। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠকাপে সে কলকাতার মাঠে ছুটবে একজন ইত্যাদির মতো। অথচ এমন ভঙ্গী করতে হবে যাতে স্টুয়ার্ডরা কোন সন্দেহ করতে পারে। এ্যাপ্রেন্টিস থাকার সময়ে দশবছর আগে শেষ যে ভুলটা সে করেছিল কালকেও সেটার অভিনয় করতে হবে।

টিপে টিপে যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল মাথায়। এই ঘরে ক্রমশ অস্বস্তি বেড়ে যাচ্ছে। একটু খোলা হাওয়ায় যেতে পারলে ভাল হতো। নীচের লনে গেলে কি সিকিউরিটি আপত্তি করবে ? এখন তার সিকিউরিটির কি দরকার। শর্মার সিদ্ধান্তের কথা জেনে গেছে যখন সবাই তখন সে আর লক্ষের কেন্দ্র হতে পারে না। বায়রণ বাইরে বেরিয়ে এল। লিফটে না ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে লাগল সে। রিসেপশনের সামনে এসেও কাউকে দেখতে পেল না বায়রণ। না, স্রেফ ভাঁওতা দিয়েছেন শর্মা। যাকে দিয়ে ঘোড়া জেতাতে হবে না তার কি প্রয়োজন আছে এখন ?

সার্কুলার রোডে আসতেই একজন লোক চিনে জোঁকের মতো পেছনে লাগল। পৃথিবীর সব সুন্দরী মেয়েরা নাকি তার ঠিকানায় আছে। দু-মিনিটের রাস্তা, সাহেব যদি অপছন্দ করেন একটা পয়সাও লাগবে না। কোনরকমে লোকটাকে এড়িয়ে একটা ট্যাক্সী নিল বায়রণ। বলল, 'খোলা মাঠে কয়েক পাক ঘুরবে।' রাতের ট্যাক্সীওয়ালারা বোধহয় এরকম খেয়ালী মানুষের অপেক্ষায় থাকে। গুন গুন করতে করতে সে রেড রোডের দিকে ট্যাক্সীটাকে নিয়ে যাচ্ছিল। রেসকোর্সটা চোখে পড়তেই শক্ত হয়ে গেল বায়রণ। আগামীকাল তাকে এখানে চোরের মতো ছুটতে হবে। ঈশ্বর!

আচ্ছা প্রিন্স কি জিততে পারত চেষ্টা করলে। সিজারকে গ্যালপ করার সময়ও তো তার মনে হয়েছিল স্প্রিনটার্স কাপ হাতের মুঠোয়। কিন্তু মাঠে নেমে তো সেটা হল না। ব্যাপারটা ভাবতে ভাবতে সে কিছুটা হালকা হল। হরি শর্মা বললেই যে সে জিতে যেত এমন তো নয়। বরং তখন জেতার জন্য মরীয়া হতে হতো। হারলে শর্মার কি হতো বলা যায় না। ট্যাক্সীটা তখন খিদিরপুরের দিকে বাঁক নিয়েছে। হঠাৎ মনে হতেই সে ড্রাইভারকে হেস্টিংসের স্টেবলের দিকে যেতে বলল। প্রিন্সকে একবার দেখতে খুব ইচ্ছে করছে তার।

ট্যাক্সীটাকে অপেক্ষা করতে বলল বায়রণ। এখন মধ্য রাত। চারপাশ নিস্তব্ধ।

এই সময়ে স্টেবলে ঢোকা আইন-বিরুদ্ধ। কয়েক পা এগোতে প্রহরীদের মুখোমুখী হল সে। ওরা সবাই বায়রণকে চেনে। দেখতে পেয়ে অবাক তারা। বায়রণ কামালের খোঁজ করল। ওরা গিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে কামালকে ডেকে আনতেই সে একেবারে হকচকিয়ে বলল, ‘আপনি এখানে ছোটেসাব?’

একটু আলাদা সরে গিয়ে বায়রণ বলল, ‘আমাকে একটু প্রিন্সের কাছে নিয়ে যেতে পারো কামাল? আমি ওকে দেখতে চাই।’

‘প্রিন্স! পল সাহেব অর্ডার দিয়েছেন কেউ যেন ওর কাছে না যায়।

‘আমি কাল ওকে রাইড করব। পলকে যা বলার আমি বলব।’

‘একটু দাঁড়ান ছোটেসাব।’

বায়রণ জানে না কামাল কার কাছে অনুমতি নিতে গেল। প্রহরীরা তাকে দেখছে। মিনিট পাঁচেক বাদে কামাল এসে তাকে ভেতরে নিয়ে চলল। যেতে যেতে বলল, ‘কাজটা বেআইনি, কিন্তু ছোটেসাব, আপনার কথা আমি না মানি কি করে! লোক বলছে কাল নাকি আপনি ট্রাই করবেন না। কিন্তু আমি ওকথা বিশ্বাস করি না। দশ বছর আগের আপনি আর আর এখনকার আপনি তো এক নন। আমি রেস খেলি না ছোটেসাব, কিন্তু আপনার জন্যে আমি প্রিন্সের ওপর পঞ্চাশ টাকা লাগিয়েছি।’

ম্লান হাসলো বায়রণ, ‘কিন্তু যদি আমি হেরে যাই!’

‘লড়ে হারলে কোন আফসোস নেই।’

বায়রণ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। বেচারা!

প্রিন্স দাঁড়িয়েছিল। স্টেবলের অন্য ঘোড়াদের কাছ থেকে আলাদা সরে রাজার মতো দাঁড়িয়ে আছে ও। মৃদু একটা আলো জ্বলছে এখানে। ওদের দেখা মাত্রই প্রিন্স কানখাড়া করে সোজা হয়ে দাঁড়াল। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল বায়রণ। কাছাকাছি যেতেই ঘোড়াটা অস্বস্তি নিয়ে দুপা সরে লেজ নাড়ল শব্দ করে। বায়রণ চাপা গলায় ডাকল, ‘প্রিন্স!’ তারপর ওর গলায় হাত রাখল সে। এবার বোধহয় চিনতে পারল প্রিন্স তাকে। ধীরে ধীরে মুখ ঘুরিয়ে ওকে দেখল সে। তারপর মাথা তুলে আদর খেতে লাগল চোখ বুজে। প্রিন্সের গায়ের স্পর্শ এবং গন্ধ অনুভবে আসামাত্র অদ্ভুত এক শিহরণ এল বায়রণের। ও স্থানকাল ভুলে গিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, ‘আমাদের জিততে হবে প্রিন্স। আমাদের বদলা নিতে হবে।’

প্রিন্স কি বুঝল কে জানে। বায়রণের মুখের চাপ তার গলায় নিয়ে সে কান নাড়ল শব্দ করে।

গত রাত্রে কখন হোটেলে ফিরেছিল ঘড়ি দ্যাখে নি বায়রণ। আজ অনেক বেলায় ঘুম ভাঙল। ভাঙতেই মনে পড়ল কয়েক ঘণ্টা বাদেই ইনভিটেশন কাপ। তার মালিক চাইছে না যে ঘোড়াটা জিতুক। এরকম কান্ড এখনো এখানেই ঘটে। কোন হিসেব এখানে খাটে না। আগামীকাল কি হবে আজ বিকেলে তা বলা যাবে না।

বিছানায় শুয়েই সে টেলিফোনটা বাজতে শুনল। হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলতেই পলের গলা কানে এল, 'গুডমর্নিং সেইন।'

'মর্নিং।'

'কাল রাত থেকে তোমায় খুঁজছি। কোথায় ছিলে?'

'কেন?'

'শুনলাম রেস্ট হাউসে তোমার ওপর আক্রমণ করার চেষ্টা হয়েছিল। তারপর থেকে তুমি উধাও। একটু আগে খবর পেলাম তুমি মাঝ রাতে স্টেবলে গিয়েছিলে। এটা অন্যায় করেছ। অন্য কেউ হলে আমি কামালকে সাসপেন্ড করতাম।'

'সরি।'

'তোমার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া দরকার।'

'কখন?'

'এখনই।'

'আমি বড় ক্লান্ত, পল।'

'তুমি কি জানো শর্মা চাইছে রেসটা ছেড়ে দিতে।'

'জানি।'

'ও! কিন্তু আমি চাই না।'

'প্যাডকে যা বলার বলো।'

'কিন্তু ট্রেনারের নির্দেশ তুমি মানতে বাধ্য।'

'অবশ্যই, তবে ঘোড়ার লাগাম আমার হাতে থাকবে। আর তুমি তো জানোই ঘোড়া যন্ত্র নয়। আর যে চটপট সমস্ত অঙ্কের সমাধান করতে পারে সে ইচ্ছে করে ভুল করলে কেউ তা ধরতে পারবে না।'

'সেইন!' চিৎকার করে উঠল পল।

'আমি জানি প্রিন্সের দুর্বলতা কোথায়। গুডবাই পল, প্যাডকে দেখা হবে।' রিসিভার নামিয়ে রেখে পলের জন্য অদ্ভুত মায়া হল বায়রণের। কলকাতার চ্যাম্পিয়ন ট্রেনার ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ বাজি জেতার সম্মান হারাতে কেন রাজী হবে। সত্যিই তো! হরি শর্মার উচিত ওর সঙ্গে ফয়সালা করা। ওকে বুঝিয়ে ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা করা। টেলিফোনটার দিকে তাকাল বায়রণ। শর্মার সঙ্গে একবার কথা বলবে নাকি?

রিসিভার তুলে ডায়াল ঘোরাতেই ওপাশে শব্দ হল। ভাগ্যিস এই ঘরে ডাইরেক্ট টেলিফোন আছে নইলে অপারেটার সব কথা শুনতো। বোধহয় সেই রমণীটি সাড়া দিল। বায়রণ নিজের পরিচয় জানিয়ে শর্মাকে চাইল। কয়েক মুহূর্ত, সেই খসখসে অথচ পেলব গলা কানে এল, 'হেলো।'

'বায়রণ বলছি।'

'ও বায়রণ! সকাল থেকে তোমায় ভাবছিলাম।'

অন্যসময় হলে এতেই উত্তেজনা বোধ করত বায়রণ, এখন কোন বোধ হল না। সে জিজ্ঞাসা করল, 'শর্মাসাহেব কোথায়?'

'ঘুমুচ্ছে। শোন, তোমার সঙ্গে আমার জরুরী দরকার আছে।'

'বলুন।'

'টেলিফোনে বলা যাবে না।'

'হোটেলে আসুন।'

'না, সেখানেও যাওয়া যাবে না।'

'তাহলে?'

'তুমি কি আজ রাত্রে আসতে চাও?'

'মানে?'

'তাহলে প্রিন্সকে জেতাতে হবে। দিস ইজ মাই কন্ডিশন। গুডবাই।'

টেলিফোনটা কেটে যেতেই হতভম্ব হয়ে গেল বায়রণ। একি কথা শুনছে সে? মার্টিনকে সমস্ত স্বত্ব দিয়ে নিজের ঘোড়াকে জেতাবার চেষ্টা করবেন না বলে এতক্ষণ মহিলা স্থির করেছিলেন। এমন কি কান্ড ঘটতে পারে যাতে এক মুহূর্তেই মতটা বদলে গেল! নাকি মার্টিনের কাছে তিনি নিজে মাথা নোওয়াতে পারেন কিন্তু হরি শর্মার আত্মসমর্পণ সহ্য করা তার পক্ষে অসম্ভব। অথবা এও হতে পারে, মিসেস শর্মার একমাত্র উদ্দেশ্য যে কোন উপায়ে স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করা। ঈশ্বর! এখন কি করা যায়?

পকেটে সামান্য টাকা নিয়ে ভিক্টোরিয়াতে পৌঁছেছিল বীরেন সেন। এর আগে সে কখনও কলকাতার বাইরে যায় নি। ট্রেনে দীর্ঘযাত্রাপথে তেমন কিছু খাওয়া দাওয়া হয় নি ফলে শরীর বেশ দুর্বল ছিল। তাছাড়া হাজার চিন্তা করেও কোন কূলকিনারা পায় নি। এ্যাপ্রেন্টিস জকি হিসেবে কলকাতায় সাসপেন্ড হয়ে বসে থেকে কোন লাভ নেই। নির্দিষ্ট সময়ের পর তার ভাগ্য যে ফিরবেই একথা কেউ বলতে পারে না। বরং ট্রেনারকে বিপদে ফেলেছে সে স্টুয়ার্ডদের সামনে এরকম

একটা অপপ্রচার চালাচ্ছে কানিৎকার। এর ওপর দিদি জামাইবাবুর আশ্রয়টুকু ঘুচে গেছে সেই একই রাত্রে। এন্টনী সেদিন তাকে একটা দামী উপদেশ দিয়েছিল। বলেছিল, 'বীরেন, কলকাতা ছেড়ে চলে যাও। ভারতবর্ষে আরো অনেক রেসিং সেন্টার আছে। সেখানে অনেক বড় জকি দৌড়োয়। অনেক বড় ট্রেনার আছেন। কোথাও না কোথাও তোমার একটা জায়গা হয়ে যাবে। আর পরিশ্রম যদি করতে পারো তাহলে অবশ্যই একদিন সাফল্য পাবে।' দুটো চিঠি দিয়ে দিয়েছিল এন্টনী। আগে যখন সে কলকাতার ট্রেনারদের হয়ে বোম্বে বাঙ্গালোরে রাইড করতে যেত তখন অনেকের সঙ্গেই পরিচিত হয়েছিল। এই পরিচয়পত্র দুটি এখন বীরেন সেনের একমাত্র ভরসা।

সেই প্রথম রাতটা বীরেন সেন স্টেশনেই কাটিয়েছিল। পরদিন ভোরে জিজ্ঞাসা করে এন্টনীর দেওয়া চিঠিটা প্রথম ব্যক্তির হাতে তুলে দিয়েছিল সে।

ভদ্রলোক বেশ নামী ট্রেনার। চিঠিটা পড়ে ভুরুর তলায় তাকিয়েছিলেন তিনি। তারপর ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন, 'নো, আই অ্যাম সরি। কোন সাসপেন্ডেড্ জকিকে আমি প্রটেকশন দেবার কথা ভাবতে পারি না। তাছাড়া যে একবার ট্রেনারের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাকে বিশ্বাস করা শক্ত।' বলতে গেলে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন ভদ্রলোক। একটি স্যুটকেস নিয়ে সারাদিন বোম্বের এ মাথা সে মাথা করে বেড়াতে হয়েছিল সেদিন দ্বিতীয় ভদ্রলোককে ধরতে। ফ্ল্যাটে গিয়ে শুনল উনি রেসকোর্সে আছেন। রেসকোর্সে সেদিন রেস ছিল না। ফলে বিনা অনুমতিতে ঢোকা অসম্ভব। অনেক বলেও কিছু লাভ রেস ছিল না। গেটে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে করতে বেলা গড়ালো। ভদ্রলোককে সে চেনে না। অনেক গাড়ি যাওয়া আসা করছে তার একটাতে যদি ভদ্রলোক থাকেন তো হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত আবার বীরেন ওর ফ্ল্যাটের সামনে ফিরে এল। ওঁর স্টেবল কোথায় তাও জানা নেই, কিন্তু এ কথা তো ঠিক উনি একবার বাড়িতে ফিরবেনই। সময়টা এখনও স্পষ্ট মনে আছে। সন্ধ্যে সবে হয়েছে। ফ্ল্যাটে বাড়িটার মুখে স্যুটকেস রেখে দাঁড়িয়েছিল বীরেন। গেটের দারোয়ানকে সে বারংবার বলে রেখেছিল স্মিথ সাহেব এলেই যেন ওকে চিনিয়ে দেয়। সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ গাড়িটা ঢুকতেই দারোয়ান তাকে ইসারা করল। যে লোকটা গাড়ি থেকে নামল তাকে কখনই ট্রেনার বলে ভুল হবে না। যে ঘোড়াকে ট্রেইন্‌ড করবে তাকে তো ঘোড়ায় চড়তেই হবে। এই মানুষটি ওই শরীর নিয়ে কখনোই ঘোড়ায় ওঠে নি। অবিশ্বাসে দারোয়ানটার দিকে তাকাতেই সে আবার মাথা নাড়ল। বিশাল ভুঁড়ি চওড়া বেল্টের বেড়িতে আটকানো, মাথা ছোট, দুটো পা সরু হয়ে নীচে নেমে গেছে, মিঃ স্মিথ গাড়ি থেকে নেমে একটু টলে গেলেন। কাছে যেতে সাহস পাচ্ছিল না

বীরেন। মাতাল কিনা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। দারোয়ানটাই উদ্ধার করল তাকে, ‘সাব।’

‘ইয়েস।’ হ্যাঁ, মদ্যপানের প্রতিক্রিয়া এখন স্পষ্ট।

‘ইয়ে আদমী সুবেসে আতা হ্যায়। আউর যাতা হ্যায়। আপসে মোলাকাৎ করনে মাংতা হ্যায়।’

দারোয়ানের কথাটা শেষ হওয়ামাত্র স্মিথ সাহেব ঘুরে ওকে দেখলেন। মুখ লাল টকটকে, চোখ মাংসের বাহুল্যে প্রায় ঢাকা, জড়ানো গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কৌন হ্যায় তুম্?’

চটপট পকেট থেকে চিঠিটা বের করে সে এগিয়ে ধরল, ‘হেয়ার ইজ এ লেটার ফর ইউ।’ ছোঁ মেরে চিঠিটা হাত থেকে নিয়ে খুললেন স্মিথসাহেব, পড়ার চেষ্টা করে পকেট হাতড়াতে লাগলেন, ‘আমার চশমা, চশমাটা কোথায়! ড্যাম ইট! কে লিখেছে?’

‘এন্টনী ফ্রম ক্যালকাটা।’

‘এন্টনী! ও, দ্যাট ওল্ড ফেলো। যু আর কামিং ফ্রম ক্যালকাটা?’

‘ইয়েস স্যার।’

‘হোয়াই।’

‘মিঃ এন্টনী আপনাকে সব লিখেছেন স্যার।’

‘লিখেছেন কিন্তু সেটা না পড়লে আমি জানবো কি করে? যত্ত ঝামেলা। কাম উইথ মি, আমার ঘরে এসো। ওই টিমিড্ লোকটা যখন এতদিন পরে আমাকে চিঠি দিল, তখন সেটা ভাল করে পড়া উচিত।’

স্যুটকেস হাতে ফাঁসির আসামীর মতো দাঁড়িয়েছিল বীরেন সেন। টেবিলল্যাম্প জ্বেলে নাকের ডগায় চশমা ঝুলিয়ে এন্টনীর চিঠিটা পড়ছিল স্মিথ। পড়া শেষ হলে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘এন্টনী এখন কেমন চালাচ্ছে?’

এই প্রশ্নটা মোটেই আশা করে নি বীরেন। বলল, ‘খুব ভাল।’

‘ভাল! কলকাতায় রাইড করে আর কি ভাল হবে।’ কথাটা যেন নিজের সঙ্গেই বলা। তারপর আচমকা প্রশ্ন করলেন, ‘তোমার বয়স কত?’

সঠিক বয়স বলল সে।

‘কি করে ঘোড়া টানতে হয় জানো না?’

‘ঠিক সময়ে পারি নি।’ মাথা নীচু করে জানালো সে।

‘আগে তোমাকে খারাপটা জানতে হবে তাহলে মাঝে মাঝে ভাল করতে পারবে বুঝলে। তুমি একটা ইডিয়ট! এন্টনী এই খবরটা তোমায় বলে নি?’

কি খবর? সে যে ইডিয়ট, এইটে? কি উত্তর দেওয়া যায় বুঝতে পারল

না বীরেন। অথচ স্মিথ সাহেব তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। সে মাথা নামালো। স্মিথ সাহেব একটা চেয়ার টেনে বসলেন, 'নাউ টেল মি, ঘটনাটা কি ঘটেছিল ?'

আশ্চর্য! এতখানি ট্রেন যাত্রা, সারাদিনের পরিশ্রম ওই মুহূর্তে উধাও হয়ে গিয়েছিল। বীরেন সেন ধীরে ধীরে সমস্ত কথা খুলে বলেছিল স্মিথ সাহেবকে। স্মিথ শোনার পর কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'হোয়াটস্ ইওর নেম ?'

'বীরেন সেন।'

চটপট এন্টনীর চিঠিটা খুলে নাকের সামনে ধরলেন তিনি, 'না, এন্টনী লিখেছে বায়রণ সেইন।'

'না, না, ওর উচ্চারণ হবে বীরেন সেন। আমি অবশ্য বীরেন্দ্র নামে ওখানে রাইড করতাম।'

'বীরেন সেন ? নো, নো, য়ু আর বায়রণ সেইন! তোমার ইন্ডিয়ান নাম আজ থেকে বাতিল হয়ে যাক। বোম্বে-বাঙ্গালোরের প্যাণ্টাররা তোমাকে জানবে বায়রণ সেইন বলে। তুমি জানো, স্বাধীনতার এত বছর পরেও ইন্ডিয়ানরা ইংরেজী নামের ওপর বেশী আস্থা রাখে। তুমি এখন থেকে তাই বায়রণ সেইন, আন্ডারস্ট্যান্ড ?'

শিহরিত হল সে। তাহলে কি স্মিথ সাহেব তাকে গ্রহণ করেছেন এ্যাপ্রেন্টিস হিসেবে ? আনন্দে চোখে জল এসে যাচ্ছিল ওর। স্মিথ সেটা লক্ষ করলেন, দয়া করে কোন বোকামী করে বসো না। চোখের জল পুরুষ মানুষের জন্যে নয়। তুমি ভেবো না আমি তোমার চেহারা দেখে মজে গেছি। যেহেতু এন্টনী চিঠি দিয়েছে তাই তোমাকে ঘরে আসতে বলেছি! যেহেতু কানিৎকারের মতো পয়লা নম্বরের জোচ্চর তোমাকে ফাঁসিয়েছে তাই। কিন্তু তোমাকে পরীক্ষা দিতে হবে। আমি তোমার রাইডিং দেখব। এতদিন যা শিখেছ সব ভুলে যাও। যতদিন তুমি সাসপেন্ডড হয়ে আছ ততদিন আমার ঘোড়াগুলোকে গ্যালপ করাবে। আমি যা বলব সেই মতো যদি নিজেকে গড়াতে পারো তাহলে আমি তোমাকে এ্যাকসেপ্ট করব। আন্ডারস্ট্যান্ড ?'

নীরবে ঘাড় নাড়ল বীরেন সেন।

'নাউ গেট আউট। কাল সকালে স্টেবলে দেখা করো।'

স্যুটকেস তুলে নিয়ে আনন্দিত হয়ে সে যখন বেরিয়ে যাচ্ছে তখন পেছন থেকে ডাক এল, 'ওয়েট! তোমার হাতে স্যুটকেস কেন ?'

'এতে আমার জিনিসপত্র আছে।'

'ওতে তাই থাকে একথা সবাই জানে। কিন্তু ওটা সঙ্গে নিয়ে ঘুরছ কেন ?

তুমি এখানে কোথায় উঠেছ?'

'এখনও উঠি নি কোথাও।'

'সেকি! স্টেশন থেকে বেরিয়ে তুমি আমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছ নাকি? স্ট্রেঞ্জ। এখন কোথায় যাবে?'

'দেখি।'

'ইডিয়ট! পকেটে টাকা আছে?'

নীরবে মাথা নাড়ল সে। বোঝা যাচ্ছে স্মিথ সাহেব বেশ অবাক হয়ে গেছেন। সে যখন দরজার বাইরে পা রাখছে তখন আবার গর্জন হল, 'হেই ম্যান, তোমার নামটা মনে আছে তো!'

হকচকিয়ে গেল সে। তারপরই সামলে নিয়ে বলল, 'বায়রণ সেইন।'

যে রাতে একটা মাঝারি হোটেলে শুয়ে ছিল বায়রণ সেইন। চল্লিশটি টাকা চব্বিশঘণ্টার জন্যে দক্ষিণা, পকেটে বেশী রেস্ত না থাকলেও সে রাতে গায়ে লাগে নি। জাহাজ ডুবির পর ভাসতে ভাসতে হঠাৎ যদি পায়ের তলায় মাটি পাওয়া যায় তাহলে মানুষের মনে অন্য চিন্তা কাজ করে না। তার। অতিরিক্ত ক্লান্তিতে না উত্তেজনায় কে জানে। এণ্টনীর জন্যেই সে এই জায়গাটুকু পেল। মানুষটার কাছে আপাদ-মস্তক কৃতজ্ঞ সে। ঈশ্বর পৃথিবীতে দু'রকমের মানুষ ছড়িয়ে রেখেছেন। একদল বিষিয়ে দেয় বলেই এক দলের কাছে অমৃত পাওয়া যায়।

স্মিথ সাহেবের স্টেবল্ খুব বড় নয়। মাত্র সাতাশটা ঘোড়া তার। দু'বছর বয়সের নবীন আছে চারটি। অন্য ঘোড়াগুলোও খুব দামী নয়। সারাদিনের রেসকোর্ডে তাঁর এনট্রি তিন থেকে চারটে বাজীতে থাকে। খুব ভেবে চিন্তে ঘোড়া এনট্রি করেন ভদ্রলোক। যখন ভাল ঘোড়াগুলো হ্যান্ডিকাপে তার ঘোড়ার সমান থাকে তখন এনট্রি করেন না। সেগুলো জিতে বেশী হ্যান্ডিকাপ্ড হয়ে গেলে কম ওজনের সুযোগ নিয়ে ঘোড়া এনট্রি করে বাজী জেতান। ফলে তাঁর ঘোড়ার মালিকরা প্রায় প্রত্যেকেই জয়ের মুখ দ্যাখে এবং বেশী দর পায়। স্মিথ সাহেবের বক্তব্য, মালিকরা ঘোড়া কিনে তাকে দিয়েছে মুখ দেখার জন্যে নয়। তারা টাকা খরচ করেছে এবং ট্রেনারের কর্তব্য তাদের টাকা পাইয়ে দেওয়া। কোন্ ঘোড়া জিততে পারে পারে সেই খবরটা পাব্লিককে দেওয়ার জন্যে রেস নয়। ফলে ছোট স্টেবল হওয়া সত্ত্বেও স্মিথসাহেবের বেশ সম্মান আছে এখানকার ঘোড়ার মালিকদের কাছে।

ওর ঘোড়াগুলোকে প্রত্যেক দিন সকালে গ্যালপ করাতে গিয়ে বায়রণ লোকটি সম্পর্কে আরো শ্রদ্ধাশীল হল। প্রতিটি ঘোড়ার সব তথ্য ওঁর জানা। নিজে রাইড করতে সক্ষম না হলেও একজন জকিকে স্মিথ অনায়াসে তৈরী করতে পারেন।

মুখ বুজে পরিশ্রম করে যেত বায়রণ। স্মিথ সাহেবের একটা চালাকি ছিল, স্পার্টের সময় কখনও ঘোড়ার টাইমিংস নোট করতেন না। বিভিন্ন স্পেসে ঘোড়াকে এক্সারসাইজ করাতে বলতেন জকিদের। প্রথম দিনেই যে উপকারটি করেছিলেন সেটি হল বায়রণকে স্টেবলের কাছাকাছি একটা ঘরের ব্যবস্থা করে দেওয়া। খুব সাধারণ ঘর কিন্তু বেঁচে গিয়েছিল বায়রণ। স্মিথ সাহেব ওর সারাদিনের রুটিন করে দিয়েছিলেন! কখন কি খাবে, কতটুকু ঘুমুবে থেকে শুরু করে রেসের ওপর নানান বিদেশী বইপত্র পড়তে দিতেন তিনি। একজন জকির সবচেয়ে বেশী ওজন হওয়া আটচল্লিশ কেজি। এই ওজনটা যে-কোন ঘোড়ার পক্ষে বইতে কোনো অসুবিধে হবার নয়। শরীরে মেদ যাতে না বাড়ে তার দিকে কড়া দৃষ্টি রাখতে বলতেন স্মিথ সাহেব।

এইরকম পরিশ্রম করে শাস্তির সময়টা পার হয়ে এল বায়রণ। সেটা ছিল বোম্বের ভরা সিজন। ক্লাস ফোরে স্মিথ সাহেব একটা ঘোড়া এনট্রি করেছেন ডিমোশন নেওয়ার জন্যে। ঘোড়াটা ওই ক্লাসে বাজী জিততে পারছিল না। এক ক্লাস নামার জন্যে ওই দৌড়টা দরকার ছিল। সাধারণত স্বল্প পাল্লায় ছুটতো ঘোড়াটা। স্মিথ একে দূর পাল্লায় এনট্রি করে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলেন যে তিনি ওটার ডিমোশন চান। ঘোড়াটা যদি প্রথম তিন ঘোড়ার মধ্যে না আসতে পারে তাহলে ওকে নীচের ক্লাসে নামিয়ে দেওয়া হবে। এই ঘোড়াটাকে চালাবার জন্যে উনি বায়রণকে প্রথম নির্বাচন করলেন। সারাদিনে ওই একটি মাত্র বাজীতে চালাবে সে এবং এই ঘোড়া যে বাজী জেতার জন্যে চেষ্টা করবে না তা স্পষ্ট, ফলে বায়রণ খুশী ছিল না। কিন্তু বোম্বেতে প্রথম রাইড করছে বলে এক ধরনের উত্তেজনা ছিল। সম্পূর্ণ নতুন মাঠ, নতুন দর্শক এবং দীর্ঘকাল সাসপেন্ডড হয়ে থাকার পর নতুন করে জীবন শুরু করার উত্তেজনা।

প্যাডকে সে যখন স্মিথ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এল নতুন জার্সি পরে তখন তিনি সেই ঘোড়ার মালিকের সঙ্গে কথা বলছেন। বায়রণকে দেখে ইশারায় কাছে ডাকলেন, 'শোন, ঘোড়াটা যেহেতু এই ক্লাসে জিতছে না তাই ডিমোট না করিয়ে উপায় নেই। কিন্তু ডিমোটেড হলেই ঘোড়াটা দর পাবে না। উইকার কোম্পানীতে কোনো বুকি ওর প্রাইজ দেবে না। ভাবছি একটা কাজ করলে কেমন হয়? এই দূর পাল্লার দৌড় দৌড়বার মতো দম ওর নেই। তবু তুমি চেষ্টা কর। সেকেন্ড থার্ড হলে তো একটা স্টেকমানি পাওয়া যাবে। এবার ডিমোটেড না করলেও পরের বার করবেই। মাঝখান থেকে স্টেক মানি পেলে ক্ষতি কি?'

প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় এবং কখনো চতুর্থ হওয়া ঘোড়ার জন্যে টার্ফ ক্লাব আর্থিক পুরস্কার দেন। সেটাকেই স্টেক মানি বলে। বায়রণকে স্মিথ কোনো বিশেষ নির্দেশ দিলেন না। দর্শকদের সামনে দিয়ে সে যখন অন্য জকিদের সঙ্গে ঘোড়া নিয়ে

স্টার্টিং পয়েন্টের দিকে যাচ্ছে তখন উল্লাসধ্বনি শুনতে পেল। তারা অন্য একটি ঘোড়ার জকিকে অগ্রিম অভিনন্দন জানাচ্ছে। যেতে যেতে বায়রণের মাথায় একটা ভাবনা এল। সে শুনেছে ওই ঘোড়াটা স্বল্পপাল্লার দৌড়ে সক্ষম। তার মানে খুব স্পীডি। তাই যদি হবে অন্য ঘোড়াগুলি থেকে প্রথমেই পূর্ণ গতিতে ও এগিয়ে যেতে পারে। পরে দম ফুরিয়ে অন্যদের কাছে হেরে যাওয়ার সময় কোনরকমে তৃতীয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। রেস শুধু হলে সে তাই করল। যেন হাজার মিটার দৌড়চ্ছে এমন গতিতে দু'হাজার মিটার দৌড় শুরু করল। দূর পাল্লার দৌড়ে প্রথম দিকে সবাই জোরে ছোটে না দমের কারণে, তাই এক্ষেত্রে বায়রণ ত্রিশ লেংথের ব্যবধান করে ফেলল। আট ন'শ মিটার যাওয়ার পরই ঘোড়াটার গতি হ্রাস পেতে লাগল। অন্য ঘোড়াগুলো বেগ বাড়াচ্ছে। কিন্তু ত্রিশ লেংথে কমতে কমতে দশ লেংথে যখন এসেছে তখন আর পঞ্চাশ মিটার বাকী। ঘোড়াটা যেন আর ছুটতেই চাইছে না বেদম হয়ে। কাছের ঘোড়া প্রায় পাঁচ লেংথের মধ্যে এসে গেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য, হাফ লেংথ এগিয়ে বায়রণের ঘোড়া রেস জিতে গেল। স্মিথ সাহেব খুব হেসেছিলেন সেদিন। বোম্বেতে প্রথম দিনেই সে রেসটা জিতেছিল বলে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। সত্যি কথা বলতে কি শেষ পঞ্চাশ মিটার দৌড় বলে মনে হয় নি। বায়রণের ঘোড়া তীব্রবেগে ছোটার পর এমন হাঁপিয়ে গিয়েছিল যে ওর ভয় হচ্ছিল যে-কোন মুহূর্তে পা মুড়ে না বসে পড়ে। দু হাতে কোনোরকমে ঘোড়াটাকে খাড়া রাখতে চেষ্টা করেছিল। প্রথমেই বিরাট ফারাক হয়ে যাওয়ায় সেই ফাঁকটা ভরাট করা সম্ভব হয় নি প্রতিপক্ষের। স্মিথ সাহেব স্বীকার করেছিলেন ওই বাজী পাওয়ার কোনো কথাই ছিল না, স্রেফ বায়রণের উপস্থিত বুদ্ধির জয় হয়েছে।

পরদিনই বোম্বের ইংরেজী কাগজের খেলার পাতায় হেডলাইন বের হল, 'মৃত ঘোড়াকে জকি বয়ে এনে জিতিয়ে দিল।' সেই শুরু। প্রথম চারবছর স্মিথ সাহেবের ছাড়া আর কারো ঘোড়া চালায় নি সে। কিন্তু দেড় বছরেই সে এ্যাপ্রেন্টিস থেকে পূর্ণ জকির মর্যাদা পেয়েছিল চল্লিশটি বাজী জেতার কল্যাণে। সচরাচর এমন ঘটে না বলেই বায়রণের নাম মুখে মুখে ফিরতে লাগল!

এখন বোম্বে, বাঙ্গালোর এবং মাদ্রাজে বায়রণ সেইন যে ঘোড়ায় চড়বে সেটি জেতার জন্য অবশ্যই চেষ্টা করবে বলে লোকে ধরে নেয়। শুধু ঘোড়া ভাল হলেই রেস জেতা যায় না, জকির উপস্থিত বুদ্ধি, সাহস এবং কৌশল সেই সঙ্গে সমান দরকার। বায়রণ সেইন এগুলো অর্জন করেছে বলে ট্রেনাররাও মনে করেন। স্মিথ সাহেব রেস থেকে বিশ্রাম নেওয়ার পর এতদিন সে বিশেষ কোন ট্রেনারের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। সামনের বছর মার্টিনের স্টেবলে সে যাচ্ছে। প্রতি

বছর বিদেশ থেকে জকি আনায় মার্টিন। এবার সে মন পাল্টাচ্ছে।

দশ বছর কলকাতায় আসার সুযোগ পায় নি সে। কলকাতার কোনো ট্রেনার তাকে না ডাকলে অথবা বাইরের কোনো ট্রেনার যদি এখানে ঘোড়া ছোটাতে আসে এবং তাকে কনট্রাক্ট করে তবেই সে আসতে পারে। তেমনটা কখনো হয় নি। বছর চারেক আগে কলকাতায় যখন শেষবার ইনভিটেশন কাপ হয়েছিল তখনও তার ডাক পড়ে নি। যেসব ট্রেনার সেই বাজীতে ঘোড়া রাখার আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন তাঁদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব জকি ছিল।

এবছর সেই ডাক এসেছে। পল এবং হরি শর্মা তার সঙ্গে যোগাযোগ করার পর থেকেই ভেতরে ভেতরে উত্তেজনা শুরু হয়েছিল বায়রণের। শেষ পর্যন্ত সুযোগ এল প্রতিশোধ নেবার। এখন তার কোনো অভাব নেই। মোটা ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স, বোম্বে বাঙ্গালোরে বিশাল ফ্ল্যাট নিয়ে সে রীতিমত বড়লোক। কিন্তু প্রায়ই মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায়। চোখ বন্ধ করে সে দেখতে পায় সাসপেন্ডেড বীরেন্দ্র মাথা নীচু করে স্টুয়ার্ডদের ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। স্বার্থপর কুচক্রী মানুষগুলো একটার পর একটা দরজা মুখের ওপর বন্ধ করে দিয়েছিল সেদিন। শুধু এণ্টনী ছিল বলেই আজ সে বায়রণ সেইন হতে পেরেছে।

অথচ আজ তাকে আর এক খেলার শিকার হতে হচ্ছে। যে তাকে টাকা দিয়ে এনেছে সে যদি না চায় তার ঘোড়া জিতুক জকি হিসেবে বায়রণ কি করতে পারে। কিন্তু কলকাতা থেকে তো বিনা চেষ্টায় পরাজিত হয়ে ফিরে যেতে আসে নি। বারোটা নাগাদ রেসকোর্সে আসার জন্যে তৈরী হচ্ছিল হয়ে ফিরে যেতে আসে নি। বারোটা নাগাদ রেসকোর্সে আসার জন্যে আসার জন্য তৈরী হচ্ছিল বায়রণ অস্থিরতার মধ্যে।

ইনভিটেশন কাপ উপলক্ষে আজ রেসকোর্সে রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে দর্শকদের। তিনটে গেটেই বিরাট লাইন পড়ে গেছে ঢোকার জন্যে। মেম্বারর্স এনক্লোজারে সুবেশ মহিলা পুরুষের কাঁধছোয়া ভীড়। দিনের পঞ্চম ইনভিটেশন কাপ। ভারতবর্ষের সবকটা রেসিং সেন্টারের জেতা অথবা দ্বিতীয় হওয়া ঘোড়াগুলো এই কাপে আমন্ত্রিত হয়। মার্টিনের দুটো ঘোড়াই সেই সুবাদে আমন্ত্রিত হয়েছিল। কিন্তু লর্ড কৃষ্ণা আহত হয়ে পড়ায় ওই সেরা বাজী থেকে একটি ঘোড়া কমে গেছে। চারপাশে চাপা গুঞ্জন। জুপিটার রেস জিতছে। কুমারমঙ্গলমের ঘোড়া মার্টিনের 'দি সান'কে সহজেই হারিয়ে দিতে পারে।

প্রথম চারটে বাজীতে কিছু করার নেই। বক্সে বসে রেস দেখল বায়রণ। সত্যি কলকাতার মাঠের তুলনা হয় না। এই বিশাল সবুজের স্থিরচিত্রটি ভারতবর্ষের কোনো সেণ্টারে পাওয়া যাবে না। ওপাশে ভিক্টোরিয়ার সাদা শরীর রোদে ঝকমক করছে।

তিনটে গ্যালারি উপচে পড়ছে মানুষের ভীড়ে, সামনের মাঠে গিজগিজ করছে কালো মাথা। এণ্টনী খোঁজ করতে লাগল সে। আজকের রেসিং কার্ডে এণ্টনীর নাম নেই। অর্থাৎ এত বড় একটা দিনে কোনো ট্রেনার ওকে নেওয়ার কথা ভাবেই নি। এক ধরনের অপরাধবোধ এল বায়রণের। গুরু বলতে যদি তার কেউ থাকে তবে সেই লোক এণ্টনী। সে কি কিছুই করতে পারে না এণ্টনীর জন্যে! পর পর চারটে রেস হয়ে গেল আধঘণ্টা বিরতি দিয়ে।

দশ বছর পর প্রথম নার্ভাস হল বায়রণ। এবার ইনভিটেশন কাপ। তার স্বপ্ন। অথচ। দুটো হাঁটুতে যেন একটুও শক্তি নেই, সে কোনরকমে জার্সি পরে প্যাড়কের দিকে হাঁটতে লাগল। মার্টিনের ঘোড়া 'দি সান'কে চালাচ্ছে ডিক্, বার্ণি নয়। এরকমটা হবে সে জানতো। ডিক্ যতই নেশা করুক মার্টিন জানে ওর মতো বুদ্ধিমান জকি হয় না। বার্ণি থাকলে বেশী চিন্তা করতে হতো না কিন্তু ডিক্ কি করবে সেটা আগে থেকে অনুমান করা যায় না। ব্যাপারটা ভাবতেই হাসি পেল বায়রণের। অন্যদের নিয়ে চিন্তা করে কি লাভ, তাকে তো জিততে নিষেধ করা হয়েছে। কোথায় যেন পড়েছিল সে, জকি হল ট্রেনারের হাতের পুতুল। তাহলে পল কি বলে শোনা যাক্।

প্যাডকের চারপাশে মানুষ উপচে পড়েছে। বিভিন্ন সেণ্টারের ঘোড়ার মালিক ট্রেনাররা জকিদের সঙ্গে ছোট-ছোট গ্রুপ করে আলোচনা করছে। বুকের ভেতর স্থির হয়ে গেল বায়রণের। ক্লিওপেট্রা, শ্যাম শর্মা এবং পল পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। শ্যামকে অনকেক্ষণ বাদে দেখতে পেল সে। মুখ বেশ হাসিখুশী। হরি শর্মা ওখানে নেই। যেহেতু তিনি কাগজপত্রে মালিক নন তাই ওখানে আসাটা তাঁর পক্ষে শোভনীয় নয়। কাছে গিয়ে অভিনন্দন জানাতেই শ্যাম শর্মা বলল, 'বাবা নিশ্চয়ই আপনাকে বলেছে তিনি কি চান!'

নীরবে মাথা নাড়ল বায়রণ।

'দ্যাটস অল রাইট।' কথা শেষ করে একটু ব্যস্ততার ভান করে শ্যাম কুমারমঙ্গলমের দলটার দিকে দিকে এগিয়ে গেল। ক্লিওপেট্রা রোদ চশমা পরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। বায়রণের মনে হল ওর ঠোঁটের কোণে একটু ভাঁজ পড়ল। ওটা কিসের, কৌতুকের? সে মাথা ঘুরিয়ে চারপাশে তাকাতে লাগল। ট্রেনাররা জকিদের শেষবার উপদেশ দিয়ে দিচ্ছে। অথচ পল একদম চুপচাপ।

সহিসরা ঘোড়াগুলোকে একের পর এক নিয়ে এল প্যাডকে। প্রত্যেকটাই টগবগ করছে। জুপিটার দেখতে চমৎকার, চারপায়ে এমন নাচছে যেন সংকেত পেলেই সে ছুটে যাবে। 'দি সান' খুব ফিট, কোমর সরু। সে তুলনায় প্রিন্সের হাবভাবে কোনো চঞ্চলতা নেই। নির্দেশ আসামাত্র ট্রেনাররা জকিদের নিয়ে ঘোড়াগুলোর

দিকে এগিয়ে গেল। পা বাড়াতেই বায়রণ খসখসে গলাটা শুনতে পেল, 'আজ রাত্রে আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করব।'

শীতল হল বায়রণ। মহিলা এখনো চাইছেন সে প্রিন্সকে জিতিয়ে দেয়, বিনিময়ে একটা মজার রাত তিনি উপহার দেবেন বায়রণকে। সে কিছু বলার আগেই পল তাকে ডাকল। প্রিন্সের লাগাম ধরে আছে পল। কাছে গিয়ে প্রিন্সের পিঠে ওঠার আগে সে জিজ্ঞাসা করল, 'পল, কি করব?'

'যা তোমার বিবেক করতে বলবে, দ্যাটস অল।'

লাফ দিয়ে পিঠে উঠতেই প্রিন্স নেচে উঠল। বায়রণ ঝুঁকে পড়ে ওর গলায় হাত বোলাতে লাগল। ঘোড়াটা দুবার মুখ তুলল, ওর চোখ যেন বায়রণকে আর একবার পরখ করে নিয়ে হাঁটা শুরু করল। প্যাডকে অন্য ঘোড়াদের সঙ্গে যখন সে ঘুরছে তখন চিৎকারটা কানে এল, 'হেই বায়রণ, য়ু আর নট ট্রায়িং?' দর্শকদের সঙ্গে কথা বলা আইনবিরুদ্ধ কাজ। সে মাথা নীচু করতে গিয়েই সচেতন হল। সোজা হয়ে বসল সে। হায়, কে কবে শুনেছে যে ইনভিটেশন কাপে ঘোড়া ট্রাই করা হচ্ছে না!

অজস্র মানুষের চিৎকারের মধ্যে ওরা মাঠে এল। চারধার পতাকায় সাজানো। টোটালাইজার বোর্ডে দেখল জুপিটার আর দি সান সমান ফেবারিট। প্রিন্সের দর এখন দুই। হঠাৎ বায়রণের মনে হল, এই মানুষের ভীড়ে কি জামাইবাবু আছেন? থাকলে তিনি কি ভাবছেন এখন। ঝুঁকে পড়ে আর একবার প্রিন্সকে আদর করল সে এবং সেই সময় মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'আমাদের জিততেই হবে প্রিন্স। উই মাস্ট উইন।' সঙ্গে সঙ্গে প্রিন্সের দুটো কান খাড়া হয়ে গেল। বায়রণের মনে হল ঘোড়াটা যেন তার কথা বুঝতে পেরেছে। আর সেই মুহূর্তেই ডিক-এর গলা কানে এল, 'হেই সেইন, তুমি তো আমার জন্য স্পেস করছ, তাই না?'

'দি সান' এখন প্রিন্সের পাশে। স্টার্টিং পয়েন্টে যাওয়ার সময় ওরা এখন পাশাপাশি। বায়রণ বলল, 'কে বলল?'

'মার্টিন। তুমি আগে ছুটে অন্য ঘোড়াদের টায়ার্ড করবে আমি পেছন থেকে রেস জিতবো। ডান্!' ঘোড়ার পিঠে ডিকের বসে থাকার স্টাইলটা একটু বিদঘুটে। শরীরকে ঘোড়ার একপাশে ঝুলিয়ে দিয়ে একটু কাৎ হয়ে চালায় ও। ডিকের কথাটা শুনে নীরবে মাথা নাড়ল বায়রণ। আলাপ-আলোচনা তাহলে অনেক দূর পর্যন্ত গড়িয়েছে।

পাশাপাশি ঘোড়াগুলো খাঁচায় ঢুকে গেলে স্টার্টার সংকেত দিলেন। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ বাজী 'দি ইনভিটেশন কাপ' শুরু হল। গ্যালারির মাইকগুলোতে রেসের ধারাবিবরণী বাজছে। কয়েকটা টেলিভিশন ক্যামেরা এক সঙ্গে কাজ করছে। ওপাশে

একটা গাড়িতে কয়েকজন মানুষ সতর্কচোখে লক্ষ রাখছেন যেন কোন অসৎ কাজ না হয়। যেতে হবে দীর্ঘপথ। বায়রণ দেখল মাদ্রাজের আর একটা ঘোড়া প্রথমেই লিড নিল। তৃতীয় জুপিটার, চতুর্থ প্রিন্স। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল 'দি সান' সবশেষে। ঘোড়াগুলো বারোশ' মিটার মোটামুটি এই অবস্থায় পেরিয়ে আসার পর জুপিটার দ্বিতীয় স্থানে উঠে এল। সামনের ঘোড়াগুলোর দিকে তাকিয়ে অস্বস্তিটা আরো বেড়ে গেল বায়রণের। বুকের ভেতর বীরেন্দ্রনাথ সেন একটু একটু করে মাথা তুলছে। সুযোগ হারাচ্ছ বায়রণ, এর পর মাথা খুঁড়লেও তুমি পারবে না বদলা নিতে। তোমার ট্রেনার বলছে বিবেক যা বলবে তাই করো। চেষ্টা করো, চেষ্টা করো। সমস্ত কলকাতার মানুষ দেখবে তুমি ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সওয়ার।

শিরায় শিরায় যেন ঢেউ উঠল। এদিকে সেই বাঁক এসে যাচ্ছে। সামনে অন্তত তিনটে ঘোড়া পথ জুড়ে ছুটছে। চাবুক মারতে গিয়ে হাত গুটিয়ে নিল বায়রণ। প্র্যাকটিসের সময় পল তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল সে চার্জ করেছে কিনা! ওটাই যদি অস্ত্র হয় তাহলে শেষ মুহূর্তে ব্যবহার করাই ভাল।

কিন্তু কিছুতেই প্রিন্স এগোতে পারছে না। জুপিটার অন্তত তিন লেংথ এগিয়ে। প্রিন্স তৃতীয় হয়েই ছুটছে। হঠাৎ পাশ থেকে সোঁ একটা শব্দ হল। জিভ দিয়ে শব্দ করে ডিক 'দি সান'কে নিয়ে তীব্রগতিতে বেরুচ্ছে একদম আউটসাইড দিয়ে। টপকে যাচ্ছে একটার পর একটা ঘোড়াকে। আর মাত্র তিনশো মিটার বাকী। 'দি সান' আর জুপিটার এখন গায়ে গায়ে ছুটছে। বাঁ দিকের গ্যালারিতে উল্লসিত চিৎকার। কে জিতবে বোঝা যাচ্ছে না।, ওরা অন্তত প্রিন্সের চেয়ে চার লেংথ এগিয়ে।

হঠাৎ বায়রণ যেন পাগল হয়ে গেল। বাঁ হাতে চাবুক মারছে আর মুখে সমানে বলে যাচ্ছে, 'প্রিন্স আমাকে জিততেই হবে, প্রিন্স আই হ্যাভ টু উইন!' ওরই মধ্যে বায়রণের মনে হল ঘোড়াটার দুটো কান খাড়া হল, সমস্ত শরীর এখন কাঁপছে। আর মাত্র পঞ্চাশ গজ এবং জেতার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু তখন যে ঘটনাটা ঘটল তার জন্যে বায়রণ প্রস্তুত ছিল না।

দর্শকরা যখন জুপিটার এবং দি সানকে আলাদা করতে পারছে না তখন প্রিন্সের শরীরে বিদ্যুতের ছোঁয়া লাগল। হঠাৎই সে তীরের চেয়ে দ্রুত বেগে ছুটে গেল সামনে। বায়রণ কোনো রকমে ওকে আঁকড়ে ধরে রইল। যেন এক লাফে জুপিটার আর দি সানকে ডিঙ্গিয়ে ঘোড়াটা উইনিং পোস্ট পেরিয়ে গেল। আর তারপরেই গোড়া-কাটা গাছের মতো লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। দৃশ্যটা অনেকের চোখের কাছেই অবিশ্বাস্য। শেষ পঞ্চাশ মিটার পৃথিবীর সমস্ত রেকর্ড ম্লান করে ছুটেছে প্রিন্স। মাটিতে পড়ার সময় কোনো রকমে নিজেকে বাঁচাল বায়রণ। পেছনের ঘোড়াগুলো

তাদের এড়িয়ে ছুটে গেল আরো কিছুটা বেগ সামলাতে। প্রতিটি জকির চোখে বিস্ময়।

থরথর করে কাঁপছিল বায়রণ। কোনোরকমে উঠে দাঁড়াতেই জনতার চিৎকার মাঠময় ছড়িয়ে পড়ছে শুনতে পেল। সে জিতেছে, সেরা বাজী জিতেছে। কিন্তু, নীচে ঘাসের ওপর স্থির হয়ে শুয়ে আছে প্রিন্স, দি প্রিন্স। চোখ খোলা, মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়েছে। মাথার টুপি খুলে ফেলল বায়রণ। তারপর ঘোড়াটার পাশে হাউহাউ করে কেঁদে ফেলল। কোনো মানুষ যা বোঝে নি এই জন্তুটি তার সেই কথা বুঝেছিল। আর বুঝেছিল বলেই নিজের জীবন দিয়ে শেষ দৌড়ে দৌড়ে তাকে জিতিয়ে গেল। টার্ফ ক্লাবের গাড়িগুলো ছুটে আসছে। ভেটারিনারী সার্জেন থেকে শুরু করে বড় বড় হোমরা-চোমরারা দৌড়ে আসছে এদিকে। এবং হঠাৎ সমস্ত মাঠ চুপ করে গেছে। হাজার হাজার মানুষ প্রিন্স-এর দিকে নির্বাক হয়ে তাকিয়ে এখন। কাঁধে হাতের স্পর্শ পেয়ে চোখ তুলল বায়রণ। থরথর করে কাঁপছে পল। দৌড়ে আসার জন্য জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে।

'কি হল, এমন কেন হল?'

মাথা নাড়ল বায়রণ। চেষ্টা করেও মুখ থেকে শব্দ বের হল না। পল ততক্ষণে হাঁটু গেড়ে বসে গেছে ঘোড়াটার পাশে। ভেটারিনারী সার্জেনের ততক্ষণে দেখা হয়ে গিয়েছিল। এবার পল কান্নায় ভেঙে পড়ল। এই ঘোড়াটাকে সে নিতান্ত শিশু অবস্থায় পেয়ে তিল তিল করে খেটে বড় করেছিল। যোগ্য করেছিল।

ওরই মধ্যে দু-একজন অফিসিয়াল ওদের অভিনন্দন জানিয়ে দিল। পল নিজেকে সামলে উঠে দাঁড়াল, 'ধন্যবাদ। প্রিন্সের মৃতদেহ সামনে রেখে আমাকে ধন্যবাদ বলতে হচ্ছে। হায় ঈশ্বর।'

ততক্ষণে টার্ফ ক্লাবের বিরাট লরিটা এসে গেছে। সেখান থেকে কর্মচারীরা নেমে এসে ত্রিপল দিয়ে ঘিরে ফেলল প্রিন্সকে। পল বায়রণের হাত ধরল, 'লেটস গো।'

সমস্ত শরীর এখন অসাড়। বায়রণের চোখ আর একবার প্রিন্সের শরীরের দিকে ফিরে গেল। একটু আগেও ঘোড়াটা জীবিত ছিল। এখন স্থির একটা পাথরের মতো পড়ে আছে ত্রিপলের আড়ালে। বাইরে থেকে আদলটাই শুধু বোঝা যাচ্ছে। হঠাৎ পল ওর হাত জড়িয়ে ধরল, 'আমার অভিনন্দন। তুমি আমাকে বাঁচালে সেইন।' মাথা নীচু করে হাঁটতে হাঁটতে বায়রণ বলল, 'না পল। রেসটা আমি জিতি নি। যে জিতেছে সে শুয়ে রয়েছে ওখানে।'

বায়রণের গলা রুদ্ধ হয়ে গেল। ওরা যখন ক্লাব হাউসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন আবার হাততালি শুরু হল। সমস্ত মাঠ এবার অভিনন্দন জানাচ্ছে জকি

এবং ট্রেনারকে। গেটের মুখটায় বেশ ভীড়। সবাই বায়রণের সঙ্গে হাত মেলাতে চায়। বায়রণ উদ্‌গ্রীব হয়ে সেই চেনা মুখটিকে খুঁজছিল। এণ্টনী কোথায়? এই মুহূর্তে এণ্টনীকে দেখতে চাইছিল সে প্রবলভাবে। অথচ সামনে কিংবা ওই গ্যালারিতে কোথাও এণ্টনীকে দেখতে পেল না সে। হঠাৎ সে পলের দিকে ঘুরে দাঁড়াল, 'পল, আমি খুব অসুস্থ বোধ করছি।' পলের মন ভারাক্রান্ত তবু কথাটা শুনে উদ্বিগ্ন হল, 'সেকি! কি হয়েছে?'

'জানি না, এই মৃত্যু আমি স্ট্যান্ড করতে পারছি না?'

'তুমি কি ড্রেসিং রুম অবধি যেতে পারবে?'

'হ্যাঁ পারব। কিন্তু আমি আজ আর রাইড করতে চাই না।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল পল, 'অল রাইট। আমি এখনই তোমার কথা অফিসারদের বলছি। ওই ঘোড়াটা অবশ্য সিওর উইনার ছিল। বুকিরা ওর কোনো প্রাইস দিচ্ছে না। সবাই জানে ও যাবে এবং জিতে আসবে!'

'তাহলে আমাকে ছেড়ে দাও।'

'ওয়েল, আমি অন্য কাউকে রাইড করতে বলছি।'

'তাহলে, আমার একটা ছোট্ট অনুরোধ আছে।'

'বল।'

'তুমি এণ্টনীকে ওই উইনার ঘোড়াটাকে চালাতে দাও।'

'এণ্টনী!' পল অবাক হল, 'ও এখন এত বাজে চালায় এবং বয়সের জন্য এমন দুর্বল যে আমরা ওর ওপর ভরসা করতে পারি না।'

'জানি। কিন্তু এটা আমার অনুরোধ।'

পলকে আর কথা বলতে না দিয়ে বায়রণ ড্রেসিং রুমের দিকে চলে এল। মাঝ রাস্তায় কামাল দাঁড়িয়ে। ওকে দেখে কপালে হাত ছোঁয়াল, 'ছোটেসাব, আজ সব পুরা হো গয়া।'

বায়রণ থমকে দাঁড়াল, 'আরে ভাই কামাল, এণ্টনী সাহেবকে দেখেছ?'

'একদফে দেখা থা।'

বায়রণ নিশ্চিন্ত হল, যাক, এণ্টনী তাহলে রেসকোর্সে এসেছে। ড্রেসিং রুমে ঢোকার সময় সাইরেন বেজে উঠল। অবজেকসন। প্রিন্সের জেতা বিধিসম্মত হয় নি বলে অভিযোগ করেছে জুপিটারের জকি। ঠোঁট কামড়ালো বায়রণ। এই মুহূর্তে সে ভেবেই পাচ্ছে না কখন নিয়ম লঙ্ঘন করেছে সে। কারো গায়ে সামান্য স্পর্শ করা তো দূরের কথা কাউকে আড়াল করে নি প্রিন্স।

পোশাক পাল্টানোর সময় জকিদের অভিনন্দন নিতে নিতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল বায়রণ। এই সময় পল ছুটে এল। আড়ালে ডেকে নিয়ে বলল, 'ওরা অভিনব

অভিযোগ তুলেছে। বলছে, পঞ্চাশ গজ আগেই যদি প্রিন্স হার্টফেল করে থাকে তাহলে তার মৃতদেহ রেস জিতেছে। সেক্ষেত্রে তাকে উইনার ঘোষণা করা অন্যায়।'

বিচারকরা নানান প্রশ্ন করলেন বায়রণকে। একটা কথা সবাই মানতে বাধ্য হলেন, উইনিং পোস্ট পেরিয়ে যাওয়ার পর বায়রণ বুঝতে পেরেছিল যে প্রিন্স অসুস্থ। অতএব তার এই মহান দৌড়ের প্রতি সম্মান জানিয়ে অভিযোগ বাতিল করে দেওয়া হল।

মাইকে সেই কথা ঘোষণা মাত্র আবার উল্লাস ছড়িয়ে পড়ল চারধারে। ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ানো মাত্র বায়রণ ওঁকে দেখতে পেল। বিশাল মুখে শিশুর আনন্দ, দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসছেন তার দিকে। কাছাকাছি হতেই লোকটা ওর হাত জড়িয়ে ধরল, 'কাল সারারাত ঘুমুতে পারি নি সেইন। আজ ঠিক করেছিলাম রেসকোর্সে আসবই না। নিজের হাতে নিজেকে হত্যা করা দেখতে পারতাম না। এখানে না এলে কিন্তু আমি বাঁচতে পারতাম না সেইন। প্রিন্সকে জিতিয়ে দিয়ে তুমি আমার প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছ। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি মার্টিনের কাছে আর ঘোড়া পাঠাবো না। পলই দেখবে। এই কলকাতাই আমার ভাল।'

'কিন্তু মিসেস শর্মা তো ওকে সব রাইট লিখে দিয়েছেন!'

'জানি তাই আমাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। দেব। শুধু তোমার কাছে আমার অনুরোধ এখানে চলে এস পাকাপাকিভাবে।'

বায়রণ বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল, কিছু বলল না।

'ওঃ আমার কি আনন্দ হচ্ছে। আজ রাত্রে আমি বিরাট ডিনার দিচ্ছি। কিন্তু সেইন, তুমি কিছু চাও আমার কাছ থেকে, এনিথিং!'

'আমার কিছু চাইবার নেই মিঃ শর্মা।'

'নো নো। তুমি আমাকে রাজা করেছ। আমি তোমাকে দিতে চাই প্রাণ খুলে। তোমার যা ইচ্ছে তাই বলো।' বায়রণের হাত ঝাঁকালো হরি শর্মা।

ঠিক সেই সময়ে মাইকে ঘোষণা করা হল, 'মিঃ এন্টনী, আপনাকে অবিলম্বে ড্রেসিং রুমে রিপোর্ট করতে বলা হচ্ছে।'

মাথা নাড়ল বায়রণ। তারপর বলল, 'আমি আজ সন্ধ্যের ফ্লাইট ধরতে চাই মিঃ শর্মা। আপনি সেইটে ব্যবস্থা করে দিন।'

'সেকি। তুমি আজকেই চলে যাবে কেন?'

'আমার পক্ষে এখানে থাকা সম্ভব নয়।'

'কেন?'

'সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

বায়রণ হাসলো, 'আমার ট্রেনার আমাকে বিবেকের নির্দেশ মানতে বলেছিলেন। আমি তাই করছি।'

'আমি শুনেছি। কিন্তু সেটা তো রেস করার সময়।'

'মিঃ শর্মা, রেস কি কখনও শেষ হয়?'

ধাক্কা খেলেন হরি শর্মা। শেষ পর্যন্ত নীরবে মাথা নাড়লেন। এই সময় টার্ফ ক্লাবের লোকজন ওদের ডেকে নিয়ে এল প্যাডকে। পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। প্যাডকের চারদিকে প্রচন্ড ভীড়। শ্যাম শর্মা কাছেপিঠে নেই। রাজ্যপাল নিজে পুরস্কার হাতে তুলে দেবেন বিজয়ীদের। পল ওকে নিয়ে প্যাডকে ঢুকতেই ক্লিওপেট্রার মুখে হাসি ফুটলো। তিনি আগেই ওখানে অপেক্ষা করছিলেন। কাছাকাছি হতেই ডান হাত বাড়িয়ে বললেন, 'অভিনন্দন।' খসখসে গলা শুনতেই বায়রণের রক্তের চাপ বাড়লো। সে কোনোরকমে বলল, 'ধন্যবাদ, অজস্র ধন্যবাদ।'

পল তখন এগিয়ে গিয়েছে।

ক্লিওপেট্রার চোখ দেখা যাচ্ছে না কিন্তু শরীর টানটান হল। নিঃশ্বাস ফেলল বায়রণ। অদ্ভুত আনন্দ হচ্ছে এই মুহূর্তে। সত্যি কথা, যে ছেড়ে দিতে জানে তার কোনো অভাব হয় না।

ক্লিওপেট্রা বলল, 'আজ রাত্রে তুমি আমার কাছে থাকবে। তুমি হোটেলে থেকো আমি টেলিফোন করব। এখন তুমি উপযুক্ত হয়েছ।'

বায়রণ কেঁপে উঠল। চারপাশে অজস্র মানুষ কিন্তু ক্লিওপেট্রার কথা তারা কেউ শুনতে পাচ্ছে না। সে বলল, 'ধন্যবাদ। কিন্তু আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না।'

'ঢং করো না। এয়ারপোর্টে তোমার চোখ দেখেই জেনেছিলাম তুমি কি চাও। আমি আজ তোমাকে সব দেব।'

'ধন্যবাদ। কিন্তু আমি একটু বাদেই ফিরে যাচ্ছি।'

'মানে?' ক্লিওপেট্রা হতভম্ব হয়ে গেল।

'আমি কারো দয়ার দান গ্রহণ করি না।'

ঠিক সেই মুহূর্তে মাইকে ঘোষণা করা হল, 'দিনের শেষ রেসের কিছু পরিবর্তন হয়েছে। হর্স নম্বর ওয়ানের জকি বায়রণ অসুস্থ হওয়ায় ওই ঘোড়াটি চালাবেন জকি এন্টনী।'

চারধারে একটা হতাশার স্বর উঠলো। লোকে এন্টনীকে যেন কল্পনাও করে নি। ক্লিওপেট্রাকে এই প্রথম মাথা নীচু করতে দেখল বায়রণ।

মাইকে নাম ডাকা হচ্ছিল। মিসেস শর্মা প্রিন্সের মালিক হিসেবে ওনার কাপটি গ্রহণ করলেন হাসিমুখে। পল এগিয়ে গেল ট্রেনারের পদকটি নিতে কিঞ্চিৎ নার্ভাস

হয়ে পড়ল। এবার মাইকে ঘোষণা করা হয়, 'বিজয়ী জকি বায়রণ সেইন।'

ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল বায়রণ। হাত মেলালো। চারপাশের হাততালির শব্দে মনে হচ্ছে লক্ষ পায়রা উড়ছে। পদকটি নেবার আগে মৃদু গলায় সে বলল, 'যদি অনুমতি দেওয়া হয় তাহলে একটা কথা বলতে চাই।'

চারপাঁচটা কণ্ঠ একসঙ্গে উচ্চারণ করল, 'ইয়েস!'

'আমার নামের উচ্চারণ ঠিক হয় নি।'

'সেকি! আপনার নাম বায়রণ সেইন নয়?'

উজ্জ্বল হেসে ঘাড় নাড়ল সে, 'না, ওটা বাংলা শব্দ। ঠিক উচ্চারণ হল বীরেন সেন।'

লোকগুলো হতভম্ব হয়ে গেল প্রথমে। সমস্ত প্যাডক চুপ। সেক্রেটারী কাগজটার দিকে ভাল করে তাকালেন। তারপর গলা ঝেড়ে মাইকে বললেন, 'আমি দুঃখিত। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ বাজী দি ইনভিটেশন কাপ বিজয়ীর সম্মান গ্রহণ করছেন জকি বীরেন সেন।'

অজস্র হাততালির মধ্যে নত হয়ে পুরস্কার নিল বীরেন্দ্রনাথ সেন। কলকাতার মানুষ খবরটা জেনে উত্তাল এখন।

ব্যবস্থা হয়ে গেছে ফিরে যাওয়ার। প্রত্যেকের অভিনন্দন নিয়ে সে যখন এন্টনীর সঙ্গে কথা বলতে গেল তখন এন্টনী ঘোড়ায় বসে। সার দিয়ে ঘোড়াগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে মাঠের উদ্দেশ্যে। এন্টনীকে এখন আরো বৃদ্ধ দেখাচ্ছে। টগবগে ঘোড়ায় পিঠে বড্ড বেমানান। কোনোদিকে তাকাচ্ছে না।

আর দেরী করলে প্লেন ধরা যাবে না। যাওয়ার সময় হোটেল থেকে স্যুটকেস নিয়ে যেতে হবে। বীরেন সেন চুপচাপ বেরিয়ে এল শর্মার লোকের সঙ্গে। গাড়ি প্রস্তুত।

রেসকোর্সের বাইরে এসে অজস্র গাড়ি দেখতে পেল সে। শেষ রেস হয়ে গেলে জায়গাটায় চলা যাবে না। ড্রাইভারকে দ্রুত বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে সে পেছনের সিটে গা এলিয়ে দিল। আশ্চর্য, তার আজকে তেমন আনন্দ হচ্ছে না কেন? দশ বছর জমে থাকা প্রতিশোধ নেবার আকাঙ্ক্ষা মিটে যাওয়ার পরও এমন নিঃস্ব মনে হচ্ছে কেন?

হঠাৎ সে ড্রাইভারকে বাঁ দিকে গাড়িটাকে দাঁড় করাতে বলল। তারপর দরজা খুলে ছুটে গেল মাঠের রেলিং-এর দিকে। এখান থেকে উইনিং পোস্ট অনেক দূর। সেই বিখ্যাত বাঁকটি দেখা যায়। কিছু দরিদ্র মানুষ রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে

আছে মাঠের দিকে। ভেতরে ঢোকার পয়সা ওদের নেই। বীরেন ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। একটু আগে ওই মাঠের নায়ক যে এখন সাধারণ পোশাকে ওদের সঙ্গে রেস দেখছে এ খেয়াল কারো নেই। সবার চোখ মাঠের দিকে। সেখানে রেস শুরু হয়েছে। বীরেন উদ্বিগ্ন চোখে এণ্টনীকে খুঁজছিল। চার নম্বর পজিশনে আছে এণ্টনী। খুব অলস ভঙ্গী। কিন্তু বয়স হয়েছে বলে মনেই হচ্ছে না। বাঁকের মুখে এসে গেল ওরা। এই ঘোড়াটা তার নিজের জেতানোর কথা ছিল। এই মুহূর্তে বীরেন সেন মনে মনে বলছিল, 'তোমাকে জিততেই হবে এণ্টনী। আউট সাইড দিয়ে বের করে আনো ঘোড়াটাকে। চার্জ করো, চার্জ করো।'

এখান থেকে উইনিং পোস্ট দেখা যায় না। বীরেন সেন নিজের সমস্ত ইচ্ছে জড়ো করে এণ্টনীকে ঠেলে দিচ্ছিল যেন।

ওরা রেস করছে। প্রত্যেকেই আগে যাওয়ার চেষ্টায় মগ্ন। হঠাৎ ঝাঁকুনি খেল যেন বীরেন সেন। স্খলিত পায়ে সে ফিরে আসছিল গাড়ির দিকে। আমরা কী জীবনের রেসের শেষটা কি জানতে পারি? কি হবে দাঁড়িয়ে থেকে? এণ্টনী জিতুক কিংবা হারুক তাতে আর কি এসে যায়? কিন্তু এণ্টনী যে এই রেসটা জেতার জন্যে চেষ্টা করছে এটুকুই তো অনেক লাভ।

হঠাৎ তার মনে হল তার গুরুদক্ষিণা দেওয়া হল না। এণ্টনী নিশ্চয় জানে বীরেন এই রেসটা ওকে পাইয়ে দিয়েছে। জেতার জন্যে তার এই চেষ্টা শুধু বীরেনকে খুশী করতেই।

কোনো কোনো মানুষের জীবনে এক একটা সময় আসে যখন তাকে দৌড়ে যেতে হয় অন্যকে খুশী করতে। নিজের জন্যে হারজিতে কোন্যো ভাবনাই তার থাকে না। এণ্টনী এখন সেই অবস্থায় পৌঁছে গেছে।

ছুটন্ত গাড়ির সিটে হেলানো মুখ, গাল বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে এল। ওপাশে, বহুদূরে রেস শেষ হওয়া মাত্র দর্শকদের উল্লাসধ্বনি উঠল। গাড়ি যত দূরে এগোচ্ছে তত সেটা মিলিয়ে আসছে। বীরেন সেন বুঝতে পারছিল, যে মানুষ উত্তেজনাকে ছেঁটে বাদ দিয়ে দৌড়ে যেতে পারে তার চেয়ে বড় সওয়ার আর কেউ নেই। শেষবার এণ্টনী সেইটেই তাকে শিখিয়ে দিল।